উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৪৬৭.৬৬ (+৮৬২.২৩)
নিফটি : ২৫,৫৮৫.৩০ (+২৬১.৭৫)

গুজরাটে মন্ত্রীদের ইস্তফা
বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ছাড়া গুজরাট মন্ত্রীসভার ১৬ জন মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। শুক্রবার নতুন মুখ আনতে মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ হওয়ার কথা। » ৯

বিহারে ধোঁয়াশায় মহাজোট
শনিবার প্রথম দফার বিহার বিধানসভা ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। এখনও বিরোধী মহাজোট আসন বণ্টন চূড়ান্ত করতে পারেনি। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৩°	২০°
জলপাইগুড়ি	৩৩°	২২°
কোচবিহার	৩২°	২২°
আলিপুরদুয়ার	৩১°	১৯°

ট্রাম্পকে তেল নিয়ে ঘোষণার অনুমতি, দাবি রাহুলের » ৯

শিলিগুড়ি ৩০ আশ্বিন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 17 October 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 147

ভক্তিতেই শক্তি।। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীসাইলামের একটি মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে পুজো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

শিলিগুড়িতেও মহাকাল মন্দির

উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

রাহুল মজুমদার

দার্জিলিং, ১৬ অক্টোবর : শিলিগুড়িতেও মহাকালধাম হবে। সবচেয়ে বড় শিবমূর্তি এই ধামেই বসানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই জানিয়েছেন।

বুধবারের পর মমতা এদিনও পাহাড়ে হাঁটেন। কলকাতায় ফেরার আগে দার্জিলিংয়ে মহাকাল মন্দিরে পুজোও দেন। সেখান থেকেই শিলিগুড়িতে মহাকালধাম গড়ার কথা ঘোষণা করেন। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় যে কনভেনশন সেন্টার তৈরি হওয়ার কথা তার পাশেই এই ধামটি গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে জমি দেখতে বলেছেন। অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে বয়স্ক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের পৌঁছানোর জন্যে রাজ্য সরকার গ্রিন

দার্জিলিংয়ে ঘোষণা মমতার

কার-এর (ব্যাটারিচালিত গাড়ি) ব্যবস্থা করছে। জিটিএ-র সঙ্গে মিলে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিউ অনীত থাপার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। মমতা এদিন মহাকাল মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়েছি। বেশকিছু পর্যটকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। মাঝে ভয়ের কারণে পর্যটকরা এখানে আসছিলেন না। এখন আবার তাঁরা এখানে আসতে শুরু করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ রিচমন্ড হিল থেকে বেরিয়ে মহাকাল মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হন। কনভয় তৈরি থাকলেও আগের দিনের মতোই হেঁটে যাবেন বলে তিনি আধিকারিকদের জানান। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিককে সতর্ক করে দেওয়া হয়। মন্দিরের দিকে যাওয়ার সময় মমতা রাস্তায় পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলেন। সুচন্দন সরকার সল্টলেক থেকে পরিবার নিয়ে এখানে এসেছেন। মমতা তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

করমর্দনে নেই, আছি হাই ফাইভে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

খেলাটার নাম হকি হলে পাকিস্তানিদের হাতে হাত মেলানো যাবে! আর খেলাটার নাম ক্রিকেট হলে পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মেলানোই যাবে না।

শারদীয় মরশুমে ভারত সরকারের তরফে আমাদের এটাই প্রধান শিক্ষা। এই শিক্ষাটাই বুকের মধ্যে ধরে রাখতে হবে বাছারা।

একবার 'ও বন্ধু, ও আমার ভালোবাসা।' অন্যবার, 'তুই কে রে ব্যাটা? একেবারে তফাত যা!' একেবারে আমাদের বিদেশনীতির কার্বন কপি!

এশিয়া কাপ ক্রিকেটের সময় আমাদের ক্রিকেটাররা হাত মেলাননি পাকিস্তানিদের সঙ্গে। ছেলে-মেয়ে দু'পক্ষই।

আমাদের অনেকে ধন্য ধন্য করেছে ক্রিকেটারদের। সোশ্যাল মিডিয়া ভরে গিয়েছে পোস্ট এবং রিলসে। আহা, সূর্যকুমার-হরমনপ্রীত কী যে দিয়েছ তোমরা, জবাব নেই! বীর সেনাপতি!

দু'দিন আগে মালয়েশিয়ার জোহরে আবার উলটা বুঝলি রাম! সেখানে জোহর কাপ হকিতে ভারতীয় জুনিয়াররা ম্যাচের পর একেবারে হাই ফাইভ দিয়ে পাকিস্তানিদের সম্ভাষণ জানালেন। দৃশ্যটা দেখে থাকলে সূর্যকুমার বা হরমনপ্রীতের কি নিজেদের কোনও লজ্জাবোধ তাড়া করেছে? কোনও প্রশ্ন জেগেছে মনে? বা বিসিসিআইয়ের কোনও কর্তার? এরপর দশের পাতায়

আড়াই কোটি ভোটার বাদ, দাবি শুভেন্দুর

শুভজিৎ দত্ত ও খোকন সাহা

নাগরাকাটা ও বাগডোগরা, ১৬ অক্টোবর : বাংলার ভোটার তালিকা থেকে নাকি ২ কোটি ৪০ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) এত সংখ্যক ইতিমধ্যে বাদ গিয়েছে বলে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি। যদিও এসআইআর বাংলায় শুরু হওয়া দূরে থাক, এখনও বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত দেয়নি নির্বাচন কমিশন। তা সত্ত্বেও প্রায় আড়াই কোটি ভোটারের নাম কোন জাদুবলে বাদ চলে গেল, তার ব্যাখ্যা দেননি বিরোধী দলনেতা।

দলগতভাবে বিজেপি এই মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া এড়িয়েছে। আলিপুরদুয়ারের দলীয় সাংসদ মনোজ টিগ্গার ভাষায়, 'শুভেন্দুবাবুর বক্তব্যের ওপর আমার কোনও কিছু বলার অধিকার নেই।' শুভেন্দু অবশ্য নিজের বক্তব্যে অনড়। তাঁর বক্তব্য, 'এসআইআর-এর সেমিফাইনালেই পিসি আর ভাইপো ভোকাট্টা। ভয় পেয়ে তৃণমূল এসআইআর করতে দেবে না বলছে। সেক্ষেত্রে আমরাও নো এসআইআর-নো ইলেকশন কর্মসূচি নেব।'

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার আগে তিনি কীভাবে এত সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে বলছেন? এভাবে কি আসলে শুভেন্দু নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল নিচ্ছেন? উত্তরবঙ্গের দুর্যোগপীড়িত এলাকায় এসে বিরোধী দলনেতা বাস্তবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ক্ষমতা দখলের ছক শুনিয়ে গেলেন।

জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা থানার উলটোদিকে দলের সমাবেশে বৃহস্পতিবার শুভেন্দু কার্যত এসআইআর অস্ত্রেই তৃণমূল বধের পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দিয়ে গেলেন। তাঁর কথায়, 'এসআইআর-এর শুরুতেই যে ২ কোটি ৪০ লক্ষ নাম বাদ চলে গিয়েছে, তার অর্ধেকও যদি ওঠে, তবে বাকি ১ কোটি ২০ লক্ষের নাম উঠবে না। ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার, ডাবল-ট্রিপল এন্ট্রি, অনুপ্রবেশকারীদের নাম উঠবে না। সেকারণে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিই ক্ষমতায় আসছে।'

এসআইআর অস্ত্রে বঙ্গ জয়ের ছক

এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। দলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'কোনও কিছু শুরু হওয়ার আগেই ফলাফল জানিয়ে দেওয়ার অর্থ কি সব আগে থেকে সাজানো আছে? বিজেপির নেতারা নির্বাচন কমিশনেরও উর্ধ্বে কি না-সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বৈকি।' গত ৬ অক্টোবর নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা-টন্ডুতে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবারের ধিক্কার সভায় এসেছিলেন শুভেন্দু।

২০২৬-এ রাজ্যে বিজেপির জয় কোন পথে, তারও অঙ্ক কষে শুনিয়েছেন তিনি। এরপর দশের পাতায়

৮৫ রুটে চলবে টোটো, ভোগান্তির আশঙ্কা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : আশিঘর মোড় থেকে হাতি মোড়ে আসতে গেলে এবার একটি টোটোতে আসতে পারবেন না যাত্রীরা। রবীন্দ্রনগর মোড়ে নেমে আবার নতুন টোটো ধরতে হবে। তাই গুনতে হবে বাড়তি ভাড়াও। শিলিগুড়ি পুরনিগম ও ট্রাফিক পুলিশের নয়া রুট ভাগে এমনই হয়রানির শিকার হবেন শিলিগুড়ি ও শহরতলির সাধারণ মানুষ।

এমন একটি নয়, শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে শহরে টোটো চলাচলের এমন ৮৫টি রুট ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের ট্রাফিক গার্ডের পরামর্শ অনুযায়ী টোটোর রুট ঠিক করা হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় কোথা থেকে কতদূর পর্যন্ত কোন টোটো চলবে তা সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রশাসনের কর্তারা অবশ্য যাত্রীদের হয়রানির কথা মানতে চাইছেন না। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'যানজট এড়াতে রাজ্যজুড়ে টোটোর রুট হচ্ছে। শিলিগুড়িতে পুরনিগম ও পুলিশ মিলে ট্রাফিক রুট ঠিক করা হয়েছে। একটি টোটোতে চড়ে শহরজুড়ে ঘোরাঘুরি করা যাবে না। হাইওয়েতে টোটো উঠতে পারবে না। রুট কার্যকর হলে সুবিধাই হবে।'

অসন্তুষ্ট চালকরা
- সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী টোটোর রুট ভাগ করা হয়েছে
- বেশ কিছু টোটো ১ থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে চলাচল করতে পারবে
- ফকদইবাড়ি থেকে সুভাষপল্লি আসতে ৩ বার টোটো পরিবর্তন করতে হবে
- শুক্রবার মেয়র, আরটিও ও পুলিশকে দাবিপত্র দেবেন টোটোচালকরা

টোটোর রুট নিয়ে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়ন বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসে। অরবিন্দপল্লিতে ওই বৈঠকে শতাধিক টোটোচালক উপস্থিত ছিলেন। ইউনিয়নের তরফে শুক্রবার শিলিগুড়ির মেয়র, আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক ও পুলিশের কাছে দাবিপত্র দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে রুটের তালিকার একটি কাগজ চালকদের হাতে হাতে ঘুরছে। সেই কাগজ অনুযায়ী আশিঘর ট্রাফিক গার্ডের অধীন ২ নম্বর রুটটি হল আশিঘর এরপর দশের পাতায়

জন্মমৃত্যুতে জালিয়াতি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে টাকা দিলেই সরকারি পোর্টাল থেকে মিলছে জাল জন্মমৃত্যু শংসাপত্র। সম্প্রতি গোয়েন্দাদের নজরে এই তথ্য ধরা পড়েছে। এরপরই নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য দপ্তর। তিন মাসে এই গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ইস্যু করা প্রায় ৮৫০ জাল শংসাপত্রের হদিস পেয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। বড় একটি চক্র এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের একজন চিকিৎসক ও দালালদের একটি চক্র একাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিন মাসে প্রায় কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে বলে অভিযোগ। ওই ডেটা এন্ট্রি অপারেটর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাধারণ সম্পাদকের ছেলে। স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

কী অভিযোগ
- গত তিন মাসে খড়িবাড়ি হাসপাতাল থেকে ১ হাজার জন্মমৃত্যু শংসাপত্র ইস্যু
- বাস্তবে জন্মমৃত্যু হয়েছে ১৭০ জনের
- ব্যাকডেটে ইস্যু করা প্রায় সাড়ে আটশো শংসাপত্রই ভুয়ো

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। সমস্ত তথ্য স্বাস্থ্য ভবনে পাঠান হয়েছে। অভিযুক্তদের শোকজ করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে যথাসময়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে।' তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কোর এরপর দশের পাতায়

সাহসী কুনকিদের পুরস্কার

লাটাগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বেশ কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতিরা উদ্ধারকাজে দুঃসাহসিক নজির দেখিয়েছিল। এবার তাদের ওই অবদানের স্বীকৃতি দিচ্ছে রাজ্য বন দপ্তর। ওই হাতিগুলিকে পুরস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি তাদের মাহুতদেরও সম্মান জানানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

চলতি মাসের ৫ তারিখ জলঢাকা নদীর তীব্র জলোচ্ছ্বাসে গরুমারার বিস্তীর্ণ অংশ তলিয়ে যায়। বন্যার জলে গন্ডার সহ একাধিক বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। ওই সময় বন দপ্তরের কুনকি হাতিরা যেমন আমন, হিলাড়ি, কাবেরী, ফুলমতি ও ডায়নারা দক্ষতার সঙ্গে বনকর্মীদের সঙ্গে উদ্ধার অভিযানে নামে। বন্যার পর জঙ্গলের অবস্থা পর্যালোচনাতেও এই কুনকি হাতিরাই ছিল বনকর্মীদের ভরসা।

এই কুনকি হাতিরা সাধারণত সারা বছর পর্যটন, জঙ্গল পাহারা ও বন্যপ্রাণী উদ্ধারের কাজে নিযুক্ত থাকে। তবে বন্যার সময় তাঁদের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, 'আসন্ন বনমহোৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠানে এই কুনকি হাতিদের পুরস্কৃত করা হবে। বন্যার সময় কোন কোন হাতি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের কাছে তার তালিকা চাওয়া হয়েছে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'ভালো কুনকি হাতি মানেই দক্ষ মাহুতের পরিশ্রম ও স্নেহ। তাই কুনকিদের পাশাপাশি মাহুতদেরও সম্মান জানানো যায় কি না এ নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে।'

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বললেন, 'পুরস্কার সংক্রান্ত কোনও সরকারি নির্দেশ এখনও পাইনি। নির্দেশ এলে সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-001/2025-26 Last date of online bid submission 03/11/2025 Hrs 09:00 AM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

রেল এবং ওয়েল্ডের আলট্রাসনিক টেস্টিং
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৪২০২৫-এমএলজি, তারিখ ১৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৪২০২৫-এমএলজি। কাজের নাম ও বিবরণ: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলট্রাসনিক টেস্টিং। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ৫৩,৬৬,৪৪০ টাকা; বায়না রাশি: ১,০৭,৪০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসএন্ডটি কার্য
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এস-এন্ড-টি-২০২৫-২৬-৪৩ তারিখ: ১৪-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনের এসএন্ডটি কাজ। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নির্মাণ এবং যোগান কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./৬২ তারিখ: ১৪-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার জংশন-যোগবনী (এসএল) টিএসআর (পি) - ৬১.৬০০ টিকেএম। টেন্ডার রাশি: ১১,৫৭,৮৭,০২৫.১৮/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা: ৭,২৮,৯০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়েলডিঙের সিঙ্গল শট ক্রুসিবল মেথড এবং কমপ্রেসেড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ৬০ কেজি/৬০ই১ আর ২৬০ এবং ৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেইলের জন্যে এ টি ওয়েলডিং পোর্শানের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। টেন্ডার রাশি: ৭৫,৪৮,৫০৪.৮৮/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা: ১,৫১,০০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (ক) জেএজি এবং যোগবনী য়ার্ডে ব্যালাস্টের যোগান (খ) য়ার্ডের নর্দমা ব্যবস্থার উন্নতকরণ - যোগবনী য়ার্ড (পি. ওয়ে কাজ)। টেন্ডার রাশি: ২,০১,৮৭,১৬৫.৭৭/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা: ২,৫৪,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১৩-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৩-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ)/ কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি/ইএল/১৫/২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১. টেন্ডার নং: এপি/ইএল/১৫/২৫-২৬, কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে:- ২৫ বছরের জন্য নকশা, নির্মাণ, অর্থায়ন, পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানান্তর (ডিবিএফওএমটি) ভিত্তিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)এর মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার জংশন পাওয়ার হাউসের কাছে ০২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভূমি ভিত্তিক সৌর পিভি সিস্টেম প্রকল্পের বাস্তবায়ন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ২৮,২৫,১০,০০০ টাকা, বায়নার ধন: ২১,৩৬,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৫-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৫-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

ফ্ল্যাশ বাট ওয়েলডিং জয়েন্টের ইউএসএফডি পরীক্ষণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৫২০২৫-এমএলজি তারিখ: ১৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ই-টেন্ডার সংখ্যা. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৫২০২৫-এমএলজি। কাজের নাম: উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I এবং জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/রঙ্গিয়া মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনের ফেজড অ্যারে আলট্রাসোনিক ওয়েলড টেস্টার (পিএইউটি) দ্বারা ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং জয়েন্টের ইউএসএফডি পরীক্ষণ। আনুমানিক টেন্ডার রাশি: ২,৩২,০৮,৯১৭/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬৬,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.১৫ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্তা/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-Tender Notice
The Chairman, Mal Municipality invites e-Quotation for Tower Clock as per given NIQ within Mal Municipality under 15th Finance **e-NIT No.** MM/C/CLOCK TOWER/15th FC/1078/25-26 **Tender ID.** 2025_MAD_926824_1 **Last date of bidding (online):** 04.11.2025 up to 12:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

e-Tender Notice
DDA(Admn) Dakshin Dinajpur, Balurghat invites online e-tender. Vide no.AGRI/DD/e-NIT No- 05/2025-2026(4th Call) and Memo no 2490(18) Dt-10/10/2025 for procurement of Novaluron 10% EC and Hexaconazole 5%. EC.Submission of bid will start (online) on 17/10/2025 from 12:00 P.M. Closing date (online) is 27/10/2025 upto 2:00 P.M. opening date. Tech & Fin bid opening on 29/10/2025. Details are available in the website **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- (A. Chattopadhyay)
Dy.Director of Agriculture(Admn.)
Dakshin Dinajpur: Balurghat

NOTICE INVITING e-TENDER
Tender are invited vide(1) e-NIT No. 71/APAS/2025-26 to e-NIT- 91/APAS/2025-26, Memo No. 1996/G-II to 1216/G-II, Dated: 10/10/2025 (2) e-NIT No. 92/APAS/2025-26 to e-NIT- 106/APAS/2025-26, Memo No. 1247/G-II to 1260/G-II, Dated: 11/10/2025, (of the undersigned, intending bidders may participate through **http://wbtenders.gov.in** and/or may contact this office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Goalpokher-II Dev Block
Chakulia, Uttar Dinajpur

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti:::Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT NO: WB/028/APAS-12/BDOKNT/25-26(Retender), Dated:- 16-10-2025 Work Sl 01 to 08. & E-NIQ NO: WB/008/NIQ/BDOKNT/25-26 (Re-NIQ-07), Dated:- 16-10-2025 Work Sl 01-a) to e). Last date of submission of bid through online **is 05-11-2025 upto 09:00 hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** from 16-10-2025 from 17:00 hrs. respectively.

Sd/-
EO & BDO
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

OFFICE OF THE PRINCIPAL
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital, Cooch Behar

Quotation for Canteen Service

Quotation is invited for Canteen Service at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/Prin/2368/2025, Dated 15/10/2025.
Details are available from the following websites-www.wbhealth.gov.in, www.coochbehar.gov.in and www.mjnmch.ac.in

Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/05/2025-26(2nd Call), Dt. 14/10/2025, Last date and time for bid submission-03/11/2025 at 16:00 hours. For more information please visit: **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

২০২৫ সালের অক্টোবর মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
২০২৫ সালের অক্টোবর মাসের ইউনিট ভিত্তিক ডেপুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ির আওতাধীন রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:-

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৫	২২-১০-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৫	২২-১০-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৫	২২-১০-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
দুটি পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ২৬টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ২৯টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১৩০৩৩/৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ২৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২৯টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১৩০৩৩/৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps. gov.in-তে পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ : • অকশন ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১০সি। কামরা : ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৪টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১৩০৩৩/১৩০৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়: ২৪.১০.২০২৫, দুপুর ২টো। • অকশন ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-১০ডি। কামরা : ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি এসএলআর কামরা। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়: ২৯.১০.২০২৫, দুপুর ১টা।

(HWH-349/2025-26) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Samsul Haque, S/O- Late Md Mustakim Vill - Nurpur Mandalpara, P.O- Nurpur, P.S- Manikchak, Pin - 732203 আমার পাসপোর্টে (N6296129) আমার নাম ভুল থাকায় গত 8/10/2025 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mohammad Samsul Haque থেকে Samsul Haque করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118675)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং- WB-63 20050919339(New), WB- 64/24355(Old) আমার নাম, বাবার নাম ও ঠিকানা ভুল থাকায় গত 14-10-25, J.M., 3rd কোর্ট, সদর, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Subhashish Chowdhury বাবা H.C. Chowdhury এবং Subhasis Chowdhury বাবা Late Harendra Chandra Chowdhury-র পরিবর্তে Subhashis Choudhury বাবা Late Harendra Chandra Chowdhury সঠিকভাবে উল্লেখিত হল এবং আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং- WB-63 20050919339(New) তে ঠিকানা B.S Road, Natun Bazar, Coochbehar, 736101 এর পরিবর্তে Ashram Road, 2nd Bye Lane, East Hazrapara, W ard no.- 14, P.S. Kotwali, P.O. & Dist.- Coochb Behar এ সঠিকভাবে উল্লেখিত হল। (C/118147)

০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভূমি স্থিত সোলার পিভি সিস্টেম প্রজেক্টের রূপায়ন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/১৬/২৫-২৬ তারিখ: ১৪-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ই-টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/১৬/২৫-২৬। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে: ২৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডিজাইন, নির্মাণ, বিত্ত, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানান্তর (ডিবিএফওএমটি) দ্বারা পাব্লিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার জংশন স্থিত কাঞ্চন ভিউ কলোনিতে ০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভূমি স্থিত সোলার পিভি সিস্টেম প্রজেক্টের রূপায়ন। টেন্ডার রাশি: ৪২,৩৭,৬৫,০০০/- টাকা। বায়না রাশি: ৩২,০৪,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ০৫-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি রফিকুল ইসলাম, পিতা- রইসউদ্দিন মিঞা, গ্রাম- মধ্য কালারায়ের কুঠি, পোঃ + থানা- পুণ্ডিবাড়ী, জেলা- কোচবিহার আমার ভোটার কার্ড-এ পদবী ভুল থাকায় E.M কোর্টের অ্যাফিডেভিট (13/10/25) দ্বারা আমি রফিকুল মিঞা থেকে রফিকুল ইসলাম এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

•

ভোটার কার্ড (ID) নং WB/01/005/ 534378 আমার নাম ভুল থাকায় গত 15-10-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jaynal Hossain এবং Jaynal Abedin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গোকুলেরকুঠি, রাশিডাঙা-II, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118149)

•

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB 63 20020918276 আমার নাম Nazrul Haque থাকায় দিনহাটা 1st.Cl.JM কোর্টে 15.10.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Nazrul Hoque হলাম। সাং - ভাংনি ২য় খণ্ড। (S/M)

•

আমি অবিনাশ রায়, পিতা মৃত পাতারু রায়, 1st Class Judicial Magistrate আলিপুরদুয়ার কোর্টে গত ইং ১৫/১০/২০২৫ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতার নাম মৃত পবিত্র রায় থেকে মৃত পাতারু রায় নাম পরিচিত হইল। (P/S)

•

আমি Jayanti Sarkar স্বামী Sanjoy Roy Pramanik কন্যার জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত Jayanti Roy Pramanik থাকায় গত ইং 4/9/25 জলপাইগুড়ি E.M. Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে Jayanti Roy Pramanik এবং Jayanti Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। ডাউকিমারী, ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমার ভোটার কার্ড নং TSX 1489269 যেখানে আমার পিতার পরিবর্তে স্বামীর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে Nachhir Uddin Miya, পিতার নাম Nachhi Uddin Miya-এর পরিবর্তে। আমার আধার কার্ড নং 8175 7099 1635 আমার নাম Najima Khatun-এর পরিবর্তে Najina Bibi ভুলবশত: লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 16-10-2025, নোটারী পাবলিক, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি আমার নাম Najima Khatun, D/o Nachhi Uddin Miya হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। কলাবাড়িঘাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পিন- 736170. (C/118148)

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (আরআরবি)
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং- ০৬/২০২৫ এবং ০৭/২০২৫
নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগে (স্নাতক এবং অস্নাতক) বিভিন্ন পদের জন্য নিয়োগ
নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখিত নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগে (স্নাতক এবং অস্নাতক) পদের জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনপত্রগুলি সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি

কারিকা	সিইএন নং ০৬/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ, স্নাতক)	সিইএন নং ০৭/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ, অস্নাতক)
আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ	২১.১০.২০২৫	২৮.১০.২০২৫
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ	২০.১১.২০২৫ (২৩ : ৫৯ ঘটিকায়)	২৭.১১.২০২৫ (২৩ : ৫৯ ঘটিকায়)

সিইএন নং	পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	০১.০১.২০২৬ এর অনুসারে বয়স	সম্ভাব্য শূন্যপদ (সকল আরআরবি)
০৬/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ, স্নাতক)	চিফ কমার্সিয়াল তথা টিকিট সুপারভাইজার	৬	৩৫৪০০	বিস্তারিত সিইএন-এর সংযুক্তি-এ দেখুন	১৮-৩৩ বছর	৫৮০০
	স্টেশনমাস্টার					
	গুডস ট্রেন ম্যানেজার	৫	২৯২০০			
	জুনিয়র অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট তথা টাইপিস্ট					
	সিনিয়ার ক্লাক তথা টাইপিস্ট					
	ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট	৪	২৫৫০০			
০৭/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ-অস্নাতক)	কমার্সিয়াল তথা টিকিট ক্লার্ক	৩	২১৭০০	বিস্তারিত সিইএন-এর সংযুক্তি-এ দেখুন	১৮-৩০ বছর	৩০৫০
	অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক তথা টাইপিস্ট	২	১৯৯০০			
	জুনিয়ার ক্লার্ক তথা টাইপিস্ট					
	ট্রেনস ক্লার্ক					

প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার সময়কালে, আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারটিতে থাকা আপনার নাম এবং জন্মতারিখটি আপডেট হতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে উপলব্ধ আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং জন্মতারিখের সঙ্গে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে, আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োম্যাট্রিক (আঙ্গুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে আপডেট করতে হবে।

আবেদনপত্রটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৬/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ-স্নাতক) এবং কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৭/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ-অস্নাতক) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে বিশদভাবে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৬/২০২৫ নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ-স্নাত্মক এবং কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৭/২০২৫ - এর বিস্তারিত বিবরণ কোনও প্রকার সংশোধনী/সংযোজন/উল্লেখিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সিইএন নং- ০৬/২০২৫ এবং ০৭/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	মুজাফফরপুর ww.rrbmuzaffarpur.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in
বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbpryj.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

নং. আরআরবি/এমএএস/০৬ এবং ০৭-২০২৫/জি এবং ইউজি/০১
তারিখ : ১৭.১০.২০২৫ 'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'
চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন
শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয় :: ভারত সরকার
ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, ভবিষ্য নিধি ভবন, দিন বাজার, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
ই-মেইল: ro.jalpaiguri@epfindia.gov.in ফোন নম্বর: ০৩৫৬১-২৩০২৭১/২৩০৭৩১

আবেদন
কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয় ডিজিটাল পরিষেবাগুলিকে আরও উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিজেদের সদস্যদের জন্য এক নতুন উদ্যোগের সূচনা করেছে। এখন থেকে ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নং (UAN) সৃষ্টি এবং সক্রিয় করে তোলার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে সহজ এবং সরল করে তোলা হয়েছে। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন UMANG অ্যাপ প্রচলনের দ্বারা মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি (FAT)-এর মাধ্যমে নতুন সুবিধার সূচনা করেছে। মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি (ফেস অথেন্টিকেশন টেকনোলজি) প্রচলিত OTP -এর দ্বারা যাচাইকরণ পদ্ধতির থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং সঠিক পদ্ধতি। এর ফলে EPFO সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সম্পূর্ণরূপে যাচাইকরণ সম্ভব হয় এবং এক্ষেত্রে সদস্য নিয়োগকর্তা অথবা EPFO কার্যালয়ের সাহায্য ছাড়াই সদস্যরা নিজের মোবাইল থেকে সমস্ত পরিষেবা উপভোগ করতে পারবেন।

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাঝ থেকে বেতন মাসগুলির জন্য সংশোধিত ইলেক্ট্রনিক চালান সহ রিটার্ন (ECR) ৩.০ কার্যকর করেছে যার অন্তর্গত পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা চালান দাখিল এবং রিটার্ন ফাইলিং এর মত প্রক্রিয়াগুলি করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এই নতুন প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ভুলভাবে ECR জমা দেওয়াটিকে বন্ধ করে, সিস্টেম সংক্রান্ত ত্রুটি কমানো এবং বেতন সহ অন্যান্য ডেটার গণনা উন্নত করে, ECR এ সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদি এই প্রক্রিয়াটির অন্তর্গত করা হয়েছে। ইপিএফও ওয়েবসাইটে 'Revamped' ফিচারটি উন্নত করা হয়েছে যার ফলে নিয়োগকর্তাদের কার্যপ্রণালী উন্নততর করে তোলার সাথে সাথে রিটার্ন এবং চালানের ট্রেক করার পদ্ধতিটি অনেক বেশি সহজ হয়ে গেছে।

সম্প্রতি কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন সব প্রতিষ্ঠানের জন্য ফর্ম ৫এ (প্রতিষ্ঠানের মালিকানা এর বিবরণ) দাখিলের সুবিধা চালু করেছে, এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা, ইপিএফ কোড সংখ্যা, কভারেজের তারিখ, শাখাগুলির তথ্য ইত্যাদির বিবরণ স্পষ্ট এবং খুব সহজে দেখা যাবে। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে প্রদর্শন করা অনিবার্য করে তোলা হয়েছে যার ফলে প্রতিষ্ঠানের পারদর্শিতা আরও বাড়ানো যায়। এটির মূল উদ্দেশ্য হল কর্মচারীদের তাদের নিয়োগকর্তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা সঙ্গে ইপিএফও -এর নিয়মগুলির সঠিক পরিষেবাগুলি সম্পর্কে সুনিশ্চিত করা।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ইফিএফও সকল সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ করছে যে, অননুমোদিত এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করাতে বিরত থাকুন এবং নিঃশুল্ক তথা সুরক্ষিত অনলাইন পরিষেবাগুলির জন্য ইপিএফও এর আধিকারিক পোর্টালটি ব্যবহার করুন। যার বিস্তারিত তথ্য http://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2136622 তে উপলব্ধ।

এই উদ্যোগটি সমস্ত সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, যেখানে নিয়ম অনুসারে অনলাইনে দাবি জমা দেওয়া সম্ভব নয় এবং দাবিটি বাস্তব আকারে জমা দেওয়া হয় যাতে ই-নামাঙ্কন বিহীন পি.এফ./ই.ডি.এল.আই/পেনশনরা অন্তর্ভুক্ত থাকে। মনে রাখবেন যে এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা এবং খুব শীঘ্রই একটি ভিন্ন পদ্ধতি আনা হবে, যার মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন কর্মচারী বা নিয়োগকর্তার দ্বারা জমা করা সমস্ত নথিপত্র ডিজিটাল রূপে দাখিল করার নিয়ম আনা হবে। এই সমস্ত নথিগুলি ডিজিটাল সিকিউরিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করে ই-মেলের মাধ্যমে কার্যালয়ে জমা দিতে হবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটিকে ডিজিটালকরণ এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত পরিস্থিতিতে নিশ্চিত করা হবে।

সঙ্গে কার্যালয়ের দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে, অভিযোগকারীরা চাকরি ছাড়ার পর পি.এফ-এর বকেয়া সংক্রান্ত অভিযোগ করেন। তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় তাদের কাজ করার প্রমাণপত্র যেমন নিয়োগপত্র, বেতন/মজুরি স্লিপ এবং অ্যাকাউন্টে বেতন জমা হওয়ার প্রমাণপত্র ইত্যাদি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে রাখবেন, যাতে পি.এফ. বকেয়ার অভিযোগ করার সময় তা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

ভারত সরকার কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা ঘোষণা করেছে ০১.০৭.২০২৫ তারিখ যার বিস্তারিত জন্য http://pmvbry.labour.gov.in লিংক এবং http://pmvbry.epfindia.gov.in অথবা কিউআর কোডটিতে উপলব্ধ।

@socialepfo @socialepfo @socialepfo

আজ টিভিতে

সেসিল : দ্য লেগ্যাসি অফ আ কিং
রাত ৯.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মন মানে না, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ মান মর্যাদা, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ বিন্দাস

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ বগলা মামা যুগ যুগ জিও, দুপুর ১.১৫ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.১৫ আফ্রিকা, সন্ধে ৭.৩০ অমানুষ, রাত ১০.৩০ অলৌকিক

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মায়ের অধিকার, দুপুর ১২.০০ পবিত্র পাপী, ২.৩০ আশা ও ভালোবাসা, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ১১.০০ দমদম দীঘা দীঘা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ফয়সালা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অধিকার

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২১ কুলি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৩.০৮ কুগলে কাটাপ্পা, ৫.২২ হিম্মতওয়র, রাত ৮.০০ রেইড-টু, ১০.৫৭ প্রলয়-দ্য ডেস্ট্রয়ার

জি বলিউড : বেলা ১১.০৭ প্রেম গ্রন্থ, দুপুর ২.০৩ কুদরত কা কানুন, বিকেল ৪.৪৯ ফুল অওর কাঁটে, রাত ৮.০০ আজ কা অর্জুন, রাত ১০.৫৩ দানবীর

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.০৪ জুদাই, বিকেল ৪.২০ নভসারি কা রহস্য, সন্ধে ৬.২৫ ড্যারিং রাখওয়ালা, সন্ধে ৭.৩০ কল্কি ২৮৯৮ এডি, রাত ১০.০০ মাঙ্কি কিং

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ দিল পরদেশী হো গ্যয়া, বিকেল ৫.০০ যশবন্ত, সন্ধে ৭.০০ অর্জুন, রাত ১০.০০ অপমান কি জঙ্গ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৫৬ ফরাজ, ২.৪৯ মিশন মজনু, বিকেল ৫.০১ তুম্বড়, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, রাত ১১.২০ ইংলিশ ভিংলিশ

লালন ফকিরের গান শুনুন সম্পা বিশ্বাসের কণ্ঠে। **গুডমর্নিং আকাশ**
সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

বিন্দাস রাত ১০.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

চিকেন চিংড়ি দরবারি রান্না শেখাবেন দীপা দাস।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায়ে মন্দা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা পেয়ে স্বস্তি পাবেন। বৃষ : বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। প্রেমের সংকট কাটবে। মিথুন : শরীরের দিকে নজর দিন। অহেতুক দুশ্চিন্তা করতে যাবেন না। মায়ের রোগমুক্তি। কর্কট : কোনও দূরের আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। সিংহ : কাউকে অকারণে সাহায্য করতে গিয়ে মান খোয়াতে হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। কন্যা : প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তি। তুলা : নিজের ভুলের খেসারত দিতে হতে পারে। বাবার পরামর্শে দাম্পত্য সমস্যা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে ব্যয় বাড়বে। নতুন কোনও মূল্যবান দ্রব্য কিনে আনন্দ। ধনু : পথে চলতে সতর্ক থাকুন। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে দুশ্চিন্তা। মকর : জাতিকাদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ। ভাঙা কোনও সম্পর্ক জোড়া লাগবে। কুম্ভ : আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। অযথা বিবাদে জড়িয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। মীন : শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ৩০ আহিন, সংবৎ ১১ কার্ত্তিক বদি, ২৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৮, অঃ ৫।৮। শুক্রবার, একাদশী দিবা ১।১৯। মঘানক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৫১। শুভযোগ প্রাতঃ ৬।১৮ পরে শুক্রযোগ শেষরাত্রি ৫।৩। বালবকরণ দিবা ১।১৯ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।১৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, সন্ধা ৪।৫১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১।১৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১।১৯ গতে নৈরৃঋতে। বারবেলাদি ৮।৩১ গতে ১১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৬ গতে ৯।৪৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৪।৫১ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট এবং দ্বাদশীর সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস(রমা)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৫।৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪০ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ৩।১৫ মধ্যে ও ৪।৭ গতে ৫।৩৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেসরকারি ত্রাণ চলে যাচ্ছে খোলা বাজারে

পুরোনো পোশাক সরাতে ট্রলি

সপ্তর্ষি সরকার ও শুভজিৎ দত্ত

ধূপগুড়ি ও নাগরাকাটা, ১৬ অক্টোবর : ত্রাণ হিসেবে টাকা না মিললেও পুরোনোর পাশাপাশি নতুন জামাকাপড়ও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু নতুন জামাকাপড়ের প্রতি ক্ষতিগ্রস্তদের যতটা টান, পুরোনো জামাকাপড়ের দিকে তার ছিটেফোঁটাও নেই। পুরোনো পোশাক দুর্গতদের তাঁবুর পাশে স্তূপাকারে জমছে। বাধ্য হয়ে প্রশাসনকে লরিতে লরিতে পুরোনো পোশাক সরাতে হয়েছে। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় বিলি হওয়া নতুনের মতো বহু ত্রাণসামগ্রীই আত্মীয়পরিজন এমনকি কারবারিদের হাত ধরে বাইরে যেতে শুরু করেছে। বদলে তাঁরা কিছু টাকা পাচ্ছেন। আগামীর জন্য সেটুকুই তাঁদের ভরসা।

অঢেল সরকারি ত্রাণের হাতবদলে সবথেকে বড় সমস্যা বিশ্ববাংলা লোগো। ব্যক্তি বা সংস্থার দেওয়া ত্রাণে লোগো না থাকায় হাতবদলও খুব সহজ। ধূপগুড়ির পাশাপাশি নাগরাকাটার ক্ষেত্রে সেটাই দেখা যাচ্ছে। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা এলাকায় তো ত্রাণের পুরোনো পোশাক নিয়ে প্রশাসন

ত্রাণশিবিরের তাঁবুর বাইরে পড়ে থাকা পুরোনো জামাকাপড়।

রীতিমতো ব্যাকফুটে। অঢেল নতুন পোশাক ফেলে কেউই পুরোনো জামাকাপড় নিতে চাইছেন না। প্রশাসনকে এখনও পর্যন্ত ১৩ ট্রলি পুরোনো পোশাক সরাতে হয়েছে। বন্যাবিধ্বস্ত টন্ডু বস্তির রেশমা ওরাওঁ, মডেল ভিলেজের রন্তি সাহুরা সেসব ঘুরেও দেখছেন না।

ত্রাণ বিলি নিয়ে প্রশাসন কোনও অসন্তোষ চাইছে না। এজন্যে নামঠিকানা পরিচয় নিশ্চিত করা বা খোঁজখবর নেওয়া থেকে সরকারি কর্মীরা পুরোপুরি বিরত থাকছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একই পরিবারের একাধিক সদস্য, তাদের বহিরাগত আত্মীয়পরিজন এমনকি নিছক বাইরে থেকে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে আসা মানুষের হাতেও ত্রাণসামগ্রী চলে যাচ্ছে। ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি, দুই ব্লকেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে অনেক দূরেও ত্রাণসামগ্রীর দেখা মিলছে।

জীবনের জন্য

- বন্যা পরিস্থিতি এলাকাগুলির জন্য সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ মিলেছে
- কিন্তু সরকারি ত্রাণে লোগো থাকায় ক্ষতিগ্রস্তরা তা নিয়ে উৎসাহী নন, পুরোনো পোশাক নিয়েও নন
- প্রায় নতুনের মতো যে সমস্ত ত্রাণসামগ্রী তাঁরা পাচ্ছেন তা যা দাম মিলছে তাতেই বিক্রি করছেন

বন্যার পরেই ময়নাগুড়ি ব্লকে চারেরবাড়ি হাইস্কুলকে কেন্দ্র করে খোলা ১৬টি ত্রাণশিবিরের মধ্যে এই মুহূর্তে ১০টি সক্রিয়। ধূপগুড়ি ব্লকে গধেয়ারকুঠি হাইস্কুলকে কেন্দ্র করে ১০টি অস্থায়ী শিবির চলছে। শিবিরগুলি থেকে তিনবেলা রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হলেও প্রতিবেলায় খাবার গ্রহণের সংখ্যায় ফারাক অনেক। ত্রাণশিবিরের তাঁবুতে উপস্থিত লোকসংখ্যাও দিনরাতের নানা সময় বদলে যাচ্ছে বলেই মত প্রত্যক্ষদর্শীদের।

বন্যাপরিস্থিতি কবলিত এলাকায় কারও কারও ঘরে ত্রাণসামগ্রী যে উপচে পড়ছে এবং সেসব বাইরে পৌঁছে যাচ্ছে তা স্বীকার করে ধূপগুড়ির এক কারবারি বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু তা তাঁরা পাচ্ছেন না। তাই ত্রাণে মেলা শাড়ি, প্যাকেট করা খাবার বা অন্যান্য প্যাকেজড প্রোডাক্ট, স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন অনেকেই বিক্রি করতে আনছেন। কম হলেও আমরা যে নগদ টাকাটা দিচ্ছি। সেটাই ওঁদের কাজে লাগছে।'

মমতা-শোভনের কথা

দার্জিলিং, ১৬ অক্টোবর : দিদির ডাকে কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে ভাই শোভন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রিচমন্ড হিলে বুধবার বিকেল ৪টা থেকে ঘণ্টা দুয়েক বৈঠকও সেরেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সকালে ফুরফুরে মেজাজে গাড়িতে পাহাড়ে ঘুরতে দেখা গিয়েছে কলকাতার প্রাক্তন মেয়রকে। তাহলে কি ঘরওয়াপসি হচ্ছে শোভনের, জল্পনা চলছে তৃণমূলে।

কিছুদিন আগেই তৃণমূলের হয়ে কাজ করতে চেয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন শোভন। এবার কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে ছুটে আসা এবং দলীয় নেত্রী মমতার সঙ্গে তাঁদের বৈঠক, শোভন যে ফের দলে ফিরছেন, নিশ্চিত তৃণমূলের অনেক নেতাই। '২৬-এর ভোটে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র প্রার্থী হতে পারেন বলেও দলে শুরু হয়েছে চর্চা। যদিও তৃণমূলে ফেরা বা প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে মুখ খোলেননি শোভন। বুধবারের বৈঠক প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে বৈশাখীও কোনও মন্তব্য করেননি।

তবে কি দীপাবলির পরেই তৃণমূলে ফিরছে শোভন-বৈশাখী জুটি, কানাঘুষো চলছে শাসকদলের অন্দরে।

স্মরণে

'রাম নারায়ণ রাম'

আমার মায়ের, 'বাবলি বণিক-এর মৃত্যুর ১ বছর পূর্তিতে আমরা তাঁকে মন থেকে স্মরণ করছি। তিনি যেখানেই থাকুক শান্তিতে ও সুন্দরভাবে থাকুক।

ভাগ্যহীনা
পিয়ালী ঘোষ (মুন্নি)
কন্যা

একসঙ্গে সাত কালীর পুজো বালুরঘাটে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ অক্টোবর : প্রায় ৩০০ বছর ধরে বালুরঘাটে একসঙ্গে হয়ে চলেছে সাত কালীর পুজো। ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপুরের গ্রামবাসীরা এই পুজো করেন। এই পুজোর বিশেষত্ব হল, নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা সাতটি মণ্ডপে পুজো করেন একজন পুরোহিতই। রাত পেরিয়ে সকালে সবার শেষে হয় ঘাটকালীর পুজো। সারাদিন পুজোর পর সন্ধ্যায় সব কালীর একসঙ্গে বিসর্জনের রীতি এখানে। পাশেই আত্রেয়ী নদী থাকলেও রীতি মেনে বিসর্জন হয় কালীদহ পুকুরে।

এলাকাবাসী এই সাত কালীকে সাত বোন হিসেবে দেখেন। প্রায় ৩০০ বছর আগে ওই এলাকার সুকুল জমিদার এই পুজো শুরু করেন। তখন থেকেই একজন পুরোহিত পুরো এলাকা ঘুরে সমস্ত পুজো সারতেন। সবশেষে ঘাটকালীর পুজো করতে গিয়ে সকাল হয়ে যেত। সেই থেকে আজও অমাবস্যা পেরিয়ে গেলেও ঘাটকালীর পুজো সকালেই করা হয়। ওই পুজো শেষ হওয়ার পর ঘাটকালীর কাছে অন্য সব প্রতিমা জড়ো হয়। সেদিন বিকেলেই সব কালী একে অপরের মুখ দেখে একসঙ্গে বিসর্জন দেওয়া হয়। পুজোর দিন প্রায় ৫০০টি ভোগের ডালা পড়ে এই ঘাটকালীর মন্দিরে।

ওই এলাকার স্কুল মোড়ে রয়েছে বামাকালী, এক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের সামনে সুরকালী, মাহিনগর এলাকায় চণ্ডী কালী, নদীর পাড়ে নির্দয়া কালী, মিশন এলাকায় বুড়াকালী, সন্ন্যাস কালী ও বিসর্জনের ঘাটে ঘাটকালী। তবে বর্তমানে সন্ন্যাস কালীমণ্ডপের জায়গা সরকারি কৃষি ফার্মের অধীনে চলে যাওয়ায় এই পুজো বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এবছর ঘাটকালীর প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী তাপস পাল। তার বাবা আগে এই প্রতিমা তৈরি করতেন। তিনি অসুস্থ হওয়ার পরেই তাঁর কাঁধেই এখন এই দায়িত্ব।

ঘাটকালী সেবা সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ কর্মকারের কথায়, 'স্থানীয় বিশ্বাসে সাত কালীমাতা সাত বোন। তার মধ্যে ছোট বোন ঘাটকালী। তাই তার পুজো সবার শেষে করার রীতি চলে আসছে। সেদিনই সন্ধ্যায় সব প্রতিমা এসে ঘাটকালীর দর্শন করবেন। তখনই তাদের একসঙ্গে বিসর্জন দেওয়া হয়।'

বিকিকিনি... জলপাইগুড়ি শহরে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

সুকান্তকে চ্যালেঞ্জ সাবিনার

জসিমুদ্দিন আহম্মদ ও মুরতুজ আলম

মালদা ও সামসী, ১৬ অক্টোবর : 'হিম্মত থাকলে আমাকে বাংলাদেশে পাঠান।' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে এভাবেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। নাম না করে সুকান্তকে উদ্দেশ্য করে সাবিনা বলেন, 'হিম্মত থাকলে আমার নাগরিকত্ব কেড়ে দেখাক। সবার আগে ওঁর নাগরিকত্ব যাচাই করা উচিত। উনি বলছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর গুলি চালাবেন। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হয়ে কীভাবে এমন কথা উনি বলেন?' সুকান্তর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন সাবিনা। এদিকে, সুকান্তকে সাধারণ মানুষ লাঠিপেটা করবে বলে হুমকি শোনা যায় মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর গলায়। বিজেপি কর্মীরাই সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হামলা চালিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন রহিম বক্সী। মালতীপুরের সভা থেকে বিজেপিকে উইপোকা বলে কটাক্ষ করে তিনি গেরুয়া শিবিরের নেতা-কর্মীদের সমাজ থেকে বহিষ্কারের নিদান দেন।

কলকাতায় এক দলীয় কর্মসূচিতে সুকান্ত সাবিনাকে বাংলাদেশে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। রাস্তায় নেমে সংখ্যালঘুরা গণ্ডগোল করলে সিআরপিএফ গুলি চালাবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার সাবিনা পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন সুকান্তকে।

এদিন মালদা শহরে দলের বিজয়া সম্মিলনিতে যোগ দিয়ে রহিম বক্সী বিজেপিকে তোপ দাগেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি এরাজ্যে দাঙ্গা লাগাতে চাইছে। দাঙ্গা লাগিয়ে ৩৫৫ ধারা জারি করে এরাজ্যে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। সুকান্তরা গোল্লা পাবেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন না, বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি নেতাদের লাঠিপেটা করছে, ঝাঁটাপেটা করছে! সুকান্তর কপালেও এটা বাকি আছে। সাধারণ মানুষ যখন লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন, মহিলারা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবেন, তখন বুঝবেন এমন অশালীন বক্তব্যের আসল মজা। হিন্দু-মুসলমান করে ওঁরা কখনও জিততে পারবেন না।'

> সবার আগে ওঁর নাগরিকত্ব যাচাই করা উচিত। উনি বলছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর গুলি চালাবেন। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হয়ে কীভাবে এমন কথা উনি বলেন?
>
> **সাবিনা ইয়াসমিন**

এদিন রাজ্যে সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমি জানি না সুকান্ত মজুমদার কী নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। শুনেছি উনি একজন অধ্যাপক। কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার বিজেপির নেই, সুকান্তবাবুরও নেই। ওঁর ক্ষমতা থাকলে আমার নাগরিকত্ব কেড়ে দেখান। এখানে আমরা লন্ডভন্ড করে নয়, এসআইআরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।'

অন্যদিকে, রহিম বক্সীর উদ্যোগে মালতীপুরে বিজয়া সম্মিলতিতে যোগ দেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেনও। ইউসুফ পাঠান বলেন, 'রাজ্য সরকার মানুষের জন্য একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে।'

মালতীপুরে রহিম বক্সী বলেন, 'খগেন মুর্মুর উপর হামলা সমর্থন করি না। মানুষের নজর ঘোরাতে বিজেপির কর্মীরাই হামলা চালিয়েছেন।' তাঁর সংযোজন, 'বিধানসভা ভোটকে লক্ষ্য করে কু-চক্রান্তকারীরা জাতপাতের নামে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাজনীতির মুনাফা লুটতে চাইছে।'

হাতির হানায় ধান নষ্ট

নকশালবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : টুকরিয়াঝাড় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতির পালের হানায় নষ্ট হচ্ছে ধানখেত। ফসল ঘরে তোলার আগেই হাতির দল তা খেয়ে ফেলছে।

নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোত, ঢাকনাজোত, কালুয়া, ছোট মণিরামজোত, নেহালজোত, বড় মণিরামজোত, কেটুগাবুরজোতের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এই হাতির পালের দাপটে কৃষকদের রাতের ঘুম উধাও। এক রাতেই জমির পাকা ধান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বেঙ্গাইজোতের কৃষক বুধরাম ওরাওঁ বলেন, 'গতকাল রাতে হাতির দল আমার ছয় বিঘা জমি তছনছ করেছে। আরও এক কৃষক কৃষ্ণ প্রসাদের ১৬ বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে। দেবাশিস সিংহ নামক আরও এক কৃষকের তিন বিঘা জমির ফসল নষ্ট করেছে।'

বেঙ্গাইজোতের কৃষক রাজু সরকার বলেন, 'আমরা সার, বীজ, সেচ, সবকিছুর দাম বাড়ার সঙ্গে লড়াই করছি। চাষের খরচ যেমন দিন-দিন বাড়ছে, তেমনই বন্যপ্রাণীর কারণে ক্ষতির পরিমাণও বেড়েছে। কিন্তু বন বিভাগের দেওয়া ক্ষতিপূরণ সেই তুলনায় যৎসামান্য।'

কোটিয়াজোতের মনোরঞ্জন সিংহের অভিযোগ, 'বর্তমান ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্ষতির সামান্য অংশও পূরণ হয় না। ফলে বহু পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ছে। কেউ কেউ ঋণের বোঝায় জর্জরিত।' এই অবস্থায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি, হাতি তাড়ানোর স্থায়ী ব্যবস্থা এবং রাতে বন দপ্তরের টহলদারির দাবি তুলেছেন কৃষকরা। টুকরিয়াঝাড়ের রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়া বলেন, 'আমাদের কর্মীরা দিনরাত ডিউটি করছে। হাতির দল বিভিন্ন ভাগে ধানের খেতে ঢুকছে। এক্ষেত্রে হাতির দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা হচ্ছে।'

অ্যাসিডে মোছেনি জীবনের জয়গান

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ অক্টোবর : ২০২০ সালে ছপক বলে একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল। তাতে লক্ষ্মী আগরওয়াল নামে এক অ্যাসিড আক্রান্তের লড়াইয়ের কাহিনী রুপোলি পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। সেই সিনেমা কি দেখেছিলেন আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা সেই মহিলা? তিনি তো এখন নিজের জীবনের লড়াইটা লড়তে ব্যস্ত। তিনিও তো অ্যাসিড হামলার একজন শিকার।

গত মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার শহরে অ্যাসিড ছুড়ে মারা হয়েছে এক মহিলার মুখে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তাল শহর। আর শহরের পুরোনো বাসিন্দাদের মনে পড়ে যাচ্ছে ২০১৫ সালের আরেকটি ঘটনার কথা। এনবিএসটিসি'র ডিপোতে এক কলেজ ছাত্রীর মুখে ছুড়ে মারা হয়েছিল অ্যাসিড। তাঁর মুখের অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বৃহস্পতিবার কথা হচ্ছিল সেই তরুণীরই বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে।

'যে ছেলেটা আমার মুখে ও শরীরে অ্যাসিড ছুড়েছিল, সে হয়তো চেয়েছিল আমার মুখ পুড়ে যাক। যাতে আমি হয় মরে যাই, নাহলে ঘরে বন্দি হয়ে থাকি। আর আজ দেখুন, আমি তো দিব্যি বাইরে বেরোচ্ছি। পড়াশোনা করছি। আগে একটা বেসরকারি চাকরি করেছি কিছুদিন। এখন সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছি। দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করছি। আর সেই ছেলেটাই তো জেলে।' বলছিলেন সেই তরুণী।

সেই ঘটনার সময় ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে এবিএন শীল কলেজে প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করতেন। অ্যাসিড হামলার পর তাঁর আর্তচিৎকার শুনে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। মুখ, গাল, গলা, গলার নীচের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শুরু হয় মরণবাঁচন লড়াই। সেই লড়াই কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না। ঝলসে যাওয়া মুখ নিয়ে একরকম গৃহবন্দিই ছিলেন তিনি। এক বছরের বেশি সময় ধরে নানারকম চিকিৎসা চলে। পরিস্থিতি কিছুতেই স্বাভাবিক হচ্ছিল না। একসময় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। মা-বাবা, ভাই পাশে থেকে সবসময় সাহস জোগাতেন। কাহিনীটা বাঁক নিল কলকাতার পিজিতে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার পরেই।

সেখানেই দক্ষিণবঙ্গের আরেক অ্যাসিড আক্রান্ত তরুণীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেই তরুণীই তাঁকে সাহস জোগান। মনোবল বাড়ান।

> আমি তো দিব্যি বাইরে বেরোচ্ছি। পড়াশোনা করছি। আগে একটা বেসরকারি চাকরি করেছি কিছুদিন। এখন সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছি। দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করছি। আর সেই ছেলেটাই তো জেলে।
>
> **অ্যাসিড আক্রান্ত তরুণী**

তরুণীর কথায়, 'সেই হামলার পর দীর্ঘদিন দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে। মা-বাবা সবসময় পাশে ছিল। আলিপুরদুয়ারের অনেকে আমার ঘটনায় ন্যায়বিচার চেয়ে পথে নেমেছিলেন। তাঁরাও ভরসা জুগিয়েছেন। তবে পিজি'র সেই দিদি আমাকে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস দেন।' বছরখানেক পর ফের পড়শোনা শুরু করেন। ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছেন তিনি। পড়াশোনা শেষে এখন চলছে কেরিয়ার গড়ার পালা। গৃহশিক্ষকতাও করেছেন।

ঘটনার পর প্রায় এক দশক কেটে গিয়েছে। তবে এখনও তাঁর সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়বে সেই ঘটনার ছাপ। ফর্সা গালের ওপর কিছু দাগ সেই হামলার স্মৃতি বহন করছে আজও। তবে সেই দাগ কেবল চামড়ার ওপরেই রয়েছে। তাঁর মনের মধ্যে কোনও দাগ নেই। শারীরিক সমস্যাকে ঠেলে সরিয়ে তো দিয়েছেনই, হার মানেননি মানসিকভাবেও। তাঁর মা তো আজও সেই দিনগুলির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সেসব কথা আর মনেও করতে চান না। পুরোনো ঘটনার কথা জানতে চাইলে একপ্রকার এড়িয়েই গেলেন। বললেন, 'আমরা সবসময় মেয়ের পাশে ছিলাম। ওকে সাহস দিয়েছি, যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আমাকে সেসব দিনের কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না।'

একসময় মেয়েটির হয়ে ন্যায়বিচার চেয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন ল্যারি বসু, রাতুল বিশ্বাসরা। দুজনই সেই তরুণীর মনের জোরের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

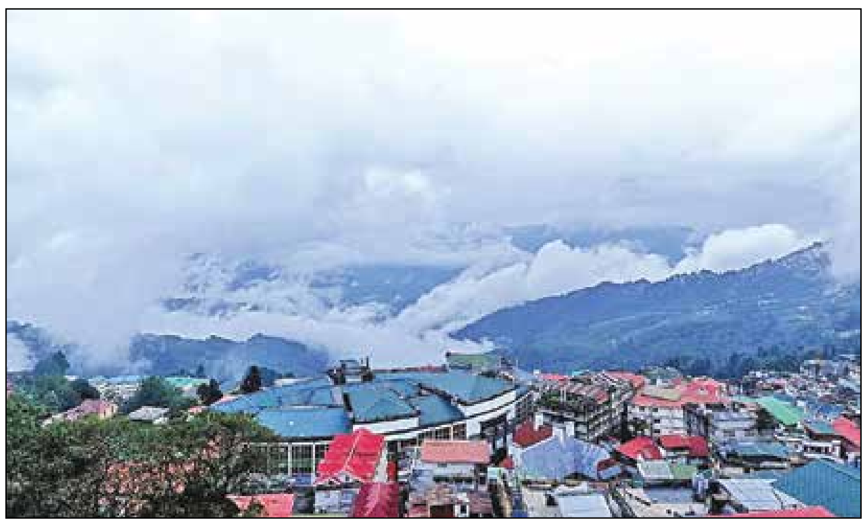

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মেঘেদের দেশে।। দার্জিলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন অচিন্ত্য বর্মন।

অনলাইনে টোটোর রেজিস্ট্রেশন

ইসলামপুর, ১৬ অক্টোবর : অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে টোটোর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, বৃহস্পতিবার নির্দেশিকা জারি করল ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসন। বিষয়টি নিয়ে বিবেকানন্দ সভাগৃহে টোটোচালক সংগঠনের সঙ্গে প্রশাসনের একটি বৈঠকও হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব।

মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, সরকারি নোটিফিকেশন হিসেবে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে টোটোর রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। যদি কেউ ওই সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন না করেন, তবে পরবর্তী নির্দেশ হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া টোটোর অবৈধ শোরুমগুলিকে চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ক্যামেরা ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২

ইসলামপুর, ১৬ অক্টোবর : ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাস এলাকা থেকে লক্ষাধিক টাকার ক্যামেরা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি। ধৃত দুজন সম্প্রতি কলকাতার নিউ মার্কেটে ওই ক্যামেরাটি বিক্রি করতে গেলে পুলিশ তাঁদের আটক করে। বৃহস্পতিবার দুজনকে ইসলামপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। ক্যামেরাটিও উদ্ধার করা হয়েছে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা সৌমেন মণ্ডলের ক্যামেরা ছিনতাই হয়েছিল। এরপর তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি ধ্রুব প্রধান বলেন, 'পুলিশ তদন্তে নেমে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে সফল হয়। তার ফলেই ক্যামেরাটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।'

ফের তনয়কে দায়িত্ব, রাগ দলের একাংশের

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) দার্জিলিং জেলা (সমতল) কমিটির সভাপতি হিসেবে দ্বিতীয়বার দায়িত্ব পেলেন তনয় তালুকদার। প্রথম দফায় তনয় ২ বছর ৭ মাস সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। কিন্তু বুধবার নতুন করে তাঁকে আবার দায়িত্ব দেওয়ায় দলের একটি অংশ ক্ষুব্ধ। কেননা গত বছর টিএমসিপি সভাপতির বিরুদ্ধে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলাকে অশালীল মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ উঠেছিল। যা নিয়ে বাগডোগরা থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়েছিল। এমন অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে, তাঁকে কী করে দ্বিতীয়বার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংগঠনের একাংশ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলার এক নেতার কথায়, 'এমন গুরুতর অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে, তাঁকে দ্বিতীয়বার দায়িত্ব না দিলেই ভালো হত। এতে নতুন প্রজন্মের কাছে খারাপ বার্তা যায়।' অপর এক নেতার কথায়, 'নতুন কাউকে দায়িত্ব দিলে ভালো হত। দলের সংগঠন মজুবত করতে শিলিগুড়ি শহরের ভেতর থেকে কাউকে তুলে নিয়ে আসা দরকার ছিল।'

যদিও তিনি কারও কাছ থেকে তনয়ের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ পাননি বলে দাবি করেছেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। তিনি বলেন, 'কলকাতা থেকে দল সবটা বিচার করেই তাঁকেই সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছে। কেউ তনয়ের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভের কথা জানায়নি। আর ওঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত নয়।'

তনয়ের বক্তব্য, 'কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেই সে দোষী হয়ে যায় না। তা প্রমাণ করতে হয়। দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। সেই দায়িত্ব ভালো করে পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কারও যদি আমায় নিয়ে কোনও সমস্যা থেকে থাকে নিশ্চিতভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।' গোটা বিষয়টি নিয়ে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

পাহাড়েও ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পার্বত্য শাখার সভাপতিকে নিয়ে ক্ষোভ ছড়াল কালিম্পংয়ে। বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমস্ত জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে দার্জিলিং পার্বত্য শাখায় দিবস সুব্বাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কালিম্পংয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কালিম্পং কলেজ এবং পলিটেকনিক ইউনিটের তরফ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানে সাগর রিজল নামে টিএমসিপি নেতা দাবি করেছেন, 'পার্বত্য শাখার সভাপতি দিবস সুব্বাকে আমরা মেনে নিচ্ছি না। অবিলম্বে দিবসকে সরিয়ে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করতে হবে।' এই দাবিতে এদিনই সংগঠনের রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে রাজ্যস্তরের নেতৃত্বকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি তৃণমূলের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রীর হস্তক্ষেপও চেয়েছেন পড়ুয়ারা। শান্তা অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

থ্রেট কালচার রুখতে পদক্ষেপ দাবি

মেডিকেলের হস্টেলে দখলরাজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : সরকারি জমি দখল করে পার্টি অফিস, নালা দখল করে বহুতল, নয়ানজুলি ভরাট করে দোকানঘর ইত্যাদি। সর্বত্র দখলদারি চলছেই। বাদ যাচ্ছে না উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হস্টেলের ঘরও।

এখানে হাউস স্টাফদের জন্য আলাদা হস্টেল রয়েছে। অভিযোগ, তবুও তাঁদের একাংশ ডাক্তারি পড়ুয়াদের বিভিন্ন হস্টেলের ঘর দখল করে দিন কাটাচ্ছেন দিব্যি। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি), জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার (জিডিএমও) পদে চাকরিরত একাধিক প্রাক্তন পড়ুয়া এখনও হস্টেল ছাড়েননি। সেই সমস্ত সিনিয়ারের হাতে নিয়মিত লাঞ্ছিত হতে হয় নবাগতদের।

অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষের 'মাথা'রা সবকিছু জেনেও চুপ। বরং অভিযুক্তদের গায়ে শাসকদলের স্ট্যাম্প সাঁটা থাকায় একাংশ তাঁদের আরও উৎসাহ দেন। সুযোগ করে দিচ্ছেন হস্টেলে থাকার। অথচ যাঁদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিং, থ্রেট কালচারে জড়ানোর সবচেয়ে বেশি অভিযোগ সামনে আসছে, তাঁদের অধিকাংশের এই হস্টেলগুলোতে থাকার কথা নয়।

এব্যাপারে মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের যুক্তি, 'অতীতে এসব হত এখানে। বহু পুরানো পড়ুয়া চাকরি পেয়েও হস্টেল দখল করে রেখেছিল। আমরা পুলিশকে নিয়ে অনেক ঘরের তালা ভেঙে পড়ুয়াদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। তবে, এখনও এমন কেউ অন্যায়ভাবে হস্টেল দখল করে রয়েছেন বলে জানা নেই। খোঁজ নেব। নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে অবশ্যই।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হস্টেল।

প্রভাবশালী

- হাউস স্টাফদের জন্য জরুরি বিভাগের উলটোদিকে পৃথক হস্টেল রয়েছে
- অথচ ডাক্তারি পড়ুয়াদের হস্টেলে ঘাঁটি গেড়েছেন তাঁদের একাংশ
- হস্টেলে ঘর দখল করে দিন কাটছে পিজিটি, দীর্ঘদিনের প্রাক্তনীদের
- অভিযোগ, শাসকদল ঘনিষ্ঠ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ সব দেখেও চুপ
- দখলদারদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিং, থ্রেট কালচার চালানোর অভিযোগ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বিভিন্ন বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য হস্টেল রয়েছে। সঠিকভাবে ঘর বরাদ্দ হলে কারও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রতিবছর এমবিবিএসে ভর্তি হওয়ার পর হস্টেলে গাদাগাদি করে থাকতে হয় বলেই অভিযোগ। কেউ কেউ তো ঘরও পান না দীর্ঘদিন।

এখানে হাউস স্টাফের পদ রয়েছে ৭০টি। তাঁদের জন্য জরুরি বিভাগের উলটো দিকে পৃথক হস্টেল তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগ, দু'-একজন বাদে সবাই ডাক্তারি পড়ুয়াদের হস্টেল দখল করে থাকছেন। এক বা দু'মাস নয়, বছরের পর বছর এভাবেই গাজোয়ারি চলছে। পড়ুয়ারা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে ভয় পান। অনেকেরই দাবি, 'সিনিয়ারদের পাশাপাশি এই কলেজের প্রাক্তন পড়ুয়া, তিনি হয়তো কোনও সরকারি হাসপাতালে চাকরি করেন, এখনও ঘর দখল করে থাকছেন। হস্টেল সুপার থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রায় সবাই সব জানেন। কিন্তু কেউ পদক্ষেপ করেন না। অথচ এই সিনিয়ার অর্থাৎ হাউস স্টাফদের একাংশ প্রথম, দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়ারের নিয়মিত হুমকি দেন। হস্টেলের ঘরে, মাল্টিপারপাস হলে ডেকে র‍্যাগিং করেন।'

অভিযুক্তদের এখান থেকে সরিয়ে দিলে মেডিকেলের অপসংস্কৃতি অনেকটাই দূর হবে। পড়াশোনার সুস্থ পরিবেশ ফিরবে বলে মনে করছেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা।

যান্ত্রিক ত্রুটি, দেরিতে উড়ান

বাগডোগরা, ১৬ অক্টোবর : দেরিতে ছাড়ল বাগডোগরা-দিল্লি রুটের উড়ান। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিট নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটির দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করার কথা ছিল। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেটি রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়। বিমানবন্দরের ডিরেক্টর মহম্মদ আরিফ একথা জানিয়েছেন।

যদিও একটি সূত্র বলছে, যান্ত্রিক ত্রুটি নয়, আসলে নিরাপত্তাজনিত কারণে উড়ানে বিঘ্ন ঘটেছে। উড়ান ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে বিপদের আঁচ করে যাত্রীদের বিমান থেকে নামানো হয়। এরপর তল্লাশি শেষে যাত্রীদের তোলা হয় বিমানে। যদিও নিরাপত্তাজনিত কারণে উড়ানের দেরির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

ত্রাণ ফেরালেন দুর্গতরা

ধূপগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : কেউ বলছেন বাড়িটাই নেই, ত্রাণ নিয়ে কী করব? কারও ক্ষোভ, আমাদের কথাটাই তো শুনলেন না। কারও প্রশ্ন, ঘরটা তৈরি করে দেবেন কি? বৃহস্পতিবার কুর্শামারিতে এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার দেওয়া ত্রাণসামগ্রী এমনই ক্ষোভে ফিরিয়ে দিলেন ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠির দুর্গতরা। এই ঘটনাকে পদ্ম শিবির তৃণমূলের চক্রান্ত বলেই দেখছে। ধূপগুড়ির বন্যাদুর্গতদের ঠাঁই হয়েছে এখন বাঁধের ওপর। ত্রাণ সাহায্য মিলছে এই ক'দিনে। কিন্তু ধসে যাওয়া ঘর মেরামত করে দেওয়া নিয়ে কারও উচ্চবাচ্য নেই। ফলে ক্ষোভের ছাইচাপা আগুন ছিলই হোগলাপাতা, বগরিবাড়ির মতো গ্রামগুলোতে।

বাঁশের বেড়া দিয়ে ছটঘাট দখল

চোপড়া, ১৬ অক্টোবর : সদর চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকার ডোক নদীর ছটঘাট জবরদখল হচ্ছে, যার জেরে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। ছটব্রতীদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ছটঘাট ক্রমশ সংকীর্ণ হচ্ছে। এবার ফের দুই-একজন ঘাটের নীচে বাঁশের বেড়া দিয়ে জমি দখলের চেষ্টা করছে।

ব্লকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ছটব্রতীদের সমাগম হয় ওই রবীন্দ্রনগর কলোনির ঘাটে। প্রায় ৫০০ মিটার এলাকাজুড়ে জনসমাগম হয়। দুশোর বেশি স্থানীয় পরিবার অংশ নেয়। এই ঘাট নিয়েই প্রতিবছর সমস্যা বাড়তে থাকায় উদ্বেগ বেড়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দা নওশাদ আনসারি বলেন, 'রবীন্দ্রনগর কলোনিতে বাঁধের দু'পাশে প্রচুর বসতবাড়ি গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ বাঁধের নীচে রীতিমতো পাকা বাড়ি করে ফেলেছেন। এবার তাঁদের অনেকেই ঘাটের জায়গাতে বাঁশের বেড়া দিয়ে কলা বাগান করেছেন। এভাবে চলতে থাকলে আগামীদিনে রবীন্দ্রনগরের ছটঘাটে আর পুজো করা যাবে না।'

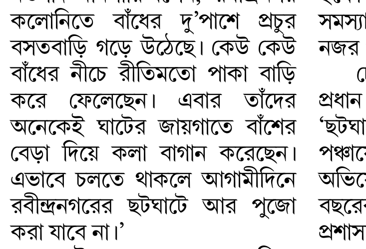

বাঁশের বেড়া দিয়ে ছটঘাট জবরদখলের চেষ্টা

ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা লাডলা খান বলেন, 'ডোক নদীর বাঁধের দু'ধারে বসতবাড়ি গড়ে ওঠায় এখানকার জমির দামও খুব বেড়ে গিয়েছে। এখন এখানে হাত হিসেবে জমি কেনাবেচা হয়। তাই ছটঘাটের কথা না ভেবে সকলেই তাঁদের বাড়ির আশপাশের অংশ বেড়া দিয়ে ঘিরে জায়গা নিজেদের দখলে নিতে চাইছেন।'

ঘাটের পাশে একাধিক জায়গায় এভাবে বাঁশের বেড়া দেখেই ঘাটের জমি জবরদখলের আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিবছরই ছটপুজোর আগে এই অভিযোগ ওঠে। কিন্তু ছট মিটে গেলেই আর পরিস্থিতি দেখার কেউ থাকে না। স্থানীয় আরেক বাসিন্দা গৌরীশংকর বর্মা বলেন, 'এই ঘাটে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। বাঁধ ও ঘাটের সমস্যার ব্যাপারে ইতিমধ্যে ব্লক প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।' ওই ছটঘাট কমিটির অন্যতম সদস্য সঞ্জীব ভগতের কথায়, 'ছটঘাট নিয়ে সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে। আশা করি ছটপুজো নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।'

এনিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রিতা সরকার বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ঘাট সংস্কার করা হবে। ছটব্রতীদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেদিকে প্রশাসনে নজর থাকবে।'

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমানের কথায়, 'ছটঘাটের জমি দখলের বিষয়ে পঞ্চায়েতের কাছে এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে অন্যান্য বছরের মতো এবারও পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় ঘাট সংস্কার করা হবে। ঘাটের জমি জবরদখল কখনোই বরদাস্ত করা হবে না।'

সকাল থেকে লাটে পঞ্চায়েতের কাজ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে ব্যস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত অফিসের সমস্ত কর্মী। তাই বিনা নোটিশেই বৃহস্পতিবার দিনভর বন্ধ থাকল ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সমস্ত কাজ। কাজ না করিয়েই হতাশ হয়ে ফিরতে বাধ্য হলেন সাধারণ মানুষ। ফলে তাঁদের রীতিমতো ভোগান্তি পোহাতে হল। এছাড়া সামনেই কালীপুজো। তাই পুজোর প্যান্ডেলের অনুমতি পাওয়ার জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে এসেও বহু মানুষ ঘুরে গেলেন। এবিষয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বৃহস্পতিবার গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই জায়গায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির চলছিল। বিডিও অফিসের তরফে সেখানে আমাদের সকলের যাওয়ার নির্দেশ ছিল। তাই পঞ্চায়েত অফিসের সমস্ত কাজ ফেলেই আমাদের সকলকে যেতে হয়েছে।'

এদিকে অফিসের ভেতরে থাকা এক ব্যক্তি সকলকে জানালেন, এদিন কোনও কাজই হবে না। অফিস বন্ধ রয়েছে। আবার কখনো-কখনো মানুষের প্রশ্নের উত্তর এড়াতে অফিসের দরজা বন্ধও করে দিচ্ছিলেন। এদিন কেউ জব কার্ড তৈরি করাতে এসে, কেউবা জমির পাট্টার কাজ করাতে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। কালীপুজোর অনুমতি নিতে প্রয়োজন পঞ্চায়েত অফিসের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট। কালই সেই অনুমতি পাওয়ার শেষ দিন। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এসে কাজ না হওয়ায় বিরক্ত হয়ে এলাকার এক বাসিন্দা অমল রায় বললেন, 'পঞ্চায়েত অফিসের ভিতর থেকে একজন বললেন অফিস বন্ধ রয়েছে। তাই কোনও কাজ হবে না। কারণ জিজ্ঞেস করতে জানালেন সবাই নাকি আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে। এরপর শেষে কাজটা কোনওভাবে করে দেওয়া সম্ভব হবে কি না জিজ্ঞাসা করাতেই লোকটি জানালাটা বন্ধ করে দেন।' এমন অবস্থায় অমলের দাবি, অফিস বন্ধ থাকলে বাইরে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হোক।

চলছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

অন্যদিকে, বাণেশ্বর মোড়ের আরেক বাসিন্দা মিনতি রায় জব কার্ড তৈরি করাতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, 'আমি বুধবারও এসেছিলাম। তবে সার্ভার ডাউন ছিল তাই কাজ হয়নি। তখনও জানতাম না যে বৃহস্পতিবার অফিস বন্ধ থাকবে। সব কাজ ছেড়ে এখানে এসে দেখি অফিস বন্ধ, কাজ হচ্ছে না। তবুও এটা ভেবে ঘুরে বেড়াচ্ছি যদি একটু পরে কাজ শুরু হয়।' প্রতিদিন অন্য কাজ ফেলে পঞ্চায়েত অফিসে আসার সময় বের করা যায় না। তাই এদিন অনেকেই বিরক্ত মুখে ফিরলেন।

বসন পরো মা... *বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির একটি কুমোরটুলিতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।*

শিবির চালাতে তহবিলে টান

‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’

নকশালবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল তলানিতে। ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবির চালাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত। বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি স্টেশনপাড়ায় ছিল নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’-এর ১০ম শিবির। এবিষয়ে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল নেই। কর আদায় হচ্ছে না। পোর্টাল বন্ধ। তারপরেও এখনও পর্যন্ত ১০টি ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ ক্যাম্প আয়োজিত হয়েছে। যার খরচ হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ টাকার উপরে। আরও তিনটে ক্যাম্প করতে হবে। প্রতিটি ক্যাম্পের খরচ গ্রাম পঞ্চায়েতকেই বহন করতে হচ্ছে। তবে, সাধারণ মানুষ রাজ্যের প্রতিটি প্রকল্প এখানে পেয়ে খুশি হচ্ছেন।’

এদিন নকশালবাড়ি হিন্দি হাইস্কুলে এলাকার তিনটে বুথ নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবির। রাস্তাঘাট, ড্রেন ও পথবাতির দাবিতে পশ্চিম স্টেশনপাড়ার বাসিন্দারা শিবিরে অভিযোগ জানান। শিবির উঠে আসে নানা সমস্যার কথা। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে নকশালবাড়ি স্টেশনপাড়ার রাস্তা। রথখোলা রেলগেট থেকে প্রেমনগর পর্যন্ত প্রায় ৭০০ মিটার রাস্তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। স্টেশনে যাওয়ার মূল পথ এই রাস্তা। কিন্তু রেল ও স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতায় রাস্তাটি প্রায় ২০ বছরের বেশি সময় ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। নকশালবাড়ি স্টেশনে নেমে অনেক যাত্রীই এই পথ ধরে বিভিন্ন এলাকায় যান। রাস্তাটি প্রায় এক হাজার বাসিন্দার যাতায়াতের একমাত্র পথ। গোটা রাস্তা সংস্কার করতে হলে কোটি টাকার উপরে খরচ হবে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অশোক পাসোয়ান এদিন শিবিরে বলেন, ‘গোটা বসতি রেলের জায়গার ওপর রয়েছে। বসতিতে প্রায় ছয়শো পরিবার রয়েছে। যাঁরা বহু বছর যাবৎ এখানে রয়েছেন। কিন্তু এখানে রাস্তাঘাট থেকে ড্রেনের কাজ করতে গেলেই রেলের এনওসি প্রয়োজন। তাই কোনও কাজই হচ্ছে না।’

> গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল নেই। কর আদায় হচ্ছে না। পোর্টাল বন্ধ। তারপরেও এখনও পর্যন্ত ১০টি ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ ক্যাম্প হয়েছে। খরচ হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ টাকার উপরে। আরও তিনটে ক্যাম্প করতে হবে।
>
> **বিশ্বজিৎ ঘোষ,** *উপপ্রধান, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

যদিও, এদিন শিবিরে স্টেশনপাড়ার খালবস্তি এলাকায় রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার বাজেট ধরা হয়েছে তিন লক্ষ টাকা। এদিন নিজের এলাকার সমস্যা নিয়ে হাজির হয়ে নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির এগজিকিউটিভ মেম্বার নিখিল ঘোষ বলেন, ‘স্টেশনপাড়ার রাস্তাটি সংস্কার খুবই জরুরি। কিন্তু বাজেটের বাইরে হওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। আমাদের এলাকায় রাস্তাঘাট, ড্রেনের সমস্যা রয়েছে প্রচুর। সেগুলি সংস্কার করতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।’ শিবির চালাতে গিয়ে পঞ্চায়েতের তহবিলে টান পড়লেও, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা। যার জেরে খুশি সাধারণ মানুষ।

পাহাড়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় ভরসা পঞ্চায়েতের বরাদ্দ

পুনর্গঠনের টাকা কই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : দুর্যোগে বিপর্যস্ত পাহাড়। ভেঙেছে প্রচুর ঘরবাড়ি থেকে একাধিক সেতু, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ পরিষেবাও। রাজ্য সরকারের কাছে ৯৫০ কোটি টাকার ক্ষতির হিসাব পেশ করে পুনর্গঠনের বরাদ্দ চেয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। কিন্তু পাহাড় সফরে বরাদ্দ নিয়ে টুঁ শব্দটি করেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং পঞ্চায়েতগুলিকে এলাকার রাস্তাঘাট, অন্য কাজগুলি করতে বলেছেন। ফলে পুনর্গঠনে পঞ্চায়েতের ওপরেই ভরসা করতে হচ্ছে জিটিএ-কে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রের দেওয়া পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকাতেই ওই কাজ হবে। যদিও জিটিএ’র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব জমা দেওয়া হয়েছে। তিনি কলকাতায় ফিরে নিশ্চয়ই সেগুলি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন।’

৪ অক্টোবর রাতের প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়। সর্বত্রই ক্ষতের চিহ্ন। স্বজন হারানোর চাপা কান্না। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে রাজ্য সরকার। আহতদের চিকিৎসা এবং ঘরহারাদের ত্রাণশিবিরে রেখে দু’বেলা খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ের পুনর্গঠনের কাজে হাত দিতে চাইছে জিটিএ। ঘরহারা মানুষগুলির জন্য বাড়ি তৈরি করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু টাকা কোথায়? এমনিতেই জিটিএ গত দু’বছর ধরে আর্থিক অনটনের মধ্যে রয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু খাতের বরাদ্দ ছাড়া উন্নয়নে সেভাবে টাকা মিলছে না। এমনকি, ২০২৩-এর ৪ অক্টোবর ঘটে যাওয়া তিস্তা বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় আর্থিক প্যাকেজও মেলেনি। ওই বিপর্যয়ে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তিস্তাবাজার সহ আশপাশের এলাকায় প্রচুর ঘরবাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তলিয়ে গিয়েছিল। সেবার জিটিএ’র তরফে রাজ্যের কাছে ২৫০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মেলেনি টাকা। হয়নি পুনর্গঠনের কাজ। এমনকি তিস্তা নদীতে জমে থাকা পলি সরানোর কাজ হয়নি। ফলে তিস্তায় জলস্ফীতি ঘটলেই তিস্তাবাজারে জল উঠছে, তিস্তাবাজার থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পেশক রোডের নীচু অংশটি জলের তলায় থাকছে।

বিধ্বস্ত

- বিপর্যস্ত পাহাড়ে পুনর্গঠনে ৯৫০ কোটি টাকা চেয়েছে জিটিএ, আশ্বাস দেননি মুখ্যমন্ত্রী
- গ্রাম পঞ্চায়েত এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে পুনর্গঠনে জোর মমতার
- পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে পাহাড় পেতে পারে ৭০ কোটি টাকা, তাতে কাজ কতটা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

> মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব জমা দেওয়া হয়েছে। তিনি কলকাতায় ফিরে নিশ্চয়ই সেগুলি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন।
>
> **শক্তিপ্রসাদ শর্মা** *মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, জিটিএ*

এবার জিটিএ ৯৫০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বুধবার লালকুঠির প্রশাসনিক বৈঠকে বারবারই পঞ্চায়েত, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত এলাকার পুনর্গঠনের কথা বলেছেন। আর তাই পাহাড়েও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করতে হবে, ধরে নিচ্ছেন জিটিএ’র আধিকারিকরা। তাঁদের একাংশের বক্তব্য, এ মাসেই কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে রাজ্যকে ৬৮১ কোটি টাকা দিয়েছে। সেই টাকার মধ্যে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলা মিলিয়ে জিটিএ এলাকার ৯টি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ১১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৭০ কোটি টাকা পাওয়ার কথা রয়েছে। সম্ভবত চলতি মাসেই ওই টাকা পঞ্চায়েতগুলিকে দেবে রাজ্য। ওই টাকায় রাস্তা, ছোট কালভার্ট তৈরি সহ অন্যান্য কাজ করতে হবে। তবে, পুরোপুরি ভেঙে যাওয়া বাড়িগুলি বাংলার বাড়ি প্রকল্পে তৈরি হতে পারে।

মেয়রের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজি

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তোলাবাজি চালাচ্ছেন এলাকায়। তাও আবার খোদ শিলিগুড়ির মেয়রের নাম ভাঙিয়ে চলছে বেআইনি কারবার। অভিযুক্ত ব্যক্তি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। বৃহস্পতিবার এই খবর কানে যেতেই গৌতম দেব সেই শিক্ষককে ডেকে পাঠান। এরপর পুলিশ তাঁকে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে যায়।

যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, তিনি প্রশ্ন শুনেই বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, ‘পুরোটা ভিত্তিহীন। গুজব রটানো হচ্ছে।’ এদিকে মেয়রের স্বীকারোক্তি, ‘আমার সহকর্মী অরিন্দম বিশ্বাসের নামে টাকা দাবি করেছিল। পুলিশ খবর পেয়ে অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে গিয়েছে।’ এদিকে, কোনও পুলিশ আধিকারিক প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাইছেন না। এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠার পরও কেন তদন্ত না করেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন

প্রধান শিক্ষক আটক

উঠছে শাসক শিবিরের অন্দরে। বিরোধীদের কটাক্ষ, শাসকদলের বলেই ছাড় মিলল।

পুরনিগমের ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝামাঝি এলাকায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেই স্কুলেরই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ। বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার কথা বলে তিনি বহু অভিভাবকের কাছ থেকে মোটা টাকা তুলেছেন। এই অবৈধ কাজে তিনি ব্যবহার করতেন মেয়রের নামও। অবশ্য গৌতমের দাবি, তাঁর নামে নয়, বরং তাঁরই এক সহকর্মীর নামে তোলাবাজি চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। মূলত ৪, ৫ ও ৭ নম্বর সহ একাধিক ওয়ার্ডে জাল বিছিয়েছিলেন অভিযুক্ত শিক্ষক। শুধু স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া নাকি আরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছিল, সেটা তদন্ত করে দেখার দাবি উঠছে।

এদিকে তৃণমূলের একাংশ নেতা-কর্মীর মতে, ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। সঠিক তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা দরকার। কোন কোন এলাকা থেকে ওই ব্যক্তি টাকা তুলেছেন, কার কার নাম ভাঙানো হয়েছে ইত্যাদি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এব্যাপারে মেয়রের সহকর্মী অরিন্দম বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বিডিওকে স্মারকলিপি

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অক্টোবর : একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে স্মারকলিপি জমা দিলেন ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সদস্যরা। ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে থেকে একটি মিছিল করে বিডিও অফিস পৌঁছান সংগঠনের সদস্যরা। যদিও অফিস চত্বরে ঢোকার আগে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। বাধা পেয়ে বিডিও অফিসের গেটে বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সংগঠনের সদস্যরা। পরে অবশ্য সংগঠনের নেতৃত্বকে বিডিও অফিস চত্বরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। সেখানেই বিডিওকে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মানিকচন্দ্র সিংহ বলেন, ‘উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় নদীতে অবৈধ খনন চলছে। নদী থেকে বালি-পাথর পাচার করা হচ্ছে। এতে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে। সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া যার অন্যতম কারণ।’ তিনি জানান, নদী থেকে অবৈধভাবে বালি, পাথর খনন করে পাচার বন্ধ করতে পদক্ষেপ করার আর্জি জানানো হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

ছটপুজোয় কন্ট্রোল রুম

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে ছটপুজোকে কেন্দ্র করে খোলা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম। ঘাটে কোনও সমস্যা হলে তা সরাসরি কন্ট্রোল রুমে জানানো যাবে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে শহরের মধ্যে ২৯টি ঘাট তৈরি করা হয়ে থাকে। পুজোর দিন ঘাটে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, সেই ব্যাপারে জানার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার পুরনিগমের ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে তৈরি করা ঘাটগুলি পরিদর্শন করেন।

রোহিঙ্গা কন্যা নিয়ে ফ্যাসাদে প্রশাসন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৬ অক্টোবর : বাংলাদেশি নাবালিকাদের দেশে পাঠানো নিয়ে টালবাহানার মাঝেই আরও এক সমস্যা এসে হাজির হয়েছে। প্রায় এক বছর ধরে কোচবিহারের শহিদ বন্দনা স্মৃতি বালিকা আবাসে বাংলাদেশ থেকে আসা এক রোহিঙ্গা নাবালিকা রয়েছে। গত বছর তাকে শিলিগুড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল। তারপর ১০ বছরের ওই নাবালিকার ঠাঁই হয় কোচবিহারে। বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের মান্যতা দেয়নি। ফলে সেদেশের সরকার তাকে গ্রহণ করতে নারাজ। এই পরিস্থিতিতে ওই রোহিঙ্গা নাবালিকার ভবিষ্যৎ কী হবে, পরবর্তীতে তার ঠাঁই কোথায় হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক স্নেহাশিস চৌধুরীর কথায়, ‘আপাতত ওই রোহিঙ্গা নাবালিকা আমাদের হোমেই রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা তাকে গ্রহণ করেনি। ফলে ওর ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে আমরা চিন্তায় রয়েছি।’

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই নাবালিকা আগে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ছিল বলে নথি মিলেছে। সেখান থেকে প্রায় এক বছর আগে বাবার সঙ্গে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে শিলিগুড়িতে এসেছিল।

শিলিগুড়ি পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও তার বাবা ফের বাংলাদেশে চলে যায়। বর্তমানে ওই নাবালিকার বাবা বাংলাদেশেই রয়েছেন। কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কোনও নাবালিকা উদ্ধার হলে তাকে বাবুরহাটের শহিদ বন্দনা স্মৃতি বালিকা আবাসে রাখা হয়। এরপর আইন মেনে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে সেখানে ৪৩ জন নাবালিকা রয়েছে। তার মধ্যে সাতজন বাংলাদেশি ও একজন রোহিঙ্গা। বাংলাদেশিদের ফেরানো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রক্রিয়া চলছে। তবে রোহিঙ্গা নাবালিকাকে নিয়েই বিপত্তি দেখা গিয়েছে। প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই দেশে কোথাও

> আপাতত ওই রোহিঙ্গা নাবালিকা আমাদের হোমেই রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা তাকে গ্রহণ করেনি। ফলে ওর ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে আমরা চিন্তায় রয়েছি।
>
> **স্নেহাশিস চৌধুরী** *জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক*

নাবালিকার আত্মীয় বা পরিবার থাকলে তাদের হাতে তাকে তুলে দেওয়া যেত। এর আগে এরকম কয়েকজনকে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ওই নাবালিকার কোনও আত্মীয় বা পরিবারের সন্ধান এই দেশে পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের তরফে তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে দেখা যায় তিনি বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন।

এধরনের ঘটনায় সীমান্তের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বিএসএফের নজরদারির পরেও বারবার অনুপ্রবেশের ঘটনা কেন ঘটছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা। সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবি উঠেছে।

জঞ্জালে ভরেছে ৪২ নম্বর ওয়ার্ড

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাউনপাড়ায় ঢোকার মুখে পড়ে রয়েছে জঞ্জাল। রাস্তা ধরে এগোতেই নজরে পড়ল আরও বেহাল পরিস্থিতির। রাস্তায় নেই পিচের আস্তরণ। এদিক-ওদিক বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকারের নুড়ি-পাথর। এলাকায় নেই যথাযথ নিকাশি ব্যবস্থা। কোনও পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে নয়, এলাকাটি রয়েছে একেবারে পুরনিগমের আওতায়। তিনশোরও বেশি মানুষ বসবাস করেন এই এলাকায়। যদিও সাধারণ মানুষ রাস্তা থেকে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা- সব পরিষেবা থেকে রয়েছেন বহু দূরে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ দাস হতাশার সুরে বললেন, ‘তিরিশ বছর পুর এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছি আমরা। অথচ উন্নয়নমূলক কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি।’ স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা অবশ্য বলছেন, ‘ওই এলাকার রাস্তা, নিকাশিনালার জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার পাশ হয়ে গিয়েছে। দ্রুত ওই এলাকার কাজ শুরু হয়ে যাবে।’

এলাকার একপাশে সেবক রোড। অন্যদিকে ইস্টার্ন বাইপাসের সঙ্গে সংযোগকারী কালচক্র রোড। দুই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মাঝখানে এই এলাকা। নগরায়ণের ছোঁয়া লেগে এলাকায় ইতিমধ্যে একের পর এক অ্যাপার্টমেন্ট মাথা তুলতে শুরু করেছে। যদিও পুর পরিষেবার দেখা নেই। সেবক রোড দিয়ে ওয়ার্ড এলাকায় ঢোকার মুখে নজরে পড়বে আবর্জনার স্তূপ। এলাকার বাসিন্দা মনোরঞ্জন সাহা বলেন, ‘এখানে সারাবছরই আবর্জনা জমে থাকে।’ আসলে, এলাকায় ঢোকার মুখেই যখন এই দৃশ্য, ভেতরের পরিস্থিতি যে আরও বেহাল, তা তো স্পষ্ট। এলাকার বাসিন্দা ইন্দ্র মাহাতো বলেন, ‘এটা আমাদের প্রতিদিনের সমস্যা। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও করুণ হয়। এলাকায় নিকাশিনালা না থাকায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে।’ সময়ের সঙ্গে কিছুটা বদল ঘটতে শুরু করলেও বাস্তবে রাস্তা-নিকাশি ব্যবস্থার পরিবর্তন কবে হবে, জানা নেই কারও। ওয়ার্ড কাউন্সিলারের অবশ্য আশ্বাস, ‘কিছুদিনের মধ্যে বদলে যাবে এলাকার বেহাল পরিস্থিতি।’

ডাম্পারের চালক ধৃত

খড়িবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় বালি পাচার অব্যাহত। বিনা রয়্যালটিতে বিহারে পাচার হচ্ছে সেই বালি। ক্রমশ খালি হচ্ছে মহকুমার নদীবক্ষ। এই পরিস্থিতিতে বুধবার গভীর রাতে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে বালিবোঝাই একটি ডাম্পার আটক করল পুলিশ। ডাম্পারচালককেও গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ধৃতের নাম মহম্মদ রাহমাতুল্লা (২৬)। তিনি ডালখোলা এলাকার বাসিন্দা। বুধবার গভীর রাতে ঘোষপুকুরের চেঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি বোঝাই করে একটি ডাম্পার ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে বিহারের উদ্দেশে যাচ্ছিল। চেকরমারি চেকপোস্টের কাছে নাকা তল্লাশি করছিল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। সেই সময় ডাম্পারটিকে আটকানো হয়। ডাম্পারের চালকের কাছে বৈধ নথিপত্র ছিল না। এরপরই পুলিশ ডাম্পারটিকে বাজেয়াপ্ত করে এবং চালক রাহমাতুল্লাকে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।

টুকরো খবর

বৈঠক

চোপড়া, ১৬ অক্টোবর : ইসলামপুরের কদমগাছি এলাকার রিভারভিউ বাগানের শ্রমিকরা এখনও পুজোর বোনাস না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার ইসলামপুর জয়েন্ট লেবার কমিশনারের চেম্বারে বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় বৈঠক ভেস্তে যায়। শ্রমিক নেতা দীপক রায় বলেন, ‘১৩ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে শ্রমিকরা অনড়।’ ইসলামপুর জয়েন্ট লেবার কমিশনার দীপনারায়ণ ভাণ্ডারী বলেন, ‘মালিকপক্ষ অনুপস্থিতির কথা জানিয়েছিল। ফের বৈঠক ডাকা হবে।’

আক্রান্ত

চোপড়া, ১৬ অক্টোবর : চোপড়া থানার চোপালগছ এলাকায় গত বুধবার রাতে নেশা করার প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হন এক ব্যক্তি। সেদিন কালাচাঁদ সরকার নামে ওই ব্যক্তি কালাগছ থেকে তাঁর মেয়েকে নিয়ে ফিরছিলেন। তখন তাঁর বাড়ির পাশের রাস্তায় স্থানীয় এক তরুণকে নেশা করতে দেখে প্রতিবাদ করেন তিনি। তারপরই কালাচাঁদের ওপর চড়াও হন ওই তরুণ। অভিযোগ পেয়ে বুধবার রাতেই বিশু সিংহ নামে ওই তরুণকে আটক করে চোপড়া থানার পুলিশ।

চুরি

চোপড়া, ১৬ অক্টোবর : নারায়ণপুর এলাকার এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে গত বুধবার রাতে ৫০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। ১৫ দিন পরে তাঁর মেয়ের বিয়ে। বৃহস্পতিবার তিনি চোপড়া থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় এক তরুণকে বাড়িতে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে, এদিন চোপড়ার দাসপাড়া বাজারের এক কাপড়ের দোকানে চুরির অভিযোগে উঠেছে। দোকান মালিক চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ করেছেন।

ত্রাণের ত্রিপল নির্মাণকাজে

মালবাজার, ১৬ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নামাঙ্কিত ত্রিপল ব্যবহার করা হচ্ছে বহুতল বেসরকারি আবাসন নির্মাণে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল হতেই ত্রিপল সরালেন ঠিকাদার। ঠিকাদার জয়দীপ চাকির বক্তব্য, এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে। ঠিকা সংস্থার এক কর্মী নিজের বাড়ি থেকে সেটা এনেছিলেন।

মাল শহরে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি হয়েছে দুটো ফ্ল্যাট। আরও দুটোর নির্মাণকাজ চলছে। সেই নির্মীয়মাণ একটি বহুতল ভবনকে ঘিরে বিতর্ক শহরজুড়ে। মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ঠিক পেছনে ২০২৩ সাল থেকে নির্মাণকাজ চলছে সেই বহুতলের। কাজ শেষ হওয়ার পর অভিযোগ উঠেছে প্ল্যান পাশ নিয়ে। সংলগ্ন অপর একটি ফ্ল্যাটের এক বাসিন্দা লিখিত অভিযোগ করেছেন পুরসভায়। যেখানে উল্লেখ আছে, দুটো ফ্ল্যাটের মাঝে যে ফাঁকা অংশ থাকা উচিত সেই প্রয়োজনীয় জায়গা ছাড়েনি সেই বহুতলের নির্মাণকারী সংস্থা। যার ফলে সেই নির্মীয়মাণ বহুতলে সিমেন্ট, বালির কাজ হলে সেটা ছিটে আসে বেথুনবিকাশ দে’র ঘরে। যে বিষয়টি বেথুন লিখিতভাবে পুরসভায় জানান ৮ অগাস্ট। বেথুনের বক্তব্য, অভিযোগ করেও লাভ হয়নি, বিল্ডিংয়ের প্ল্যান নিয়ে কোনও তদন্ত হয়নি। এখন সেই বহুতলের ছাদে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ত্রিপল। সেই ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল বহুতলের নির্মাণ সামগ্রী। সেই ত্রিপলে বড় বড় করে লেখা, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গতদের পাশে’। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড হতেই শুরু হয় বিতর্ক। তবে বিষয়টি পাঁচ কান হতেই সরিয়ে ফেলা হয় ত্রিপলটি। সংশ্লিষ্ট ঠিকা সংস্থার কর্মকর্তা জয়দীপ চাকি ঘটনাস্থলে পৌঁছে কথা বলেন কর্মী ও শ্রমিকদের সঙ্গে। জানানো হয়, তেশিমলার এক সুপারভাইজার তাঁর কাজের ব্যবহার করা জিনিসপত্র গুছিয়ে ঢেকে রাখার জন্য সেই ত্রিপল ব্যবহার করেন। গত এক বছর থেকে এভাবেই ছিল। সেই সুপারভাইজার ঝড়ু সরকার বলেন, ‘ত্রিপলটি আমার ঘরে ব্যবহার করা পুরোনো ত্রিপল, অযথা বিতর্ক তৈরি করেছে কিছু মানুষ।’

ধনতেরাসের আনন্দের মাঝে আঁধার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : সাত বছরে ফুলঝাড়ু তৈরির কারিগরদের একটা বড় অংশ ছাঁটাই হয়েছেন। শিলিগুড়ি ব্রুম মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ফলে উৎসবের আনন্দেও সেই কারিগররা আঁধারে।

পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, সাত বছর আগে ফুলঝাড়ু তৈরির সঙ্গে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকা মিলে দশ হাজার কর্মী জড়িত ছিলেন। এখন সেই কর্মী নেমে দাঁড়িয়েছে চার হাজারে। সামনেই ধনতেরাস। অনেকেই ধনতেরাসে ফুলঝাড়ু কেনেন। অথচ, এমন কাজে জড়িত ছ’হাজার কর্মীদের ছাঁটাই কেন? সেই প্রশ্নের উত্তরে ফুলঝাড়ুর ফুল উৎপাদনের পরিমাণ কমতে থাকার কারণকে দায়ী করছেন পাইকারি ফুলঝাড়ু ব্যবসায়ীরা।

তাঁদের কথায়, আগের তুলনায় পাহাড় থেকে ফুলঝাড়ুর জন্য প্রয়োজনীয় ফুলের আমদানি আশি শতাংশ কমেছে। ফলে বাধ্য হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। সেখান থেকে রেডিমেড ফুলঝাড়ু আসছে। তাই ফুলঝাড়ু তৈরির প্রয়োজন পড়ছে না। আর তাতেই কোপ পড়ছে ফুলঝাড়ু তৈরির সঙ্গে জড়িত কর্মীদের কাজে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ফুলঝাড়ুর এপিসেন্টার হয়ে ওঠায় শিলিগুড়ির পাইকারি ফুলঝাড়ু ব্যবসায় প্রভাব পড়েছে।

ব্রুম মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এসপি সিং বলছেন, ‘আগে শহর শিলিগুড়িই ছিল ফুলঝাড়ুর এপিসেন্টার। পাহাড় থেকে প্রচুর কাঁচামাল পাওয়ায় মিজোরামের পাশাপাশি শিলিগুড়ি থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ঝাড়ু রপ্তানি হত। এখন আমাদেরও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ফুলঝাড়ু আমদানি করতে হচ্ছে। আমদানির খরচ কেজি প্রতি চার

ফুলঝাড়ু তৈরিতে ব্যস্ত শ্রমিক। -সংবাদচিত্র

টাকা পড়ছে। কেজি প্রতি অতিরিক্ত চার টাকা দিয়ে আমদানির পর ন্যূনতম লাভ যোগ করে বিক্রি করলেও প্রতিযোগিতায় টেকা যাচ্ছে না।’ এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি থেকে গোটা দেশে ফুলঝাড়ু বিক্রির হার গত সাত বছরের তুলনায় সত্তর শতাংশ নেমেছে বলে দাবি পাইকারি ফুলঝাড়ু ব্যবসায়ীদের।

প্রশ্ন উঠছে, পাহাড়ের উৎপাদন এত কমে গেল কেন? রংপোর বাসিন্দা অজয় তামাং এখনও নিজের জমির কিছুটা অংশে ফুলঝাড়ুর জন্য ফুল চাষ করেন। তিনি বলছিলেন, ‘এই চাষে আয় কেজি প্রতি মাত্র কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা। নতুন প্রজন্মেরও চাষবাসে আগ্রহ নেই। চাষের জমিও ট্যুরিজম স্পট, রাস্তাঘাটের কারণে কমে গিয়েছে।’

পাহাড়ের বিজনবাড়ি, সোনাদা, কার্সিয়াং, লাটঝোলি, ছয় মাইল, রংপো, বিন্দু, কালিম্পং, বাগ্রাকোটে প্রচুর পরিমাণে ফুলঝাড়ুর ফুল চাষ হত। শিলিগুড়ির গুরুংবস্তি, দেবীডাঙ্গা এবং চম্পাসারি মিলিয়ে সত্তরটি কারখানায় সেই ফুলঝাড়ু তৈরি হত। সেই কারখানাগুলো থাকলেও ফুলঝাড়ু তৈরির ব্যস্ততা নেই। পাহাড় থেকে আসা কিছু কাঁচামাল দিয়ে ফুলঝাড়ু তৈরি করছিলেন অমল দাস। গুরুংবস্তির একটি কারখানায় কাজের ফাঁকে বলছিলেন, ‘আগে এখানে দশজন কাজ করতাম। এখন সংখ্যাটা তিন। কতদিন কাজ থাকবে, জানা নেই।’ মাস ছয়েক আগে কাজ হারিয়েছেন রীতা মাহাতো। এখন দিনমজুরি করেন। হতাশার সুরে বললেন, ‘সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেল।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা গৌতম সেন - কে 31.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80G 48626 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রমাণ করেছে যে ছোট একটি টিকিট অনেক বড়ো স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম। আজ আমার সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে এবং আমি যে আনন্দ উপভোগ করছি তা ভাষায় বর্ণনা করা খুবই কঠিন। এই দুর্দান্ত সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.

Great Eastern™
We serve you best
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
Nano Smart TV with Alpha7 AI Processor 4K Gen8 Filmmaker Mode Dolby Atmos 2025
86 LED ₹ 2,02,000*
Android 11 Dolby Digital + Dolby Atmos Google Assistant
75 4k Google TV ₹ 64,990
65 QLED TV ₹46,990
55 QLED ₹33,990
55 4K Google TV 500W ₹30,990
55 4K GOOGLE TV ₹29,990
43 QLED ₹24,990
43 4K Google TV 500w ₹22,990
43 GOOGLE TV ₹18,990
43 SMART ₹16,990
32 GOOGLE TV ₹10,990
Whirlpool 184 L OFFER PRICE ₹11990*
Haier 185 L OFFER PRICE ₹13490*
Godrej 194 L OFFER PRICE ₹14990*
LG 210 L OFFER PRICE ₹16990*
IFB 206 L OFFER PRICE ₹17990*
SAMSUNG 223 L OFFER PRICE ₹19490*
BOSCH 226 L OFFER PRICE ₹19990*
Whirlpool 235 L OFFER PRICE ₹19990*
Godrej 238 L OFFER PRICE ₹20490*
LG 242 L OFFER PRICE ₹21490*
Haier 240 L OFFER PRICE ₹22490*
SAMSUNG 236 L OFFER PRICE ₹23990*
IFB 243 L OFFER PRICE ₹24490*
LLOYD 240 L OFFER PRICE ₹24990*
Panasonic 280 L OFFER PRICE ₹25490*
BOSCH 243 L OFFER PRICE ₹26490*
Godrej 472 L OFFER PRICE ₹46990*
Haier 445 L OFFER PRICE ₹47990*
LG 466 L OFFER PRICE ₹51990*
Haier 596 L OFFER PRICE ₹58990*
Godrej 600 L OFFER PRICE ₹65990*
LG 650 L OFFER PRICE ₹69990*
Whirlpool 7 KG OFFER PRICE ₹13490*
Haier 7 KG OFFER PRICE ₹14490*
LLOYD 7 KG OFFER PRICE ₹15990*
Godrej 7 KG OFFER PRICE ₹16490*
LG 7.5 KG OFFER PRICE ₹16990*
Panasonic 7 KG ZERO PRESSURE FILL OFFER PRICE ₹17490*
IFB 6.5 KG OFFER PRICE ₹17990*
SAMSUNG 7KG OFFER PRICE ₹18990*
BOSCH 7 KG OFFER PRICE ₹19990*
Godrej 9 KG OFFER PRICE ₹22990*
Haier 6 KG OFFER PRICE ₹24490*
LG 7 KG OFFER PRICE ₹27990*
Godrej 7 KG OFFER PRICE ₹28490*
Panasonic 7 KG OFFER PRICE ₹30490*
Whirlpool 7 KG OFFER PRICE ₹26490*
IFB 7 KG OFFER PRICE ₹31990*
LLOYD 7 KG OFFER PRICE ₹31490*
BOSCH 7 KG OFFER PRICE ₹33990*
SAMSUNG 12 KG OFFER PRICE ₹38990*
LG 13 KG OFFER PRICE ₹58990*
IFB LG Panasonic SAMSUNG Haier Godrej
MICROWAVE OVEN Starting Price ₹ 5990*
KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware
WATER HEATER Starting Price ₹ 2190*
Mixer Grinder (3 Jar) + Electric Kettle + Iron
Offer Price ₹ 2390*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩০ আশ্বিন ১৪৩২

অসংবেদনশীল

২০২৪-এর লোকসভা ভোটে মনোনয়ন পাওয়াই মুশকিল ছিল বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের। দলের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন, দুই প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন মনোনয়ন দেওয়া না হয়। মমতা অভিষেককে রাজি করিয়ে দুজনকেই শেষপর্যন্ত টিকিট দেন। সুদীপ সচরাচর বিতর্কিত মন্তব্য করেন না। কিন্তু সৌগত ওটাতেই সিদ্ধহস্ত। মাঝেমধ্যে এমন কিছু বলে বসেন, যা নিয়ে বিতর্ক বাধে।

বরাহনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনিতে সৌগত বলেছেন, 'একটি পার্টি খেলা-মেলাতেই যদি চাপা পড়ে যায়, তাহলে তার পলিটিকাল সেন্সও (রাজনৈতিক বোধ) চাপা পড়ে যায়। খেলা-মেলা করলে লোকে ওই নিয়ে মেতে থাকবে, পলিটিক্সটা করবে না। মনে রাখতে হবে, ৬ মাস পর নির্বাচন। জেতাটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। অন্য কিছু করবেন না।'

রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূল সরকারকে হামেশাই 'মেলা-খেলার সরকার' বলে বিদ্রুপ করেন। এতদিন শুধু বিরোধীরা মমতার মেলা-খেলা নিয়ে ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করে এসেছেন। এবার একজন তৃণমূল সাংসদই বছরভর মেলা-খেলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য বছরভর উৎসব, মেলা-খেলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বন্ধন গড়ে তোলা।

মহালয়ারও আগে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন, ১২-১৩ দিনের দুর্গোৎসব, রেড রোডে বিসর্জনের কার্নিভাল, জেলায় জেলায় কার্নিভাল, অ্যালেন পার্ক, পার্ক স্ট্রিটে ক্রিসমাস-বর্ষশেষের উৎসব, পৌষপার্বণে পিঠে-পুলি উৎসব, সব জেলায় শীতের মেলা, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, আদিবাসী মেলা-উৎসব, হুল উৎসব, বর্ষায় ইলিশ উৎসব।

আবার ফুটবল খেলার প্রতিও তৃণমূল নেত্রীর যথেষ্ট অনুরাগ। ১৬ অগাস্ট দিনটিকে 'খেলা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। ওই দিন সব ক্লাবকে ফুটবল বিলি করা হয়। তৃণমূল জমানায় চালু হয়েছে জেলাভিত্তিক বিবেকানন্দ কাপ, ডায়মন্ড হারবারে এমপি কাপ, জঙ্গলমহল-সুন্দরবনে ফুটবল টুর্নামেন্ট। সৌগতর মন্তব্য সম্পর্কে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'সৌগত রায় কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন, জানি না। তবে খেলা-মেলা হল সামাজিক অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। যখন রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকে না, তখন জনসংযোগের প্রধান কর্মসূচি হল খেলা-মেলা। মুখ্যমন্ত্রীও সামাজিক কর্মসূচিকে হাতিয়ার করে জনসংযোগ বাড়াতে বলেন। মেলা অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির একটি প্রধান মাধ্যম, এতে সাধারণ গরিবের উপার্জনও হয়।'

তৃণমূলের আইটি সেলের ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য সৌগতর মন্তব্যকে অভিভাবকসুলভ পরামর্শ হিসেবেই দেখছেন। মানতেই হবে, সৌগতর খেলা-মেলা মন্তব্য তৃণমূলেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীরা ঠাট্টা-তামাশা করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। আগেও আইপ্যাক চুক্তি বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্ক বাধিয়েছেন বর্ষীয়ান সাংসদ। তাঁকে মুখ বন্ধ রাখতে নির্দেশও দেওয়া হয়।

'খেলা-মেলা' মন্তব্যের দু'দিনের মাথায় দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের সমর্থনে সৌগত বলেন, রাতে মেয়েদের কলেজের বাইরে যাওয়া অনুচিত। খেলা-মেলা নিয়ে মন্তব্যে মমতা যদি তাঁর ওপর চটে থাকেন, পরেরটাতে মুখ্যমন্ত্রীকে তুষ্ট করারই চেষ্টা করেছেন সৌগত। আবার বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী দুর্গাপুরের ঘটনার পর মন্তব্য করেন, 'যুগ যুগ ধরে এসব চলছে।'

অর্থাৎ শুধু সৌগত নন, তৃণমূলের কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র, ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, চিরঞ্জিত চক্রবর্তীরা মাঝেমধ্যে দলবিরোধী বা নারীবিদ্বেষী মন্তব্য করে থাকেন। সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। বিশেষত রাজ্যে বিভিন্ন নারী নির্যাতনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে মাঝে মাঝে অসংবেদনশীলতা প্রকাশ পায় বলে অভিযোগ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দৌলতে ও বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে ভোটযুদ্ধে বাংলায় তৃণমূল যদি আবার জয়ী হয়ও, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের একাংশের এধরনের নারীবিদ্বেষী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক থাকবেই। এর সঙ্গে মানবিকতা ও নারীর প্রতি মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফারাক বাড়ছে

ভারতে শীর্ষ ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে দেশের মোট সম্পদের প্রায় ৪০.১ শতাংশ কুক্ষিগত। বিষয়টি যথেষ্টই চিন্তার।

অমিতাভ সাহা

স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়ে এসে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত। প্রযুক্তি, পরিকাঠামো এবং সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে একটি গভীর ও ক্রমবর্ধমান সমস্যা প্রকট- তা হল ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য। এই ফারাক এখন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। উন্নয়ন ও বিকাশের একদিকে যেমন বিলিয়নিয়ারদের সংখ্যা বেড়েছে, তেমনি আরেকদিকে সমাজের বৃহত্তর অংশ মৌলিক সুযোগসুবিধা ও সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয় বরং এটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় গবেষণা সংস্থা ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহতা তুলে ধরেছে। ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব (World Inequality Lab)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে শীর্ষ ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে দেশের মোট সম্পদের প্রায় ৪০.১ শতাংশ কুক্ষিগত। অন্যদিকে, দেশের জনসংখ্যার নীচের দিকে থাকা ৫০ শতাংশ মানুষের মালিকানায় আছে মোট সম্পদের মাত্র ৩ থেকে ৫ শতাংশ। অক্সফামের (Oxfam) মতো সংস্থার রিপোর্ট প্রায়শই এই মর্মে সতর্ক করে যে, হাতেগোনা কয়েকজন ধনীর সম্পদ সমাজের বিরাট অংশের সম্মিলিত সম্পদের চেয়েও বেশি। এই চরম কেন্দ্রীকরণ অর্থনৈতিক ন্যায়ের পরিপন্থী।

কেবল সম্পদ নয়, আয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্য তীব্র। শীর্ষ ১ শতাংশের আয় দেশের মোট জাতীয় আয়ের একটি বিশাল অংশ দখল করে আছে। সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারত্বের কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে, কিন্তু একই সময়ে স্টক মার্কেটের সূচকগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি এবং বড় সংস্থাগুলির মুনাফা বৃদ্ধির কারণে ধনী শ্রেণির আয় বহুগুণ বেড়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও তার সুফল সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে বণ্টিত হচ্ছে না। অর্থাৎ ভারত 'উজ্জ্বল ভারত' ও 'গ্রামীণ ভারত' -এর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ছে।

ধনী-দরিদ্রের এই ফারাক বৃদ্ধির পেছনে একাধিক কাঠামোগত ও নীতিগত কারণ রয়েছে। নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং পরবর্তী সময়ের নীতিগুলি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে পুঁজি, প্রযুক্তি ও উচ্চ দক্ষতার উপর নির্ভরশীল শ্রেণিকে বেশি সুবিধা দিয়েছে। ভারতের কর কাঠামোয় পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) বোঝা দরিদ্র ও ধনী সকলের উপর প্রায় সমানভাবে পড়ে, ফলে আয়ের শতাংশের হিসেবে দরিদ্রদের ওপর চাপ বেশি পড়ে এবং বৈষম্য আরও বাড়ে। ব্যাপক হারে কর ফাঁকি দেওয়া এবং সরকারের উচ্চ স্তরে দুর্নীতি কালো টাকা ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ জমাতে সহায়ক হয়, যা বৈষম্যের অন্যতম প্রধান ইন্ধন।

মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বাণিজ্যিকীকরণ এবং এর উচ্চ মূল্য দরিদ্রদের জন্য এই পরিষেবাগুলি নাগালের বাইরে নিয়ে গিয়েছে। একটি দরিদ্র পরিবারের শিশু মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের জন্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরেকটি দিক হল, দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমানভাবে হয়নি। উন্নত পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে, যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং ন্যায্য মজুরির অভাব রয়েছে। উচ্চ বেকারত্ব এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার কারণে শ্রমিকদের মজুরি সেই অর্থে বাড়েনি।

সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারত্বের কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে, কিন্তু একই সময়ে স্টক মার্কেটের সূচকগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি এবং বড় সংস্থাগুলির মুনাফা বৃদ্ধির কারণে ধনী শ্রেণির আয় বহুগুণ বেড়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও তার সুফল সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে বণ্টিত হচ্ছে না। অর্থাৎ ভারত 'উজ্জ্বল ভারত' ও 'গ্রামীণ ভারত' -এর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। উন্নয়নের মাঝেও বৈষম্যের কারণে একটি বড় অংশ চরম দারিদ্র্য ও অপুষ্টির শিকার হয়ে পড়ছে। ভারত ক্ষুধা সূচকে নিম্ন স্থানে থাকার এটি অন্যতম কারণ। বৈষম্য মানুষের সুস্থ জীবনযাপন, শিক্ষা ও সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগকে সীমিত করে, যা দেশের সামগ্রিক মানবিক উন্নয়ন সূচকের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে হতাশা, বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়, যা অপরাধমূলক কার্যকলাপ এবং সামাজিক অস্থিরতা বাড়াতে ইন্ধন জোগায়। ধনীরা তাদের আয়ের একটি ছোট অংশ ব্যয় করে, কিন্তু দরিদ্ররা আয়ের বেশিরভাগটাই ব্যয় করে। বৈষম্য বাড়লে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়, ফলে বাজারে সামগ্রিক চাহিদা কমে আসে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শ্লথ করে দেয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়েন।

আশার কথা এই যে, এই গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় ভারত সরকার ইতিমধ্যেই কার্যকরী ও ন্যায়সংগত নীতি গ্রহণ করেছে। জিএসটি সংস্কারে সম্প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে। ১২ শতাংশ এবং ২৮ শতাংশের পুরোনো স্ল্যাবগুলি বিলুপ্ত করা হয়েছে। ১২ শতাংশ স্ল্যাবের প্রায় সমস্ত পণ্যকে ৫ শতাংশ স্ল্যাবে নামিয়ে আনা হয়েছে। ২৮ শতাংশ স্ল্যাবের আওতাধীন প্রায় ৯০ শতাংশ পণ্যকে ১৮ শতাংশ স্ল্যাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অতি বিলাসবহুল জিনিসপত্রের জন্য একটি ৪০ শতাংশ জিএসটি-র নতুন ও উচ্চতর স্ল্যাব যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, উচ্চবিত্তদের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সহ বহু গৃহস্থালি পণ্যের করের হার ১৮ শতাংশ অথবা ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ অথবা শূন্য করা হয়েছে। ৩৩টি জীবনদায়ী ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে। এছাড়া ক্যানসার এবং অন্যান্য বিরল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের কর ৫ শতাংশ থেকে শূন্যতে নামানো হয়েছে। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি খাতে সরকারি বরাদ্দ আরও বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে দরিদ্রতম মানুষেরাও মানসম্মত পরিষেবা পায়। দরিদ্র ও অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমা, পেনশন এবং মজুরি সুরক্ষা সহ একটি শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা জাল তৈরি করা প্রয়োজন। ন্যূনতম মজুরি আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃহৎ আকারে বিনিয়োগ করা আবশ্যক।

ভারতে ধনী ও দরিদ্রের ফারাক ক্রমশ চওড়া হওয়া কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান, মর্যাদা এবং ভবিষ্যতের প্রশ্ন। স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হলে এই বৈষম্যের মূলে আঘাত হানা অপরিহার্য। কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে উন্নয়নের সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং একটি ন্যায্য ও সমতাপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়। অর্থনৈতিক ন্যায়ের এই সংগ্রাম কেবল নৈতিক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সাফল্য ও সামাজিক স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি।

(লেখক সরকারি আধিকারিক)

আজ

১৮৯০

আজকের দিনে প্রয়াত হন, মানবতাবাদী, সাধক লালন ফকির।

১৯৭০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন ক্রিকেটার অনিল কুম্বলে।

আলোচিত

মোদি দারুণ মানুষ। মোদি ট্রাম্পকে খুব পছন্দ করেন। তবে পছন্দ করা শব্দটি আপনারা খারাপভাবে ব্যাখ্যা করবেন না। আমি কখনোই মোদির রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস করতে চাই না। মোদি আজ আমায় আশ্বাস দিয়েছেন, রাশিয়া থেকে ভারত আর তেল কিনবে না। আমি চাই চিনও তাই করুক।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

খাটিয়ায় সাদা কাপড়-মালা চাপিয়ে, আচার মেনে বিহারের এক বৃদ্ধকে আনা হয় শ্মশানে। উপস্থিত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব। হঠাৎ উঠে দাঁড়ান 'মৃত'। অবাক সকলে। পুরোটাই সাজানো। তাঁকে কে, কতটা ভালোবাসেন তা দেখতেই এই 'ফন্দি' ছিল।

ভাইরাল/২

গুজরাটে ট্রেন লাইনের ইলেক্ট্রিক পোস্ট ভেঙে তার ঝুলছিল। সেসময় একটি মালগাড়ি লাইনটি দিয়ে ছুটে আসে। স্থানীয়রা লাল কাপড় উঁচিয়ে লোকোপাইলটকে সজাগ করেন। তিনি ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দ্রুত ট্রেন থামিয়ে দেন। বড় দুর্ঘটনা থেকে ট্রেনটি রক্ষা পায়।

জনমন
জনমত

স্মৃতি মান্ধানার ব্যাটে রানের ফুলঝুরি চাই

২৯ বছর ৩ মাস বয়সি বর্তমান ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ভাইস ক্যাপ্টেন বাঁহাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান স্মৃতি মান্ধানাকে নিঃসন্দেহে বিরাট কোহলির সমতুল্য বলা যেতে পারে। তাছাড়া কোহলি ও মান্ধানা দুজনেই ১৮ নম্বর জার্সি গায়ে দেশের হয়ে খেলতে নামেন। ১২ অক্টোবর বিশাখাপত্তনমের মাঠে স্মৃতি ১১২ ইনিংস খেলে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করলেন। বিরাট কোহলির এই পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করতে খেলতে হয়েছিল ১১৪ ইনিংস। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর স্মৃতি দিল্লির মাঠে ৫০ বলে শতরান হাঁকিয়ে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরানকারী (কোহলি করেছিলেন ৫২ বলে) বিবেচিত হয়েছেন।

এদিকে এখন ভারতের মাটিতে রমরমিয়ে চলছে আট দলীয় আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের আসর। দীপাবলির এই শুভ মুহূর্তে চাইছি স্মৃতির ব্যাটে আলোর রোশনাই, রানের ফুলঝুরি। ক্যাপ্টেন (হরমনপ্রীত কাউর) এবং ভাইস ক্যাপ্টেনের ব্যাটে বড় রান উঠলে ভারত সহজেই ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছাতে পারবে।

তারপরে ক্রিকেট দেবতা সহায় হলে তো সোনায় সোহাগা, আয়োজক দেশ ভারতের পক্ষে মেগা ফাইনালে পৌঁছে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাও অবাস্তব ব্যাপার হবে না।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সচেতন না হলেই বিপদ

৮ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'সাহায্য চেয়ে হাতসাফাই, দিনদুপুরে নাবালক গ্যাংয়ের দুষ্কর্মের আতঙ্ক শহরে' শীর্ষক খবরটি খুবই উদ্বেগের। সামনের দিক থেকে যখন একজন নাবালক কোনও পথচারীর কাছ থেকে সাহায্য চায় তখন ভিনরাজ্যের এইসব নাবালক গ্যাংয়ের অন্য সদস্যরা সন্তর্পণে সেই পথচারীর পকেট থেকে মোবাইল বা মানিব্যাগ তুলে নিয়ে যায়। এখনই জনসাধারণ এবং প্রশাসনের সচেতন হওয়া প্রয়োজন, না হলে ভবিষ্যতে এই নাবালকরা শহরের নিরীহ নাগরিকদের অনেক বড় ধরনের ক্ষতি করে ছাড়বে।

রীতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কালিকাপুরাণ ও কিছু কথা

কালীপুজো মানে নারীশক্তির আরাধনা। যে তীব্র শক্তি এখন বর্তমান সমাজের আশু প্রয়োজন।

সৌরভ মজুমদার

উমা কৈলাসে ফিরতেই সূর্যেরও রোজ বাড়ি ফেরার জলদি থাকে। মন খারাপ করা গোধূলি জন্মায়- রাতের আঁধারে মৃত্যুকে খুঁজে নেয় নক্ষত্রের পথে। হিমেল আবহাওয়া। ঠিক এই সময় শ্যামাসংগীতের সিডি, বা ক্যাসেটগুলি বেরিয়ে আসে। অমাবস্যা তিথিতে জেগে ওঠেন মা কালী স্বয়ং। বৈদিক মতে, দেবীর প্রথম বিবরণ অথর্ব বেদে পাওয়া যায়। পুরাণ ধার করলে, পার্বতীর শান্ত রূপে শিবের রুদ্র মূর্তির মিলিত শক্তিই আসলে মা কালী। সেই মায়ের পুজো মানে নারী শক্তির আরাধনা। যেই শক্তি এখন বর্তমানে আমাদের বেদনাক্লিষ্ট সমাজের আশু প্রয়োজন। মা ফিরলেই মেয়েরা বুকে বল পাবে। আর পার্বতীদের বিবর্তনের গল্প লিখব আমরা। শ্যামা মা ঠিক শিখিয়ে দেবে অশুভ শক্তির রক্তের স্বাদ- প্রতিটা শহরতলির মোড়ে এক ডজন কালী মা হেঁটে বেড়াবে মাঝরাতে। তাঁদের নিরাপত্তার মন্ত্রোচ্চারণে লেখা হবে শ্রেষ্ঠ আহুতি। এই তো আমাদের সার্থক পুজোর ছবি। মায়ের স্নেহময়ী শরীরে বিদ্রোহী ঘোষণা। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং ফ্রেমে সংগমরত যুগলের ওপর মুণ্ডহীনা মা। একদিকে সৃষ্টির বীজ অন্যদিকে ধ্বংসের শিলালিপি। ছিন্নমস্তা পেরিয়ে মা কখনও দক্ষিণা কালী তো কখনও আদ্যাশক্তি। হয়তো বগলা কালী কিংবা ভৈরবী সনাতন। যখন যেভাবে যেখানে প্রয়োজন মায়ের অবাধ প্রবেশ। বিনাশ লেখা খড়্গো সাম্যের সেমিকোলন। ঠিকমতো বিশ্লেষণে নামলে মা আমার প্রকৃত ফেমিনিস্ট- যেখানে নারী, পুরুষ, আবেগ, সম্মান যথাযথ যেন প্রকৃতিগতভাবে পরিপূরক, পরিপূর্ণ।

দেবীর কাছাকাছি আসার চেষ্টায় আমরা বদলে নিয়েছি নিয়ম নিয়মিত। সমাজের বাস্তবিক প্রতিচ্ছবিতে মিশেছে উপাচার, লোকগাঁথায় ধরা থেকেছে বিবর্তনের ধারাবাহিকতা। সামাজিক স্তরবিন্যাসে বদলেছে নৈবেদ্যর সত্যি। দেবীর আমিষভোগের বাস্তবে লেগে থাকা সাংস্কৃতিক পটভূমি ও লৌকিক মনস্তত্ত্বের ছাপ। যেমন রঘু ডাকাতের প্রচলিত গল্পে পোড়া ল্যাটা মাছের গ্রহণযোগ্যতা থেকে গৃহস্থ ভূমিকায় দক্ষিণাকালীর জন্য চাল, ডাল, ঘি, গুড়ের ছাপোষা দৈনন্দিন। এসব পেরিয়ে লিখে রাখি মাটির প্রদীপের আলোর সঙ্গে প্রকৃতিগত অন্ধকারের যুযুধান সম্পর্ক। মাটির প্রদীপ ব্যবসায়ীদের মুখের হাসিতে অবিকল মায়ের মুখ। রোশনাইয়ের আবেদনে পরিবেশবান্ধব প্ল্যান। পটকা থেকে দূরত্ব যথাযথ। এই তো সময় মায়ের পায়ের জবা ফুল হয়ে- শক্তি রূপে ফুটে ওঠার। শক্তি সঞ্চয়ের এই আবহমান যেন এভাবেই শাশ্বত থেকে যায়।

মণ্ডপ বাঁধার দিন পেরিয়ে গেলেই চারিদিকে বেজে উঠবে শ্যামাসংগীত। শক্তির সামনে নতজানু হবে সকলে। ভোগের খিচুড়ির সঙ্গে প্রার্থনার যুগলবন্দি। সকলকে ভালো রাখার বিশ্বাসটুকু দিয়ে রচিত হবে বিসর্জন। বিসর্জন মানে কিন্তু বিদায় নয় বরং নতুন করে সকলের জেগে ওঠা- শক্তিতে, সাহসে, শান্তিতে এবং অপেক্ষায়।

(লেখক সরকারি আধিকারিক।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৮

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। অর্থশালী ব্যক্তি অথবা পাখি ৩। আম-কাঁঠালের গন্ধে মাতে যে পতঙ্গ ৫। যে ফল দিয়ে কাপড় কাচা যায় ৬। মুসলিম ভূত ৮। আকাশে ভাসে মেঘ ১০। বুকের খাঁচা পাঁজরা ১২। আদালতের মীমাংসা ১৪। এক ধরনের কাটারি ১৫। সোনার টাকা বা মোহর ১৬। টপকে বা ডিঙিয়ে যাওয়া।

উপর-নীচ : ১। যে ধর্মের ভান করে কিন্তু ধার্মিক নয় ২। মুসলিমদের ধর্মশাস্ত্র ৪। ধূমপানের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ৭। পানের খিলি রাখার জন্য পাতার তৈরি ঠোঙা ৯। মাটি কেটে উঁচু করে রাখা ১০। দুখি, বিরস বদন বা শুকনো মুখ ১১। মুসলিমদের রোজা পালনের মাস ১৩। টক-মিষ্টি খাওয়ার জিনিস।

সমাধান ■ ৪২৬৭

পাশাপাশি : ১। হলফ ৩। প্রাসঙ্গিক ৪। সিকথ ৫। মিতাহার ৭। থামা ১০। সভা ১২। অমর্যাদা ১৪। রাখাল ১৫। অবসন্ন ১৬। কঠিন।

উপর-নীচ : ১। হককথা ২। ফসিল ৩। প্রাথমিক ৬। হাপুস ৮। মালুম ৯। উদারান্ন ১১। ভাসমান ১৩। বলক।

বিন্দুবিসর্গ

মোদি আশ্বাস বলে ট্রাম্পের দাবিকে নস্যাৎ ভারতের

রুশ তেল নিয়ে নয়া দ্বৈরথ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধের ব্যাপারে ভারত সরকার আদৌ কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু সুদূর ওয়াশিংটনের ওভাল অফিসে বসে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দিব্যি সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার তিনি দাবি করেন, 'রুশ তেল কেনা বন্ধের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। আপনারা জানেন, এই কাজটি সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না। এটি একটি ছোট্ট প্রক্রিয়া। খুব শীঘ্রই এই প্রক্রিয়া শেষ হতে চলেছে।' ভারতকে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী বলে আখ্যাও দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'উনি (নরেন্দ্র মোদি) আমার বন্ধু। আমাদের মধ্যে দারুণ একটা সম্পর্ক আছে। ভারত তেল কিনছিল বলে আমি খুশি ছিলাম না। আর আজ উনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে ওঁরা আর রাশিয়ার থেকে তেল কিনবেন না। উনি দু-দিন আগেই এটা জানিয়েছেন।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট এও বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি একজন দারুণ মানুষ। উনি আমাকে ভালোবাসেন। আমি ওঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস করতে চাই না।' স্বাভাবিকভাবেই ভারতের নীতি নির্ধারণ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এহেন দাবি ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে। শুরু হয়েছে কেন্দ্রের সমালোচনাও। রুশ তেল কেনা নিয়ে আগেই মার্কিন রোষে পড়েছিল ভারত। এর আগে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন আচমকা সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। তখনও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল কেন্দ্রকে।

তবে মোদি সরকার জানিয়েছে, বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রী মোটেই ফোন করেননি। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতের উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাকেই অগ্রাধিকার দেয় সরকার। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'ভারত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তেল এবং গ্যাস আমদানি করে। বিশ্বে জ্বালানির বাজারে অস্থিরতার আবহে ভারতের উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাকেই আমরা বরাবর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আমাদের তেল আমদানি সংক্রান্ত নীতি এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে।' নয়াদিল্লি এও জানিয়েছে, ভারত তেল কেনার বাজারকে আরও বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় করতে চায়। জ্বালানি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও দাবি করেছে বিদেশমন্ত্রক।

কিন্তু কেন্দ্রের সাফাইয়ে খুশি হয়নি বিরোধী শিবির। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে তোপ দেগে বলেছেন, 'ট্রাম্পের ভয়ে ভীত প্রধানমন্ত্রী মোদি। ১) ভারত যে রুশ তেল কিনবে না সেই ব্যাপারে ট্রাম্পকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ২) বারবার ধাক্কা খাওয়ার পরও অভিনন্দন জানিয়ে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। ৩) অর্থমন্ত্রীর আমেরিকা সফর বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ৪) শার্ম আল শেখ এড়িয়ে গিয়েছে। ৫) অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ওঁর বিরোধিতা করা হয়নি।'

রাশিয়া অবশ্য ট্রাম্পের দাবি শুনে বিশেষ ঘাবড়ায়নি। ভারতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপভ জানান, নয়াদিল্লির কাছে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা করাই নয়াদিল্লির ধারাবাহিক অগ্রাধিকার বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে জ্বালানি নিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারত-আমেরিকা দুই দেশই স্বাধীন। তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। তবে রুশ তেল ভারতের অর্থনীতি ও জনগণের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট উপকারী।

রুশ তেল কেনা বন্ধের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। আপনারা জানেন, এই কাজটি সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না। এটি একটি ছোট্ট প্রক্রিয়া। খুব শীঘ্রই এই প্রক্রিয়া শেষ হতে চলেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিশ্বে জ্বালানির বাজারে অস্থিরতার আবহে ভারতের উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাকেই আমরা বরাবর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আমাদের তেল আমদানি সংক্রান্ত নীতি এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে।

রণধীর জয়সওয়াল

ভারত যে রুশ তেল কিনবে না সেই ব্যাপারে ট্রাম্পকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বারবার ধাক্কা খাওয়ার পরও অভিনন্দন জানিয়ে মেসেজ পাঠানো হয়েছে।

রাহুল গান্ধি

ওআরএস শব্দ ব্যবহারের বিধি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই) খাদ্য ও পানীয় পণ্যের নাম বা ট্রেডমার্কে 'ওআরএস' শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। ওই নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) স্বীকৃত আসল ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন সূত্র অনুযায়ী তৈরি পণ্যগুলিতেই 'ওআরএস' শব্দ ব্যবহার করা যাবে। এফএসএসএআই জানিয়েছে, কোনও খাদ্যপণ্য বা পানীয়ের নাম, লেবেল বা ব্র্যান্ডে 'ওআরএস' শব্দটি এককভাবে বা কোনও উপসর্গ বা অন্যরকমভাবে ব্যবহার করাও আইনত অপরাধ। এমনকি ট্রেডমার্কের অংশ হিসেবেও এই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কাফ সিরাপ কাণ্ডের মধ্যে কেন্দ্রের 'ওআরএস'

নির্দেশিকা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'যে কোনও খাদ্য বা পানীয় পণ্যের নাম বা ট্রেডমার্কে ওআরএস শব্দের ব্যবহার, তা ফলভিত্তিক, নন-কার্বোনেটেড বা রেডি-টু-ড্রিংক যাই হোক না কেন, তা 'এফএসএসএআই ২০০৬'-এর বিধান লঙ্ঘনের শামিল।' ফলে দেশের সমস্ত খাদ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান (ফুড বিজনেস অপারেটরস)-কে অবিলম্বে তাদের পণ্যের নাম ও লেবেল থেকে ওআরএস শব্দটি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এফএসএসএআই এই নির্দেশটি পাঠিয়েছে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খাদ্য সুরক্ষা কমিশনার এবং সেন্ট্রাল লাইসেন্সিং অথরিটিগুলিকে। তাদের বলা হয়েছে, যাতে প্রতিটি খাদ্য ব্যবসায়িক সংস্থা এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

গত কয়েক বছর ধরে বাজারে বিভিন্ন ধরনের পানীয় ও ফলভিত্তিক ড্রিংক 'ওআরএস' নাম বা তার অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করে বিক্রি হচ্ছিল। এই পণ্যগুলির অনেকগুলিই ছিল উচ্চমাত্রার চিনিসমৃদ্ধ এবং হু স্বীকৃত ওআরএস ফর্মুলার সঙ্গে কোনও মিল নেই। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই রোগীদের প্রকৃত ওষুধস্বরূপ ওআরএস-এর পরিবর্তে এই পানীয় দেওয়া হচ্ছিল, যার ফলে শরীরের ডিহাইড্রেশন আরও বেড়ে যাচ্ছিল এবং ডায়ারিয়া বা বমিজনিত সমস্যার সময় বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। এফএসএসএআই ২০২২ সালের এপ্রিল মাসেই প্রথমবার এমন বিভ্রান্তিকর পণ্য বিক্রি রোধে নির্দেশ জারি করেছিল। এবার অবশ্য এফএসএসএআই জানিয়ে দিয়েছে, ওআরএস শব্দটি কোনও খাদ্য বা পানীয় পণ্যে ব্যবহার করা হলে তা মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং প্রতারণামূলক নামকরণের শামিল হবে।

মমতার বিরুদ্ধে অবমাননার আবেদন খারিজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য দায়ের করা আবেদন বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রত্যাহার করা হল। অ্যাটর্নি জেনারেল সম্মতি না দেওয়ায় তা প্রত্যাহার হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারী সংগঠন 'আত্মদীপ' সংস্থাকে আবেদন প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী আয়ুষ আনন্দ জানান, 'আমরা অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে সম্মতির আবেদন করেছিলাম, অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি ক্রিমিন্যাল কনটেম্পটের জন্য অনুমতি দেননি।'

নিষিদ্ধ বাজি রুখতে রাজ্যের রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : নিষিদ্ধ বাজি তৈরি রুখতে ও বিক্রি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২১ সালে রাজ্যের বাজি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করতে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা তিন সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে আদালতে। সবুজ মঞ্চ নামে পরিবেশকর্মীদের একটি সংগঠনের দায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চের ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য সরকার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। আদালত মন্তব্য করে, 'রাজ্য শুধু পেপার ওয়ার্কস করে দায় এড়াতে চাইছে। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসনের কোনও সদিচ্ছা নেই। আপনাদেরই তো রেজোলিউশন। এতদিন কী করছিলেন? বাজির বাজার বসে গিয়েছে। সর্বত্র নজরদারি চালাতে পারে না আদালত। ব্যবস্থা আপনাদের নিতে হবে।'

গুজরাটে মন্ত্রীদের ইস্তফা

গান্ধিনগর, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার গুজরাট মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ হওয়ার কথা। তার ২৪ ঘণ্টা আগে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ছাড়া তাঁর মন্ত্রীসভার ১৬ জন মন্ত্রীই বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেছেন। দলীয় সূত্রে খবর, এটি আসলে বিজেপির একটি বৃহত্তর সাংগঠনিক কৌশলের অঙ্গ। মন্ত্রীসভায় নতুন মুখ এনে আসন্ন পুরভোট এবং ২০২৭ সালের বিধানসভা ভোটের আগে ভোটারদের কাছে বিজেপিকে নবকলেবরে হাজির করাতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এর আগে ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটের আগেও একইভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিজয় রূপানি সহ তাঁর গোটা মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করানো হয়েছিল।

শুক্রবার মহাত্মা মন্দিরে নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যরা শপথ নিতে পারেন। সূত্রের খবর, প্রায় ১০ জন নতুন মন্ত্রী তাতে শামিল হতে পারেন এবং বর্তমান মন্ত্রীদের অর্ধেকের বেশি বাদ পড়তে পারেন। ভোটের আগে দল ও সরকারের মধ্যে নতুন ভারসাম্য আনার লক্ষ্যেই এই গণ-পদত্যাগের ঘটনা।

নানা রঙের দিনগুলি... কলকাতায় বৃহস্পতিবার। *ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

বালি পাচার
২২ জায়গায় তল্লাশি ইডি'র

দক্ষিণবঙ্গ ব্যুরো

১৬ অক্টোবর : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার এই ঘটনায় কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, আসানসোল সহ একাধিক জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে একটি মাইনিং সংস্থার অফিসে এদিন সকালে যান তদন্তকারীরা। দীর্ঘক্ষণ সেখানে তল্লাশি চালানো হয়। প্রচুর নগদ অর্থ ও নথি সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই সংস্থার ডিরেক্টর অরুণ সরফের ব্যাংক স্টেটমেন্টও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বালি পাচারের টাকা এখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হত বলে অভিযোগ ছিল। এছাড়াও আসানসোলের মুর্গাশোল এলাকায় মণীশ বাগারিয়া নামে এক ব্যক্তির বাড়িতেও তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। মণীশ দীর্ঘদিন ধরেই দামোদর নদীতে বালি খাদানের সঙ্গে যুক্ত। এদিন মোট ২২টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে মোট কত টাকা উদ্ধার হয়েছে, তা এদিন রাত পর্যন্ত ইডির তরফে জানানো হয়নি।

জানতে চাইল হাইকোর্ট
কারা ১০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : স্কুল সার্ভিস কমিশনে ৩৬ হাজার নিয়োগ মামলায় পূর্ব শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য কারা, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অস্থায়ী শিক্ষকদের আবেদনের ভিত্তিতে এসএসসির থেকে হলফনামা তলব করল বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, আবেদনকারী শিক্ষকেরা যে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, সেইসব জেলার শিক্ষা আধিকারিকদের এই মামলায় যুক্ত করতে হবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা প্রাপ্ত নম্বর পাওয়ার যোগ্য কি না, তা নিয়ে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে হলফনামা দেবেন জেলা আধিকারিকরা। হলফনামার ভিত্তিতে উত্তর দেবেন আবেদনকারী অস্থায়ী শিক্ষকরা। অর্থাৎ কোন কোন পার্শ্বশিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, অস্থায়ী শিক্ষকরা এই ১০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য তা কমিশনকে জানাতে হবে। এসএসসির তৈরি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তালিকার বাইরে আর কারা রয়েছে ও প্রকৃত শূন্য পদে চাকরি করা অস্থায়ী শিক্ষক কারা তাও জানাতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'শিক্ষা দপ্তরকে জানাতে হবে, মামলাকারী অস্থায়ী শিক্ষকদের প্রকৃত শূন্যপদে নিয়োগ করা হয়েছিল কি না, তা জানাতে হবে।'

পথে নৌশাদও : ৫০ হাজার শূন্যপদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়নি কেন, এই প্রশ্ন তুলে বৃহস্পতিবার শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পাস ডিএলএড ঐক্যমঞ্চ। তাদের সঙ্গে পা মেলান আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। তাঁর দাবি, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস যাতে না হয়, তার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে।

অভিষেকের নতুন উদ্যোগ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে সক্রিয় বিজেপির আইটি সেল। তার জবাবে এবার তৃণমূলের আইটি সেলকে আরও শক্তিশালী করতে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' নামে একটি উদ্যোগ নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি জানানে, এই প্রেক্ষাপটে জন্ম নিল এক নতুন উদ্যোগ, আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা, এটি তরুণদের হৃদয় থেকে উঠে আসা এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস। এখানে কনটেন্ট ক্রিয়েটার, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার পদে নিয়োগ হবে।

উত্থান সেনসেক্সের

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর : দীপাবলির আগেই আলোর রোশনাই ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার দুই প্রধান সূচক সেনসেক্স ও নিফটি উঠল ১ শতাংশেরও বেশি। একদিনে লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা। দিনের শেষে সেনসেক্স ৮৬২.২৩ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৮৩৪৬৭.৬৬ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ২৬১.৭৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৫৫৮৫.৩০ পয়েন্টে।

কমিশন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে নালিশ অর্জুনের

করাচির বাসিন্দা নৈহাটির ভোটার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নাম এই রাজ্যের ভোটার তালিকায় রয়েছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন হলে ১ কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতেই পাকিস্তানের করাচির এক নাগরিকের নাম মিলল ভোটার তালিকায়। বৃহস্পতিবারই বিষয়টি সামনে আনেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। দেখা গিয়েছে, নৈহাটি বিধানসভার অন্তর্গত এটি ঘোষ লেনের বাসিন্দা সালেয়া খাতুন দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যে থাকলেও তিনি জন্মসূত্রে পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশনও। ইতিমধ্যেই উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসকের কাছে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট তলব করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক।

অর্জুন সিং এদিন নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে এই সম্পর্কিত অভিযোগ ই-মেল করে পাঠিয়েছেন। সালেয়া খাতুন যে আদতে করাচির বাসিন্দা অভিযোগপত্রে তার প্রমাণও দিয়েছেন। দীর্ঘদিন আগেই তিনি এই রাজ্যে চলে আসেন। তবে তাঁর মেয়ে এখনও পাকিস্তানের বাসিন্দা ও সেখানকার পাসপোর্টই তিনি ব্যবহার করেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মহম্মদ ইমরান নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করে ১৯৯১ সালে এই রাজ্যে চলে আসেন সালেয়া খাতুন। ২০০৮ সালে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে তিনি নাম তোলেন। আগে তাঁর ভারতীয় পাসপোর্ট ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে সেই পাসপোর্ট বাতিল করে দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। কিন্তু ভোটার তালিকায় তাঁর নাম এখনও রয়ে গিয়েছে। তিনি যে এই রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন, সেই কথা স্বীকার করেছেন নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে ও সাংসদ পার্থ ভৌমিক। সনৎবাবু বলেন, 'ভোটার তালিকায় নাম তোলার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হলে তাঁর নাম কমিশন বাদ দেবে।' পার্থ ভৌমিক বলেন, 'কোনও অবৈধ ভোটারের নাম থাকলে কমিশন তা বাদ দেবে। কিন্তু একজন প্রকৃত ভোটারের নামও যদি বাদ যায়, তাহলে বিজেপি নেতাদের ঘেরাও করে রাখব।' অর্জুন সিং বলেন, 'সালেয়া খাতুন যে পাকিস্তানের নাগরিক, সেই সম্পর্কিত তথ্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। কারণ এটা দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন।'

একনজরে

- ১৯৯১ সালে বাংলায় আসেন সালেয়া খাতুন।
- ২০০৮ সালে নৈহাটির ভোটার হন
- তাঁর মেয়ের এখনও পাকিস্তানের পাসপোর্ট

সহপাঠীর ঘরে উদ্ধার কন্ডোম

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে মূল ঘটনাস্থল থেকে আরও ৫০ মিটার জঙ্গল এলাকা নতুন করে ঘিরে ফেলল পুলিশ। লাগাতার জেরার পর ধৃত সহপাঠীর হস্টেলে তল্লাশি চালিয়ে বৃহস্পতিবার ১১টি কন্ডোম উদ্ধার করলেন তদন্তকারীরা। এমনকি ঘটনাস্থল থেকেও একটি কন্ডোম উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাকে ফের ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। এদিন ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে ফরেন্সিক দলও।

এদিন তদন্তে গিয়েছেন সাইবার বিশেষজ্ঞ ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়। পুলিশের সঙ্গে বসে দফায় দফায় ধৃত ৬ জনকে জেরা করা হয়। ধৃত সহপাঠীর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ও ফোন কলের তালিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও তদন্তে নতুন কী উঠে এসেছে, সেই বিষয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট জানাননি তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের বেশিরভাগই বিজড়া গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায় গ্রামবাসীরা যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ধোঁয়াশায় মহাজোট

পাটনা, ১৬ অক্টোবর : শনিবার প্রথম দফার বিহার বিধানসভা ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন। অথচ তার ২৪ ঘণ্টা আগেও আসনবণ্টন চূড়ান্ত করতে পারল না বিরোধী মহাজোট। আরজেডি, কংগ্রেস, বাম, ভিআইপি-কোন দল কত আসনে লড়বে তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। যদিও বিরোধী নেতৃত্বের আশা, শীঘ্রই রফাসূত্র বেরোবে। এই পরিস্থিতিতে আরজেডি এবং কংগ্রেসের বেশ কিছু প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে শুরু করেছেন। রফা খুঁজতে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ফোন করেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে।

বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানিয়ে দেন, ছোট শরিকদের জন্য বড় শরিকদের কিছু আসন ছাড়তেই হবে। কিন্তু সেই দর কষাকষির খেলা কতদিন চলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিরোধী শিবিরের অন্দরেই। এমতাবস্থায় শাসক এনডিএ চালিয়ে খেলতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ এদিন দ্বিতীয় দফায় ৪৪টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। বুধবার তারা ৫৭ জনের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছিল। বিজেপিও ইতিমধ্যে ১০১টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে। অপরদিকে চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস)-ও ১৫ জনের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে। বুধবার তারা ১৪ জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল।

প্রচারেও গতি আনতে চলেছে এনডিএ। বিজেপির তরফে ইতিমধ্যে তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শাসক শিবিরের এহেন যুদ্ধকালীন তৎপরতার সামনে বিরোধী মহাজোটের ছন্নছাড়া দশা দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।

তালিবানকে উসকাচ্ছে ভারত, পাক দাবি

ইসলামাবাদ, ১৬ অক্টোবর : আফগানিস্তানের সঙ্গে চলমান সংঘর্ষ এবং সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির আবহে ভারত সম্পর্কে 'অস্বস্তিকর' এবং 'অদ্ভুত' দাবি করে বসল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের দাবি, আফগানিস্তানের তালিবান সরকার ভারতের হয়ে 'প্রক্সি যুদ্ধ' চালাচ্ছে এবং তাদের মদত দেওয়া হচ্ছে খাস নয়াদিল্লি থেকে। যদিও এই অভিযোগ নস্যাৎ করেছে ভারত।

বৃহস্পতিবার পাক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তালিবানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা এবং যুদ্ধবিরতি নিয়ে পাকিস্তান সরকার দৃশ্যত উদ্বিগ্ন। এই বিষয়ে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খ্বাজা আসিফ ভারতকে নিশানা করে সোজাসুজি দাবি করেছেন, 'ভারতের পক্ষ নিয়ে এক ধরনের ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে তালিবানরা। এটা নয়াদিল্লির সরাসরি প্রশ্রয় ছাড়া হতেই পারে না।'

আসিফের মতে, তালিবানের পদক্ষেপে ভারতের সায় থাকায় পাক-আফগান আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না, তা অনিশ্চিত। পাকিস্তানের দাবি, ভারত তালিবানের মতো গোষ্ঠীগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিয়ে আফগান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে।

তবে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'পাকিস্তান সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে আশ্রয় দেয় এবং পড়শিদের নিজেদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে।'

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারস্থ হয়েছে। পাক-আফগান স্থায়ী সমঝোতা যাতে হয়, তার জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে ট্রাম্পকে আহ্বান জানিয়েছে তারা। আসিফ জানিয়েছেন, 'এতদিন মার্কিন প্রেসিডেন্টরা যুদ্ধ বাধিয়েছেন। ট্রাম্প প্রথম একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি যুদ্ধ বন্ধে সিদ্ধহস্ত। পাকিস্তান-আফগান দ্বন্দ্বে তাঁর মধ্যস্থতা স্বাগত।' রাষ্ট্রসংঘও দু'পক্ষকে আর্জি জানিয়েছে 'যুদ্ধবিরতি দীর্ঘায়িত করে শান্তি' বজায় রাখতে।

এআই শেখাবে ব্র্যান্ড গুরু

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রাতারাতি বদলে দিচ্ছে ব্যবসা ও শিল্পের দুনিয়াকে। বিশেষ করে সারা বিশ্বেই ব্র্যান্ডিংয়ের দুনিয়াকে বদলে দিয়েছে অনেকখানি। কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানির বিপণনের সঙ্গে যুক্ত শীর্ষ কর্তাদের কালঘাম ছুটছে এই প্রযুক্তি বুঝতে। তাই এবার দেশের শিল্প ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত শীর্ষকর্তাদের এআই নিয়ে ক্লাস নিতে কলকাতায় আসছেন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড গুরু এরিক জোয়াকিমস্থ্যালার। বৃহস্পতিবার কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ ঘোষণা করেছে কলকাতায় তাদের আসন্ন ব্র্যান্ড কনক্লেভে এআই নিয়ে দিনভর মাস্টারক্লাস নেবেন এরিক।

সিআইআই কর্তা নমিত বাজোরিয়া বলেন, 'আমরা টানা ২৪ বছর এই কলকাতাতেই ব্র্যান্ড কনক্লেভ করছি। অনেকেই ভাবে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায় পিছিয়ে। কিন্তু এই কলকাতাতেই ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ক্লাস নিতে আসছেন ব্র্যান্ড গুরু। প্রতি বছরের মতো সারাদেশের ৪০০ শীর্ষকর্তা এবারও আসবেন এআই শিক্ষিত হতে। ১৭ ডিসেম্বর নিউটাউনের একটি হোটেলে এই কনক্লেভ হবে।' সিআইআইয়ের রাজ্য শাখার সহ সভাপতি রূপক বড়ুয়া বলেন, এআই পৃথিবীটাকেই বদলে দিচ্ছে। বদলে যাচ্ছে ব্যবসা তথা ব্র্যান্ডিংয়ের চরিত্রও। এরসঙ্গে আমাদের সবাইকে পাল্লা দিতে হবে। নইলে টিকে থাকা যাবে না। পরিবর্তিত দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্যই এবার ওই মাস্টারক্লাসে দিনভর বিশদ আলোচনা হবে। এরজন্য সিআইআইয়ের দপ্তরে আগাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।' এদিন সিআইআইয়ের মার্কেটিং অ্যান্ড ব্র্যান্ড টাস্কফোর্সের কোচেয়ারম্যান অনিমেষ রায় বলেন, ভবিষ্যতের বিপণনের ধারা কী হতে চলেছে তা আমরা জানতে পারব ওই ক্লাস থেকে। কীভাবে এআইকে ব্যবসা তথা ব্র্যান্ডিংয়ের কাজে লাগাতে হবে, তার দিকনির্দেশ পাওয়া যাবে ওই ক্লাস থেকে।'

মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো ছোড়ার ঘটনা নিয়ে আদালত অবমাননা মামলায় বৃহস্পতিবার সম্মতি দিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামন। দীপাবলির ছুটির পর এই মামলা শুনবে শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। অবমাননা মামলার আর্জি করেন সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ সিং। বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়েছেন, 'মাননীয় প্রধান বিচারপতি অত্যন্ত উদার মনোভাব দেখিয়েছেন...এতে বোঝা যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান (সুপ্রিম কোর্ট) এ ধরনের ঘটনার দ্বারা একেবারেই প্রভাবিত হয় না।'

ডোমকলের প্রয়াত তৃণমূল বিধায়কের আত্মীয় সিভিক সহ গ্রেপ্তার আট

পুলিশের স্টিকার সাঁটা গাড়িতে অপহরণ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৬ অক্টোবর : পুলিশের স্টিকার লাগানো গাড়ি নিয়ে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। বুধবার রাতে ডোমকলের কর্মকারপাড়ার এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে প্রয়াত বিধায়কের আত্মীয় ওই সিভিকের।

অভিযোগ, বুধবার রাতে ডোমকলের কর্মকারপাড়ায় একটি মুদির দোকানের সামনে পুলিশের স্টিকার লাগানো কয়েকটি গাড়ি পরপর এসে দাঁড়ায়। সামনের গাড়ি থেকে চালক বাদে চারজন নেমে আসেন। এরপর লালচাঁদ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হয়। পুলিশের ডাক শুনে জমি কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ওই ব্যক্তি বেরিয়ে আসেন। তারপরেই তাঁকে কলার ধরে টেনে পুলিশের স্টিকার সাঁটানো একটি গাড়িতে তোলা হয়। স্বামীকে এভাবে আচমকা তুলে

পুলিশি হেপাজতে অপহরণের অভিযোগে ধৃতরা। -সংবাদচিত্র

নিয়ে যেতে দেখে লালচাঁদের ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী শেফালি বিবি সহ পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করে দেন।

বারবার জানতে চান, কেন তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনওরকম উত্তর না দিয়ে পরিবারকে বলা হয়, এখানে কোনও কথা হবে না, যা হবে থানাতে। তারপরে এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যায় গাড়িগুলি।

উদ্বিগ্ন পরিবারের লোক রাতে ডোমকল থানায় গিয়ে খোঁজখবর নিতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। জানা যায়, লালচাঁদ নামে কাউকে গ্রেপ্তারই করেনি পুলিশ। খোঁজখবরে বেরিয়ে আসে, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন থানারই সিভিক ভলান্টিয়ার হুমায়ুন কবির। হুমায়ুন আবার সদ্য প্রয়াত ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের আত্মীয়। হুমায়ুনই গাড়িভাড়া করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

কী ঘটেছে

- বুধবার রাতে ডোমকলের কর্মকারপাড়ায় একটি মুদির দোকানের সামনে পুলিশের স্টিকার লাগানো কয়েকটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়
- লালচাঁদকে কলার ধরে টেনে পুলিশের স্টিকার সাঁটানো একটি গাড়িতে তোলা হয়
- তবে থানায় গিয়ে লালচাঁদের স্ত্রী জানতে পারেন, থানায় নেই তিনি। তাঁকে এক সিভিক ভলান্টিয়ার অপহরণ করেছেন

পুলিশ অপহৃত ওই ব্যক্তির খোঁজে মাঝরাতেই অভিযান শুরু করে। প্রথমে ভাশসালা ও তার সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ গাড়িগুলি উদ্ধার করে। সেখান থেকে সূত্র পেয়ে বৃহস্পতিবার ভোরে পুলিশের একটি বিশেষ টিম নদিয়ার উদ্দেশে রওনা দেয়। লালচাঁদকে নদিয়ার চাপড়া থেকে উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি এই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই সিভিক ভলান্টিয়ার সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত সিভিকের বাড়ি গোবিন্দপুর এলাকায়।

পুলিশ ইতিমধ্যে অপহরণের জন্য ব্যবহৃত গাড়িটি উদ্ধার করতেই বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যায়, অপহরণের জন্য ব্যবহৃত একটি গাড়ি ডোমকল টাউন তৃণমূল যুব সভাপতি সাজিবুল খান বাপনের নামে নথিভুক্ত। ঘটনায় মোট তিনটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে হুমায়ুন ছাড়াও রয়েছেন মোমিনুল ইসলাম, সুমন মণ্ডল, আজমির মণ্ডল, এমানুয়েল কবির, আনসারুল আনসারি, নয়ন শেখ, মহম্মদ আলি মুবারক ওরফে রিঙ্কু।

লালচাঁদের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত পুরোনো বিবাদের জেরেই ওই সিভিক ভলান্টিয়ার এই ছক কষেন। লালচাঁদের স্ত্রী শেফালি বলেন, 'পুলিশের স্টিকার লাগিয়ে বাড়ি থেকে মারধর করে টানতে টানতে অপহরণ করে নিয়ে যায় স্বামীকে।' অন্যদিকে, ধৃত ভলান্টিয়ারের বাবা রেজাউল শেখ বলেন, 'লালনের পরিবারের সঙ্গে আমাদের জমি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা রয়েছে। কিন্তু অপহরণের ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।' এই ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারের বক্তব্য, 'আইন আইনের পথে চলবে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।' ধৃতদের এদিন বহরমপুর জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিনজনকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

নারীশক্তির উদযাপনে প্রেগা নিউজ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বুধবার সেরা তিন দশভূজাকে সম্মান জানাল প্রেগা নিউজ। দুর্গাপুজো চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলার ৫১টি মণ্ডপে ঘোরেন বিচারকরা। এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নেন বিভিন্ন পেশার মোট ৫ হাজারও বেশি মহিলা। গান, আবৃত্তি, ঢাক বাজানো, ধুনুচি নাচ ও অভিনয়ের ওপর ভিত্তি করে ফাইনালিস্টদের বেছে নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যেই তিনজনকে বিজেতা হিসাবে ঘোষণা করা হল। 'দশভূজা : সিজন ৪'-এর জমজমাট ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রেগা নিউজ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ও নির্ভরযোগ্য প্রেগন্যান্সি টেস্ট ব্র্যান্ড। ম্যানকাইন্ড ফার্মার সেলস ও মার্কেটিংয়ের সহ সভাপতি জয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কোনও সন্দেহ নেই, প্রত্যেক বাঙালি নারীই প্রতিভাবান। নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়ে তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। এবার প্রেগা নিউজ দশভূজার চতুর্থ বর্ষে আমরা সেই সব নারীকে সম্মান জানালাম যাঁরা একাধারে শক্তিময়ী, সৃজনশীল ও নিষ্ঠাবতী।'

আড়াই কোটি

প্রথম পাতার পর

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ভোটের ব্যবধান ছিল ৪২ লক্ষ। জয়ের জন্য দরকার এর অর্ধেক ২২ লক্ষ। এসআইআর-এর ফলে তা সহজে হাসিল হয়ে যাবে। ক্ষমতা দখল করলেই বিজেপি বদলার পথে হাঁটবে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।

দিন কয়েক আগে তিনি বলেছিলেন, বদল হলে বদলা হবে। বৃহস্পতিবার সুর আর একধাপ চড়িয়ে তিনি বলেন, সুদে-আসলে বদলা হবে। যদিও দিন কয়েক আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, বদলা তাঁর দলের সংস্কৃতি নয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি হারাবেন বলেও শুভেন্দু আস্ফালন করেন।

উত্তরবঙ্গের সব নদীর বালি লুটের টাকার বড় অংশ কালীঘাটে যায় বলেও শুভেন্দুর অভিযোগ। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ- সব জায়গায় তৃণমূলে বালি মাফিয়ারা যুক্ত। এদের সঙ্গে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও পুলিশ সরাসরি জড়িত। মাফিয়ারা একটা ঘাটের ইজারা নিয়ে ২৫টা ঘাট চালাচ্ছে। এই সিন্ডিকেটের বড় অংশের টাকা পাঠানো হয় কালীঘাটে।'

পাহাড়ে ভূমি সংরক্ষণে বুধবার ম্যানগ্রোভ চাষের কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীকে মূর্খ বলে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'ম্যানগ্রোভ নোনা জায়গায় চাষ হয়।' নাগরাকাটায় তিনি জানান, উত্তরবঙ্গে দুর্যোগে মৃতদের পরিবারপিছু বিজেপির এমপি-এমএলএদের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আড়াই লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন। দলের পক্ষ থেকে ৩৫ হাজার মানুষকে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আরও ১৫ হাজার মানুষকে দেওয়া হবে।

গৃহহীনদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য রাজ্য যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেবে বলে জানিয়েছে, তা অপ্রতুল বলে মন্তব্য করে বিরোধী দলনেতা জানান, বিডিওরা জমি দিলে বিজেপি আরও ৮০ হাজার টাকা করে দেবে। যদিও সরকারি বরাদ্দের সঙ্গে কীভাবে দলের টাকা যোগ হবে, তারও ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

খগেন-শংকরদের ওপর হামলায় যে ৮ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, তাঁদের একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে তাঁর বক্তব্য। তাঁর মতে, ৫ জনকে লোকদেখানো গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশ ও তৃণমূলের অ্যাডজাস্টমেন্টে। কিন্তু ওই ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা না হলে এরপর বামনডাঙ্গা অভিযান হবে বলে শুভেন্দু জানান। যদিও ওই হামলায় পুলিশ বুধবার রাতে মান্নান সরকার নামে সুলকাপাড়ার খয়েরবাড়ির একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এতে মোট ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৬।

তবে শুভেন্দুর ভাষণের ছত্রে ছত্রে ছিল পুলিশের প্রতি বিষোদ্গার। রাজ্য পুলিশের ডিজি, জলপাইগুড়ির এসপি, মালবাজারের এসডিপিও, নাগরাকাটা থানার আইসি কেউই বাদ যায়নি তাঁর আক্রমণ থেকে। সিবিআই ও এনআইএ তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে মামলা, এসসি-এসটি কমিশন ও লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানোর বিষয় তুলে ধরে শুভেন্দুর হুংকার, 'কেউ বাঁচতে পারবে না।'

জলপাইগুড়ির বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী সেদিনের হামলার মাস্টার মাইন্ড হিসেবে তৃণমূলের সুলকাপাড়া অঞ্চল সভাপতি লতিফুল ইসলামের নাম উল্লেখ করেন। যদিও লতিফুলের বক্তব্য, 'ওই ঘটনার দু'দিন আগে আমি বিদেশে গিয়েছিলাম।' শুভেন্দু ধূপগুড়ির কুর্শামারির ত্রাণশিবিরে গিয়ে অভিযোগ করেন, সোমবার যখন মুখ্যমন্ত্রী ওই এলাকায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁর পেছনে বালি মাফিয়া রাসেল সরকারকে দেখা গিয়েছে।

রাসেল অবশ্য বলেন, 'কে কী বললেন, তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের মূল লক্ষ্য এখন দুর্যোগে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সেই কাজটি দল করছে। শুভেন্দুবাবুরা এমন দুঃসময়ে রাজনীতি করে যাচ্ছেন।'

ভোগান্তির আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

মোড় থেকে রবীন্দ্রনগর মোড় ভায়া ঘোগোমালি। আবার ওই ট্রাফিক গার্ডের ৩ নম্বর রুটটি হল আশিঘর মোড় থেকে সুকান্তনগর অটোস্ট্যান্ড ভায়া ঘোগোমালি। টোটো ইউনিয়নের সভাপতি রাকেশ পাল বলেন, 'এই রুট অনুযায়ী চললে সাধারণ মানুষ টোটোতে উঠবে না। পড়ুয়া থেকে খেটে খাওয়া মানুষকে সমস্যায় পড়তে হবে। যদি আশিঘর মোড় থেকে কোনও পড়ুয়া কলেজপাড়ায় যেতে চান তবে তো তাঁকে রবীন্দ্রনগর মোড়ে নেমে যেতে হবে। তারপর আবার ভাড়া দিয়ে অন্য টোটো ধরে গন্তব্য যেতে হবে। ফকদইপাড়া থেকে কেউ টোটোয় সুভাষপল্লির দিকে আসতে চাইলে তাঁকে অন্তত তিনটি টোটো পরিবর্তন করতে হবে।' রাকেশের কথায়, 'এই রুটগুলি অনুযায়ী চললে টোটোচালকরা মারা পড়বেন। সেই কারণে এই রুট পরিবর্তনের দাবি জানাব।'

যেভাবে টোটোর রুট করা হয়েছে তাতে বেশ কিছু রুটে টোটো এক থেকে দেড় কিলোমিটার এলাকার মধ্যেই চলাচল করতে পারবে। তার বাইরে যেতে পারবে না। জলপাই মোড় ট্রাফিক গার্ড এলাকার মধ্যে মিলনপল্লি ভায়া শক্তিগড় ভায়া বলাকা মোড়ের মধ্যে একটি টোটোর রুট করা হয়েছে। মিলনপল্লির টোটোচালক দীপক রায়ের কথায়, 'এমন রুট হলে তো টোটোতে যাত্রী নিয়ে কোথাও যেতে পারব না। মাত্র কয়েকশো মিটার জায়গার মধ্যে আমাদের আটকে দেওয়া হচ্ছে। যাত্রী পাওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে। সমস্ত এলাকার টোটোচালকরা এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে।' পুর এলাকার বাইরে টোটোর বিভিন্ন রুট রয়েছে। পোড়াঝাড় মোড় থেকে কাওয়াখালি বাজার ভায়া বিধানপল্লি, ঠিকনিকাটা মোড় থেকে কালারাম হাইস্কুলের মতো রুট রয়েছে। তার বাইরে ওই রুটের টোটোগুলি যেতে পারবে না। এমনভাবে রুটগুলি ভাগ করা হয়েছে, যাতে কোনও টোটো নিজস্ব এলাকার বাইরে যেতে পারবে না। মেয়র গৌতম দেব আগেই জানিয়েছেন, নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত টোটোর রেজিস্ট্রেশন শেষ করতে হবে। তারপরই রুট কার্যকর হবে। কিন্তু বাস্তবে সেই রুট কার্যকর হলে মানুষের কতটা সুবিধা হয়, সেটাই দেখার।

মহাকাল মন্দির

প্রথম পাতার পর

পাহাড়ে আসতে কোনও সমস্যা হয়েছে কি না তা জানতে চান। কোনও সমস্যা হয়নি বলে উত্তর পান। সুচন্দন বললেন, 'উনি যেভাবে খোঁজখবর নিলেন আমরা অভিভূত। কীসে করে এলাম, ঠিকমতো আসতে পেরেছি কি না সে বিষয়ে খোঁজ নিলেন।' মুখ্যমন্ত্রী এদিন মহাকালধামের দিকে যাওয়ার পথে আরও কয়েকজন পর্যটকের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর মহাকাল মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। যাতায়াতজনিত সমস্যায় বয়স্কদের অনেকের পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষমরা সহজে মহাকালধাম মন্দিরে যেতে পারেন না। তাই তিনি এনিয়ে সেখানেই জিটিএ চিফের সঙ্গে কথা বলেন। সমস্যা মেটাতে গ্রিন কার ব্যবহার করা হবে বলে সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সমতলে শিলিগুড়িতে মহাকালধাম তৈরি করার কথা মুখ্যমন্ত্রী এই সময়েই ঘোষণা করেন। শিলিগুড়িতে সবচাইতে বড় শিবমূর্তি বসানো হবে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমরা দিঘায় জগন্নাথধাম করেছি, রাজারহাটে দুর্গাঙ্গন করছি। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে শিলিগুড়িতে একটি জমি দেখে রাখতে বলেছি। সেখানে যে কনভেনশন সেন্টার হচ্ছে তার পাশে সবচেয়ে বড় শিব মন্দির বানাব। করতে একটু সময় লাগবে। যেহেতু একটি ট্রাস্ট করতে হবে। জমিটা আমরা সরকার থেকেই দেব।' এদিন মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে মমতা শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। তিনধারিয়া রোড হয়ে তিনি সমতলে নেমে আসেন। এরপর বাগডোগরা থেকে চার্টার্ড বিমানে এদিন সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরে যান।

জন্মমৃত্যুতে জালিয়াতি

প্রথম পাতার পর

কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে এমন যদি হয়ে থাকে তবে আইন আইনের পথে চলবে।'

রাজ্যে ২০২২ সালের মে মাস থেকে 'জন্ম-মৃত্যু তথ্য কথা' পোর্টালের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করা শুরু হয়েছে। নির্দিষ্ট এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এই পোর্টালের মাধ্যমে সরকারিভাবে শংসাপত্র ইস্যু করা হয়। নিয়মানুযায়ী একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সমস্ত তথ্য পোর্টালে আপলোড করবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে থাকবেন সংশ্লিষ্ট প্রধান এবং হাসপাতালের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মেডিকেল অফিসার। পোর্টালে তথ্য আপলোড করা, তথ্য ভেরিফাই করে ওটিপির মাধ্যমে পোর্টালে ঢুকে ডিজিটাল সই করার দায়িত্ব তাঁদেরই।

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ প্রফুল্লিত মিঞ্জ। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও বাতাসি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ইস্যু হওয়ার কথা। কিন্তু তদন্তে দেখা গিয়েছে সিকিম সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শংসাপত্র এই হাসপাতাল থেকে ব্যাকডেটে ইস্যু করা হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট দপ্তর সম্প্রতি একটি অভিযোগের তদন্তে নেমে জানতে পারে, গুলমা চা বাগানের বাসিন্দা মৃত সুনীল সাবারিয়ার শংসাপত্রে মৃত্যুর দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। তদন্তকারীদের ধারণা, জীবনবিমার সুবিধা পেতে এমনটা করা হয়েছিল। আবার শিলিগুড়ি গোয়েন্দা দপ্তর থেকে একটি পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের সময় জানা যায়, এক ব্যক্তির জন্ম শংসাপত্র জাল করা হয়েছে। দুটি শংসাপত্রই খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ইস্যু হয়েছিল।

এরপরই নড়েচড়ে বসে ব্লক ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্যকর্তারা জানতে পেরে স্বাস্থ্য ভবনে জানান। স্বাস্থ্য ভবন তদন্ত শুরু করেছে। আপাতত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে দেওয়া হয়েছে।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শেষ তিন মাসে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে প্রায় এক হাজার শংসাপত্র ইস্যু হয়েছে। কিন্তু খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও বাতাসি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রেকর্ড অনুযায়ী এই দুই হাসপাতালে জন্ম-মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১৭০ জনের। অর্থাৎ এখান থেকে ইস্যু হওয়া প্রায় সাড়ে আটশো শংসাপত্রই ভুয়ো। এগুলির অধিকাংশই সিকিম এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলার। এছাড়া অধিকাংশ শংসাপত্র ব্যাকডেটে ইস্যু করা হয়েছে।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। তিনি বলেন, বিষয়টি ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ আনোয়ার হুসেন দেখছেন। ডাঃ হুসেনও কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহা নিজের দায় ঝেড়ে ফেলে বলেন, 'আমার কাজ ডেটা এন্ট্রি ও তথ্য আপলোড করা। আমি এটাই করেছি। ভেরিফিকেশন করে ডিজিটাল সই করেন রেজিস্ট্রার। তিনি সব বলতে পারবেন।'

এদিকে, হাসপাতালের তৎকালীন রেজিস্ট্রার ডাঃ প্রফুল্লিত মিঞ্জের বক্তব্য, 'ভেরিফিকেশন আমিই করতাম। তবে ডিজিটাল সইয়ের ওটিপি ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে শেয়ার করতাম।' জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামানিক বলেন, 'সমস্ত তথ্য স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের শোকজ করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। শেষ হলেই আইনমাফিক পদক্ষেপ করা হবে।'

জেলা তৃণমূল মহিলার সাধারণ সম্পাদক পপি সাহা ফোনে বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। ছেলে অসুস্থ, বাড়িতে আছে।' ফাঁসিদেওয়ার বিজেপির বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'শুধু তৃণমূল নেত্রীর ছেলে নন, সঠিক তদন্ত হলে এই চক্রের সঙ্গে তৃণমূলের তাবড় তাবড় নেতাদের নাম পাওয়া যাবে। ভোটব্যাংক ঠিক রাখতে এবং অনুপ্রবেশকারীদের সুযোগ করে দিতে সরকারি সিলমোহরে জাল নথি তৈরিতে মদত করছে তৃণমূল। আর তাই এসআইআর কিংবা সিএএ নিয়ে এত বিরোধিতা করছে তৃণমূল। তাঁর সংযোজন, তবে বিজেপির তরফে বিষয়টি নিয়ে সঠিক জায়গায় অভিযোগ জানানো হবে। দুর্নীতির শেষ দেখে ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

পৃথিবীর পাঠশালা

রাস্তা নিজে জ্বলে

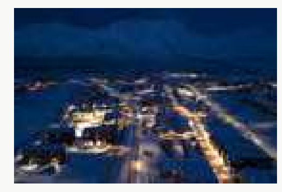

আর্কটিকের নরওয়েতে যখন ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অন্ধকার থাকে, তখন রাস্তায় আলো দেওয়ার জন্য সেখানে বিদ্যুৎ লাগে না। লাগে কাচের ছোট পুঁতি! রাস্তার পিচে বা উপরে হালকা প্রলেপ হিসাবে এই কাচের পুঁতিগুলি মিশিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ি, চাঁদ বা সামান্য তারার আলো পড়লেই এই পুঁতিগুলি সেই আলোকে আবার ফিরিয়ে দেয়। ফলে রাস্তাটা হালকা করে জ্বলে ওঠে, চালকদের অন্ধকারে পথ দেখতে দারুণ সাহায্য হয়। যেহেতু বিদ্যুৎ লাগে না, তাই এটা প্রত্যন্ত এলাকার জন্য একেবারে আদর্শ। এদের গুণ হল, এরা আলোকরশ্মিকে চারদিকে না ছড়িয়ে ঠিক উৎসের দিকেই ফিরিয়ে দেয়, তাই ঝকঝকানি হয় না। বরফ আর কুয়াশার মধ্যে এই ব্যবস্থা দুর্ঘটনা কমাতে সাহায্য করেছে। আলো দূষণও হয় না, তাই উত্তরের আকাশ তার সৌন্দর্য হারায় না।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে নীরবতা

ফ্রান্সে ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে এক নীরব বিপ্লব চলছে। সেখানে বিশেষ কোণে লাগানো হয়েছে শব্দ-শোষক প্যানেল। প্ল্যাটফর্মের দেওয়াল আর ছাদের সঙ্গে এই প্যানেলগুলি এমনভাবে বাঁকানো বা হেলানো থাকে যে, ট্রেন আসার বিকট শব্দ বাইরে বা যাত্রীর দিকে না এসে উপরের দিকে প্রতিফলিত হয়ে যায়। ফলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা অনেক কম আওয়াজ শুনতে পান। এই প্রযুক্তির আসল কৌশল এর জ্যামিতিতে। এই হেলানো প্যানেলগুলি শব্দকে আকাশের দিকে পাঠিয়ে দেয়। পুনর্ব্যবহার করা ফোম বা ছিদ্রযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি এই প্যানেলগুলি শব্দ শোষণ করে নেয়। বিশেষ করে পুরোনো আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনগুলিতে, যেখানে আওয়াজ বেশি ধাক্কা খায়, সেখানে এটা দারুণ কাজ দেয়। শুধু যাত্রীরাই নন, স্টেশনের কর্মীরাও শব্দ দূষণ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন।

ক্যাকটাসে কুয়াশা-জল

পেরুর পাহাড়ি গ্রামগুলিতে এখন আবার পুরোনো দিনের এক প্রাকৃতিক সমাধান নতুন করে ফিরে এসেছে- ক্যাকটাসের আঁশ দিয়ে তৈরি কুয়াশা-ফাঁদ বেড়া! লম্বা ফ্রেমের মধ্যে এই দেশীয় ক্যাকটাস গাছের আঁশের জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়। কুয়াশা যখন বয়ে যায়, তখন এর মধ্যে থাকা জলের ক্ষুদ্র কণাগুলি এই আঁশের সঙ্গে আটকে যায়। তারপর জমে জমে ফোঁটা ফোঁটা জল নীচে রাখা পাত্রে এসে জমা হয়। এই বেড়াগুলি দিনে প্রায় ২০০ লিটার পর্যন্ত জল সংগ্রহ করতে পারে! যেখানে বৃষ্টি কম হয় বা জলের ব্যবস্থা নেই, সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এটা এক দারুণ ভরসা। এই নকশাটি ক্যাকটাস কীভাবে প্রকৃতিতে টিকে থাকে, সেই ধারণা থেকেই নেওয়া। বিদ্যুৎ বা কোনও যন্ত্র লাগে না, তাই এটি পরিবেশবান্ধব। মহিলা আর শিশুদের জল আনার জন্য বহু দূর হেঁটে যেতে হয় না, যা তাদের অন্য কাজে সময় দেয়।

ঝিনুক-শামুকে রাস্তা

ব্রাজিলের সমুদ্রতীরের শহরগুলিতে এক দারুণ কাজ হচ্ছে- ফেলে দেওয়া ঝিনুকের খোলস এখন রাস্তার টাইলস! সামুদ্রিক খাবার খাওয়ার পর এই খোলসগুলি এতদিন আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়া হত। কিন্তু এখন তা প্রক্রিয়াকরণ করে পথচারীদের রাস্তা, বাজারের চত্বর আর সরু গলিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। খোলসে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকায় তা নোনা জলের ক্ষয় আর গ্রীষ্মের বৃষ্টি সহ্য করতে পারে। এই পথে হাঁটলে একটা মৃদু আওয়াজ হয়। অনেকে বলেন, যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ! এটি দেখতেও খুব সুন্দর, দিনের আলোয় হালকা ঝিকমিক করে। এই রাস্তাগুলি পিচের রাস্তার চেয়ে কম গরম হয়। এটি প্রমাণ করে, ফেলে দেওয়া জিনিসও নতুন সুন্দর রাস্তা বানাতে পারে।

করমর্দনে নেই, আছি হাই ফাইভে

প্রথম পাতার পর

এখন কোথায় গেল পহলগাম নিয়ে প্রতিবাদ? নাকি হকি খেলাটা ভারতীয়দের কেউ খেলেনি। অন্য দেশের কেউ ভারতীয়দের জার্সি পরে খেলে দিয়েছে? সূর্য বা হরমনপ্রীতদের মনে প্রশ্ন জাগতে না পারে, আমাদের মনে জাগছে।

পুলওয়ামার বহুদিন পর বোঝা গিয়েছিল, অজস্র প্রশ্নের সহজ জবাব নেই। অপারেশন সিঁদুরের অনেকদিন পরও বোঝা যায়নি, আসল যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল। ভারত-পাক ক্রিকেটের লজ্জাজনক অধ্যায়ের এক মাসের মধ্যেই বোঝা গেল, ক্রিকেটাররা এবং ক্রিকেট বোর্ড আমাদের মাথায় 'একটি বৃহদাকার চাঁটি মারিয়া চলিয়া গিয়াছে বোকা বানাইয়া।'

ক্রিকেটে অমিত শা-জয় শা'র ছায়া আছেই। তাই হ্যান্ডশেক ছিল না। ক্রিকেটে আইসিসি-র মতো ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকা এক নির্জীব সংস্থা রয়েছে। শাস্তির ভয় নেই। তাই হ্যান্ডশেক ছিল না।

হকিতে কোনও অমিত শা-জয় শা নেই। আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা ওরকম ভারত-নির্ভর নয় যে, ভারতীয়রা অপরাধ করলেও সহজে ছেড়ে দেবে। তাই সেখানে হাই ফাইভও আছে, হ্যান্ডশেকও আছে। শুধু ক্রিকেট খেলাটির সৌন্দর্য ও সৌজন্য মারা গিয়েছে।

ক্রিকেটে কেন করমর্দন ছিল না, কেন ভারত সরকার পরোক্ষে চাপ দিয়েই ক্রিকেটারদের অসভ্যতামি করতে বাধ্য করেছিল তার আরেকটা কারণ, ক্রিকেটে এসব করলে হইচই বেশি হয়ে যাবে। বোকা পাবলিককে বোঝানো যাবে, দেখেছ, আমরা কেমন পাকিস্তানকে শিক্ষা দিচ্ছি। হকি খেলাটা এখন ক'জন দেখে, তাও আবার জুনিয়ারদের? তাই বিস্মিত হবেন না। কোথাও করমর্দন দেখবেন না, কোথাও আবার হাই ফাইভ দেখবেন!

তবে ভুলেও ভাববেন না, ভারতীয় বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মাথা নুইয়ে আছে। কালী মন্ত্র সম্বল---যেমন চালাও তেমনি চলি মা। এইটুকু মাথা নীচু করার বদলে বোর্ড অনেক কিছু ছাড় পেয়ে যাচ্ছে সরকারের কাছে। যা অন্য খেলাগুলো পায় না। করছি তো দু'-তিনটে ম্যাচে সরকারি নির্দেশ মানা! বাকি সময়ে ঠিক সুদে-আসলে তুলে নেব এই মনোভাব ক্রিকেটকর্তাদের।

খেলা ছেড়ে দিন, এই হাত মেলানো যে সৌজন্যের ব্যাপার, সেটা আমরা দেশীয় রাজনীতিতে সর্বত্রই ভুলতে বসেছি। নরেন্দ্র মোদি এবং রাহুল গান্ধির করমর্দন হলেই সেটা বড় খবর। যেমন খবর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর শুভেন্দু অধিকারীর কথাবার্তা হলে। আমরা সাংবাদিকরাও ভুলতে বসেছি এই ব্যাপারটাই অতি স্বাভাবিক। কথা না বলাটা, হাত না মেলানোটা চূড়ান্ত অস্বাভাবিক। নেতাদের সৌজন্যবোধ এই জন্যই বোধহয় আরও বেশি করে হারিয়ে যাচ্ছে। দেশ বা রাজ্যের স্বার্থে মোদি বা মমতা কতদিন বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন, বলুন না!

মাসকয়েক আগে দিলীপ ঘোষ দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে মমতার আমন্ত্রণে গেলেন। পাশে বসে কথাবার্তা বললেন। আমরা সাংবাদিকরা, সাধারণ মানুষরা হইহই রইরই শুরু করে দিলাম। রাজনীতিটাকে নোংরা এবং উচ্ছন্নে পাঠানোর পেছনে আমাদেরও ভূমিকা বড়।

জ্যোতি বসু এবং সিদ্ধার্থশংকর রায় একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন বহুবার। বিধান রায় জ্যোতিবাবুর প্রশংসা করেছেন অকপট। নেহরু অকপট প্রশংসা করেছেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর। বা ইন্দিরা আলাদা বসেছেন ভূপেশ গুপ্তের সঙ্গে। সবই আমরা ভুলে গিয়েছি।

আমরা আম পাবলিক, সাংবাদিক মিলে সবাই নেতাদের করমর্দনে পর্যন্ত রাজনীতি খুঁজতে বেরিয়েছি। তাই জন্য মনে হয় নেতারাও বেশ শঙ্কিত। গ্রামীণ স্তরে পর্যন্ত সব পার্টির নেতাদের আড্ডা বিরল হয়ে উঠেছে, আগে পাড়ায় পাড়ায় যা ছিল অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এবং এই মুখ দেখাদেখি বন্ধের ফলেই গ্রামীণ রাজনীতিও অতি নোংরা হয়ে গিয়েছে সাম্প্রতিককালে। গ্রামের স্বার্থে, শহরের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারটাই ভুলে গিয়েছেন নেতারা। ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেট যেমন অভদ্রদের হয়ে উঠেছে দিন-দিন। যত অভদ্রতা, তত প্রচার রাজনীতিতে।

ক্রিকেটেও তাই। নইলে কীভাবে একটা টিম প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাতে না পারে!

বিশ্ব রাজনীতিতে অনেক করমর্দন নতুন ইতিহাস লিখেছে। ১৯৪১-এ রুজভেল্ট-চার্চিল, ১৯৬১-তে জন কেনেডি-ক্রুশ্চেভ। ১৯৮৫-তে রেগন-গর্বাচভ। ১৯৯২ সালে ইয়াসের আরাফাতের সঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী রবিনের হাত মেলানো, ১৯৭২ সালে রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে মাও সে তুংয়ের করমর্দন, ১৯৮৯ সালে ম্যান্ডেলার সঙ্গে এফডব্লিউবি ক্লার্কের হাত মেলানো, ২০১৩ সালে ওবামা-রাউল কাস্ত্রো করমর্দন এক-একটা যুগের শুরু পৃথিবীতে!

এর পিছনে তো হাত না মেলানোরও ইতিহাস রয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে ট্রাম্পের হাত মেলানোর স্টাইল নিয়ে জল্পনা চলছে অনেক। হাত মেলানোর মধ্যেও কত সমীকরণ ও ধাঁধা থাকে, তা বলা হচ্ছে এখানে। কোন করমর্দনে উপেক্ষা, কোথায় আক্রমণ, কোথায়ই বা বিরক্তি লেগে।

আমরা ক্রিকেট মাঠেই রাজীব গান্ধি-জিয়াউল হক বা মনমোহন সিং-ইউসুফ রাজা গিলানির করমর্দন দ্যাখা অভ্যস্ত ভারতীয়। কখনও মনে হয়নি, পাক প্রধানের সঙ্গে হাত মেলানোয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সামান্যতম সম্মানহানি হয়েছে।

অথচ বিশ্ব রাজনীতিও করমর্দন এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখেছে বারবার। ২০১৭-তে ট্রাম্প তখনকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মের্কেলের সঙ্গে হাত মেলাননি। ২০১৮ সালে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন চলছে আর্জেন্টিনায়। সেসময় সাংবাদিক খাসোগিকে সৌদিতে মেরে ফেলা নিয়ে আলোড়ন বিশ্বে। সেসময় পুতিন বাদে কোনও বিশ্বনেতাই সৌদির ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গে হাত মেলাননি। এবছরই জার্মানির মহিলা বিদেশমন্ত্রী আনালেনা বায়েরবেক সিরিয়ায় গেলে কেউ তাঁর সঙ্গে হাত মেলাননি। হাত মেলান আনালেনার জুনিয়ারদের সঙ্গে। সেখানে চূড়ান্ত হাস্যকর গোঁড়ামির প্রশ্ন।

হাই ফাইভ দেখিয়ে আবার বিতর্কেও জড়িয়েছেন রাজনীতিবিদরা। আমেরিকাতে পর্যন্ত বলা হয়, হাই ফাইভ গুরুত্বপূর্ণ সভা বা কূটনীতির দরবারে অচল। সেখানে করমর্দনই উপযুক্ত। হাই ফাইভ বরং তরুণদের অনুষ্ঠানে চলতে পারে। এক যুগ আগে জার্মানির গ্রিন পার্টির চেয়ারউওম্যান ক্লডিয়া রথ একবার এই হাই ফাইভ করেছিলেন জার্মানিতে ইরানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। কেন অমানবিক দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে এত মাখামাখি, প্রশ্ন তুলে জার্মান মিডিয়া রথকে বলেছিল, লুজার অফ দ্য ডে।

টেনিস কোর্টে রাশিয়া বা বেলারুশের প্লেয়ারদের সঙ্গে দেখা হলে ইদানীং ইউক্রেনের প্লেয়াররা হাত মেলান না। আবার গত মে মাসেই ইউক্রেনের মার্তা কতসুক হাত মিলিয়েছিলেন রাশিয়াজাত অস্ট্রেলিয়ান দারিয়া কাসাতকিনার সঙ্গে। কাসাতকিনা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে রুশ নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিলেন বলে। সবটাই এসেছিল হৃদয় থেকে। হৃদয়ই বলেছে, করমর্দন করো, করমর্দন কোরো না।

কতদিন আগে, অন্তত প্রায় নয় বছর হল, এক বিখ্যাত ডাচ আইনজীবী ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে হাত মেলাননি প্যালেস্তাইনে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে। সেটাও সম্পূর্ণ হৃদয় থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত।

আমাদের খেলোয়াড়দের মতো নয় যে, সরকার বলে দিলে হাত মেলাবই না। আর সরকার কিছু না বললে হাই ফাইভ দেখিয়ে কার্যত উৎসব করে আসব একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে। একদিন বলব, ব্রেকআপ! দু'দিন পরেই বলব, ভালোবাসি!

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

থিমের বাহার শ্যামা আরাধনায়

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোতেও দেখা যাবে থিমের বাহার। বিভিন্ন ধরনের থিমের মণ্ডপে শহর সেজে উঠবে। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল সংলগ্ন ভোলানাথপাড়ার কিশোর সংঘের পুজোর এই বছর ৩৬তম বর্ষ। বাজেট ২ লক্ষ টাকা। এই পুজোর এবারের থিম পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা। নানা মডেল তৈরি করে কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে। প্রতিমা আনা হবে ময়নাগুড়ি থেকে। ২৩ অক্টোবর পুজোর শেষদিনে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। কিশোর সংঘের সম্পাদক গোবিন্দ রায় বলেন, 'প্রতিবছরই আমরা থিমের মধ্যে দিয়ে সাম্প্রতিক কোনও ঘটনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি। এবছর আমাদের পুজোয় পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনাকে তুলে ধরা হবে। আমাদের পুজো নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ভীষণ আগ্রহ থাকে। আমাদের এই বছরের থিম দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে বলে আশা করছি।'

মধ্য শান্তিনগর পাইপলাইন এলাকার শান্তিনগর যুবকবৃন্দের পুজোর এই বছর ১৪তম বর্ষ। বাজেট ৯ লক্ষ টাকা। এবার তাদের থিম 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। সন্তানের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে বাবার যে পরিমাণ অবদান থাকে, তাঁকে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় থিমের মধ্যে সেটাই তুলে ধরা হবে। এই পুজোর মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন শিলিগুড়ির মণ্ডপশিল্পীরা। প্রতিমা এবং আলোকসজ্জার দায়িত্ব রয়েছে স্থানীয় শিল্পীদের কাঁধে। ১৯ অক্টোবর এই পুজোর উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনের দিন এলাকার দুঃস্থদের বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হবে। পুজোর তিনদিন এই মণ্ডপে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। পুজো কমিটির সদস্য উৎপল ঘোষ বলেন, 'স্থানীয়রা তো বটেই দূরদূরান্ত থেকেও অনেকে আমাদের পুজো দেখতে আসেন।'

প্রতিমার সজ্জায় ব্যস্ত মৃৎশিল্পী। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। ছবি : সূত্রধর

শহরের সেরা ডিপিএস স্কুল

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে সেরা স্কুল হিসেবে প্রথম হয়েছে দিল্লি পাবলিক স্কুল। আর সারা দেশের মধ্যে এই স্কুলের স্থান নবম। দিল্লিতে গত মঙ্গলবার ২০২৪-২৫ বর্ষের জন্য এই র‍্যাংকিং ঘোষণা করেছে এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া।

এই উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য সমারোহে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল শ্রীমতী অনিশা শর্মা। এই পুরস্কার নিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন এর পেছনে স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিক অবদানের কথা। তিনি উল্লেখ করেন, স্কুলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে এবং সকলের মনোবল বাড়াতে এই পুরস্কার প্রেরণা দেবে।

উত্তরবঙ্গে সিবিএসই স্কুল হিসেবে ডিপিএস শিলিগুড়ি প্রি প্রাইমারি থেকে সিনিয়র সেকেন্ডারি পর্যন্ত অত্যাধুনিক ও জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় নজির গড়েছে। কো-কারিকুলার কর্মসূচিতে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এখানে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সহযোগিতার পাঠ নেয়। আর এটাই এই স্কুলের সাফল্যের মূল ভিত্তি।

নিউ নবীন জুয়েলার্স
শ্রীমা সরণি, লেকটাউন, শিলিগুড়ি
Call: 94343-07549

ধনতেরাস মেলা
১৭/১০/২৫ থেকে ১৯/১০/২৫ পর্যন্ত
Orchid
NORTH BENGAL NO.1 FOR ELECTRONICS
Deals in All Electronic Products
1 EMI OFF
0 INTEREST DOWN PAYMENT PROCESSING FEES
UPTO 25,000/- CASH BACK
SPOT FINANCE
HDBF
Hakimpara, Siliguri - 9002895649/7908997608
Pradhan Nagar, Siliguri - 0353-32518836/8637316388

অবৈধ নির্মাণ, খাসজমি বিক্রি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরেও শিলিগুড়ি শহরে খাসজমি দখল করে বিক্রি বন্ধ হয়নি। গজিয়ে উঠছে একের পর এক অবৈধ বহুতল। এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে, নির্মাণের ক্ষেত্রে রেয়াত করা হচ্ছে না হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের খুঁটিকেও। পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রকাশনগরে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুতের খুঁটি ছুঁয়ে তৈরি হচ্ছে একটি বহুতল বাড়ি। সামান্যতম জমি ছাড়তে তাঁরা নারাজ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের কথায়, 'মানুষের কাছে বারবার আবেদন করেছি যে, কাগজপত্র ছাড়া কোনও জমি কিনবেন না। এভাবেই ওই জমিগুলোকে বিক্রি হওয়া থেকে আটকাতে হবে।' যদিও এখানেই প্রশ্ন উঠছে, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলাররা কি কিছুই জানতে পারেন না যে কারা এই খাসজমি বিক্রি করছে?

মহানন্দা নদী সংলগ্ন পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিপাড়াতেও খাসজমি দখল করে কাঠা প্রতি আট থেকে দশ লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের কথায়, 'কাউন্সিলাররা যদি না-ও দেখে, মেয়রকে বলো-তে তো সরাসরি অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন?' তিনি বলেছেন, 'সাধারণ মানুষ সোচ্চার হওয়ার পর যদি দুষ্কৃতীরা ধরা পড়ে, তখন কি ডেপুটি মেয়র তাদের রক্ষা করবেন?'

প্রকাশনগর এলাকার একটা বড় অংশে দীর্ঘদিন ধরেই খাসজমির ওপর গড়ে উঠেছে বসতি। এখন এলিভেটেড রোডের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। হাইভোল্টেজ তারের গা ঘেঁষে তৈরি হচ্ছে বহুতল। পাশেই বাড়ি মানসী রায়ের। তিনি বললেন, 'এভাবে তো নির্মাণ করা যায় না। কিছু বললেই ঝগড়া হবে। এলাকাজুড়ে এভাবেই কাজ হচ্ছে।' ওই নির্মাণের ভেতরে ঢুকতে অবশ্য কাউকে দেখা যায়নি। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতোকে একাধিকবার ফোন করা সত্ত্বেও তিনি সাড়া দেননি।

দেদারে বহুতল নির্মাণ চলছে পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগরেও। কাগজপত্র ছাড়াই চলছে কাজ। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিপাড়ায় আবার টিন দিয়ে ঘিরে জায়গা দখল চলছে। জমির খোঁজ করতেই এক ব্যক্তি পরিষ্কার বললেন, 'চাহিদা প্রচুর। প্রতি কাঠা দশ লক্ষ টাকার কমে বিক্রি হবে না।' স্থানীয় বাসিন্দা হীরালাল মাহাতো জানালেন, কিছুদিন আগেও নদীর চর সংলগ্ন ওই এলাকা ফাঁকা ছিল। শহরের বাসিন্দা পরেশ দাসের কথায়, 'এতকিছুর পরেও প্রশাসন যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে সত্যিই কিছু বলার নেই। অঘটনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে।'

টাকা মাটি

- প্রকাশনগরে বিদ্যুতের খুঁটি ছুঁয়ে তৈরি হচ্ছে বহুতল বাড়ি
- শান্তিপাড়ায় খাসজমি কাঠা প্রতি আট থেকে দশ লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে
- অবৈধভাবে বহুতল নির্মাণ চলছে পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগরে
- সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার পরামর্শ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়রের

MULTILEVEL JEWELLERS & CO
Dhanteras Dhamaka
Only Cash Purchase on DIAMOND Jewellery Get 10% Flat Discount
Only Cash Purchase on Gold Jewellery Get 20% to 50% Making Charges Discount
Offer Valid 15.10.2025 to 19.10.2025
Above 5,00,000 Cash Purchase Assured Special Gift
Sunday Open
Old Gold Exchange Facility also available
This offer is applicable only Siliguri & Bagdogra Showroom
Terms & Conditions Apply
SILIGURI: DESHBANDHU PARA, N.T.S. MORE, SILIGURI-734004, PH.: (0353) 2660810 (O), 2663439 (S)
BAGDOGRA: SARDA SUPER MARKET (NEAR-CENTRAL BANK BLDG.) BAGDORGA MAIN ROAD, PH.: 95646-86626
JALPAIGURI: SILPA SAMITI PARA, BEGUNTARI MORE (NEAR FLORA FURNITURE) PH.: 03561 224624

DELHI PUBLIC SCHOOL
SILIGURI & FULBARI
+91 7829920209 | +91 8695609514
CBSE AFFILIATION NO. 2430083 | CBSE AFFILIATION NO. 2430269
ANNOUNCES ADMISSION FOR ACADEMIC SESSION 2026-27
FROM 8th to 18th OCTOBER, 2025
LIMITED SEATS AVAILABLE
DPS SILIGURI
CLASS 10 TOPPERS (2024-25)
AISHANI DATTA 98.8% | NEER RANDER 98.4% | UTKARSH SHANDILYA 98.2% | SRITANU MANDAL 98%
DPS FULBARI
CLASS 10 & 12 TOPPERS (2024-25)
SURYA DEY 10th 97.8% | MANNAT SINGHANIA 10th 97.6% | MUDIT GOLCHHA 12th (COMMERCE) 97.8% | RIMI DAS 12th (HUMANITIES) 95.8%
CLASS 12 TOPPERS (2024-25)
RISHITA DUTTA (COMMERCE) 98.6% | MEENAKSHI KARMAKAR (HUMANITIES) 97.2% | SUJAL AGARWAL (SCIENCE) 96.8%
FORMS AVAILABLE
AT SCHOOL CAMPUS FOR ADMISSION IN PRE-NURSERY TO CLASS 9 & CLASS 11 FROM 9 A.M TO 4 P.M ON ALL DAYS, INCLUDING SATURDAYS & SUNDAYS
FORMS ARE ALSO AVAILABLE IN DPS SILIGURI & DPS FULBARI OFFICIAL WEBSITES
EducationWorld THE HUMAN DEVELOPMENT MAGAZINE
DPS SILIGURI Ranked No.1 in West Bengal & 9th in India in the category of Best Co-Ed Day Cum Boarding School
DPS FULBARI Ranked No.1 in West Bengal & 2nd in India in the category of Emerging High Potential School
★ PREMIUM HOSTEL FACILITIES ★ WITH AC ROOMS
HOSTEL RECEPTION | PREMIUM ROOMS
COMPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
In Association with The New India Assurance Co. LTD
HOSPITALIZATION EXPENSES UPTO ₹1,00,000/-
SUM INSURED FOR PERSONAL COVER ₹2,50,000/-
OPD EXPENSE COVERAGE UPTO ₹10,000/-
BUS FACILITY AVAILABLE
DELHI PUBLIC SCHOOL, SILIGURI: +91 7797866887, +91 7829920209, info@dpssiliguri.com, www.dpssiliguri.com
DELHI PUBLIC SCHOOL, FULBARI: +91 8695609514, +(91) 9734725745, 9734303675, info@dpsfulbarisiliguri.com, www.dpsfulbarisiliguri.com
SUBJECT COMBINATIONS FOR CLASSES 11 & 12
SCIENCE STREAM: English, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Mathematics, Informatics Practices, Hindi, Bengali, Economics, Physical Education, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Psychology, Kathak, Painting
COMMERCE STREAM: English, Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics, Informatics Practices, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Kathak, Painting, Legal Studies
HUMANITIES STREAM: English, Political Science, History, Geography, Economics, Informatics Practices, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Psychology, Kathak, Painting, Legal Studies, Sociology

অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্তুতি শুরু ‘রোকো’-র

কোহলির টুইটে বিরাট জল্পনা

গা ঘামাতে থ্রো প্র্যাকটিস বিরাট কোহলির।

পারথ, ১৬ অক্টোবর : টাচডাউন অস্ট্রেলিয়া।

নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে পারথ। মাঝপথে সিঙ্গাপুর থেকে পারথের বিমান চার ঘণ্টা বিলম্বিত হয়। ফলে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের।

অস্ট্রেলিয়ার সময় ভোররাতে ভারতীয় দল শেষপর্যন্ত পা রাখে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে। রবিবার পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একদিনের ম্যাচ। স্বাভাবিকভাবেই ভারত-অজি সিরিজকে কেন্দ্র করে স্যর ডনের দেশে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। এমন অবস্থার মধ্যে আজ জোড়া ঘটনা হইচই ফেলে দিয়েছে ক্রিকেটমহলে। এক, পারথে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরই বিরাট কোহলি সমাজমাধ্যমে বার্তা দেন। তাঁর সেই বার্তার মধ্যে সিরিজ শেষে অবসরের ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দুই, দীর্ঘ বিমানযাত্রা ও বিমান বিলম্বিত হওয়ার পরও আজ বিকেলেই অপটাস স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নেমে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে কোহলি ও রোহিত শর্মার দিকে নজর ছিল ক্রিকেট সমাজের। দুইজনকেই ব্যাট হাতে নেটে ছন্দে দেখিয়েছে। বিরাট একটু বেশিই ছন্দে রয়েছেন বলে মনে হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখার পর কোহলি আচমকা সমাজমাধ্যমে ১৩ শব্দের বার্তা দেন। তিনি লিখেছেন, ‘যখনই কেউ হাল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই সে সত্যিকারের ব্যর্থ।’ বিরাটের এমন বার্তা নিয়ে দ্রুত চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মনে করা হচ্ছিল, কোহলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর অবসর বার্তা ঘোষণা করছেন।

ঘণ্টাখানেক পর ফের সমাজমাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠেন কোহলি। তিনি লেখেন, ‘ব্যর্থতা আপনাকে যা শেখাবে, জয় তা কোনওদিনও শেখাবে না।’ বিরাটের জোড়া পোস্ট নিয়ে সারাদিন ধরে

> যখনই কেউ হাল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই সে সত্যিকারের ব্যর্থ।
> **বিরাট কোহলি**

হইচই হয়েছে ক্রিকেটমহলে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মনের অন্দরে ঠিক কী চলছে, তার হদিস নেই কারও কাছে। অথচ, কোহলি অপটাস স্টেডিয়ামে সতীর্থদের সঙ্গে বিকেলে চুটিয়ে অনুশীলন করেছেন। অন্তত ৪০ মিনিট নেটে টানা ব্যাটিং করেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পেস ও বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মাঠে নেমে সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বিরাট।

তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিতের দিকেও নজর রয়েছে দুনিয়ার। বিরাটের ঠিক পাশের নেটেই রোহিত ব্যাটিং চর্চা সেরেছেন আজ। অস্ট্রেলিয়ার পিচের বাড়তি বাউন্সের মোকাবিলার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেই নেটে সময় কাটিয়েছেন হিটম্যান। অন্তত ৩৫ মিনিট তিনিও নেটে ব্যাটিং করেছেন। পরে নেট থেকে বেরিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে ‘রোকো’ জুটিকে আলোচনাও করতে দেখা গিয়েছে। বিরাটকে ব্যাট হাতে নেটে যতটা সাবলীল দেখিয়েছে আজ, রোহিতকে হয়তো ততটা ছন্দে দেখা যায়নি। কিন্তু হিটম্যান খুব একটা পিছিয়েও ছিলেন না।

১৪৪ দিন পর ভারতীয় দলের অনুশীলনে রোহিত।

৯ মার্চ দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে শেষবার ‘রোকো’-কে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে বাইশ গজে দেখা গিয়েছিল। মাঝে অনেকটা সময় পার। তার মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বের ব্যাটন বদলের ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। ‘রোকো’ জুটি টেস্টের আঙিনায় প্রাক্তন হয়ে গিয়েছেন। রবিবার থেকে ভারত-অজি একদিনের সিরিজ শুরুর আগে ‘রোকো’-র ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমুল জল্পনা। তাঁরা কি সত্যিই রবিবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজের পরই অবসর নেবেন?

ইঙ্গিত মিললেও স্পষ্ট জবাব নেই। এমন অবস্থার মধ্যে আজ চোটের কারণে আসন্ন সিরিজের বাইরে থাকা অজি পেসার প্যাট কামিন্স আজ ‘রোকো’ জুটির ভবিষ্যৎ নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। দীর্ঘসময় ধরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্তম্ভ হয়ে থাকা রোহিত-বিরাটরা চলতি সিরিজের পরই অবসর ঘোষণা করতে পারেন, কামিন্সের কথায় এমন ইঙ্গিত রয়েছে। প্যাট বলেছেন, ‘বিরাট-রোহিতরা ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় দলের হয়ে খেলছে। দুনিয়ার সব প্রান্তে ওরা সমর্থনও পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটপ্রেমীরা আমাদের দেশে আসন্ন সিরিজে শেষবার ওদের দেখতে চলেছে।’

২৪ ঘণ্টা পরই কলকাতা ডার্বি

চুপচাপ মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বেশ নিস্তব্ধ পরিবেশ। সাম্প্রতিক সময়ে ডার্বির আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনের চেনা ছবির সঙ্গে কোনও মিল নেই।

শনিবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে বাঙালির আবেগের মহারণ। তার আগে একদম শান্ত সবুজ-মেরুন শিবির। মাঠের পারফরমেন্স ভালো হলেও মাঠের বাইরের পরিস্থিতি বেশ চাপে রেখেছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ব্রিগেডকে। ফাইনালের আগে অদ্ভুতভাবে চুপচাপ রয়েছেন বাগান ফুটবলাররা।

বন্ধু মিগুয়েল ফিগুয়েরো শনিবার রবসন রোবিনহোর বিপক্ষ শিবিরে থাকবেন।

বৃহস্পতিবার অনুশীলনে যোগ দিলেন জাতীয় দলের ফুটবলাররা। ফলে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। অনুশীলনে মূলত রিকভারি সেশনে অংশ নেন ফুটবলাররা। মনবীর সিং ও অনিরুদ্ধ থাপা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফাইনাল খেলতে কোনও সমস্যা নেই তাঁদের। ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিন্স জুটি।

শনিবার ফাইনালে দুই প্রাক্তন সতীর্থ মুখোমুখি হতে চলেছেন। বাগানের প্রাণভোমরা রবসন রোবিনহো একটা সময় অস্কার ব্রুজোঁর কোচিংয়ে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে খেলেছেন। সেখানেই তাঁর সতীর্থ ছিলেন লাল-হলুদ তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরো। তবে ফাইনালে কিন্তু মিগুয়েলকে বিন্দুমাত্র জমি ছাড়তে নারাজ রবসন। তিনি বলেছেন, ‘মিগুয়েলের সঙ্গে বন্ধুত্ব মাঠের বাইরে। মাঠের ভিতরে ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। ফাইনালে দেখা হবে।’

চাপমুক্ত ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড ফাইনালে আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

পূর্ণশক্তির দল পাওয়াই আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে অস্কার ব্রুজোঁকে।

গত কয়েক বছরের তুলনায় ডার্বির আগে এবারে লাল-হলুদ শিবিরের ছবিটা ভিন্ন। আসলে এই মরশুমে পারফরমেন্সের নিরিখে একটু হলেও এগিয়ে থেকে মাঠে নামছে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। খুব স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলাররা ফুরফুরে মেজাজে। চাপমুক্ত পরিবেশ লাল-হলুদের অনুশীলনেও।

ফাইনালের আগে জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকিকে শিল্ডের জন্য নথিভুক্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার আবার জাতীয় দল থেকে ফিরে প্রস্তুতিতে যোগ দিলেন আনোয়ার আলি ও নাওরেম মহেশ সিং। ফলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে মহারণে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই নামতে পারবেন ব্রুজোঁ। তাঁর হাতে বিকল্পও বাড়বে।

যা পরিস্থিতি সবুজ-মেরুনের বিরুদ্ধেও বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে খেলতে মাঝমাঠে হয়তো তিন বিদেশি খেলানোর পরিকল্পনা থেকে সরবেন না অস্কার। সেক্ষেত্রে রক্ষণে কেভিন সিবলে নাকি আক্রমণভাগে হামিদ আহদাদ বা হিরোশিকে রেখে শুরু করবেন, এটাই বড় প্রশ্ন। তবে ফাইনালে হয়তো দ্রুত গোল তুলে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলকে চাপে ফেলে দিতে চাইবেন ব্রুজোঁ। সেক্ষেত্রে আনোয়ার চলে আসায় রক্ষণে চার ভারতীয়র ওপর আস্থা রাখতেই পারেন তিনি।

টিকিট বিক্রিতে ভাটার টান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : চেনা ছবি উধাও।

আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ডার্বি। তবে মহারণের আগে ময়দানের অতি পরিচিত ছবিটা অমিল। নেই টিকিটের হাহাকার।

শিল্ড ফাইনালের জন্য সব মিলিয়ে ষাট হাজারের কিছু বেশি টিকিট ছাড়া হয়েছে। শুক্রবার থেকে দুই ক্লাবে অফলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হবে। এখান থেকে অনলাইনে কাটা টিকিটও সংগ্রহ করতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা। আইএফএ-র পক্ষ থেকে দুই ক্লাবকে তিন হাজার করে সাধারণ টিকিট দেওয়া হচ্ছে।

তবে এখনও পর্যন্ত টিকিট বিক্রির হার বেশ কম। উৎসবের মরশুমে পকেটে টান পড়ার কারণেই কি ডার্বি নিয়ে আগ্রহী নন ফুটবলপ্রেমীরা? তা না হলে দীপাবলির প্রাক্কালেই উৎসবের আনন্দে শামিল হওয়ার সুযোগ কেন হাতছাড়া করবেন সমর্থকরা।

এদিকে, বুধবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সমর্থক বিক্ষোভের জেরে ফাইনাল ম্যাচের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে বাড়তি পুলিশ চেয়ে আবেদন করেছে আইএফএ। নিরাপত্তা নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পাঠানো চিঠির এদিন জবাব দিয়েছে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। শিল্ডের ফাইনালে ভিনরাজ্যের রেফারি দিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করা হবে।

লখনউয়ের পরামর্শদাতা উইলিয়ামসন

লখনউ, ১৬ অক্টোবর : লখনউ সুপার জায়েন্টসের নয়া পরামর্শদাতা হলেন প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। তাঁকে কৌশলগত পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে এলএসজি। শেষ আইপিএল নিলামে আনসোল্ড ছিলেন কেন। যদিও উইলিয়ামসন এখনও ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি। তাই আচমকা উইলিয়ামসনের আইপিএলের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল লখনউয়ের পরামর্শদাতার দায়িত্ব পাওয়ায় বিস্ময় তৈরি হয়েছে ক্রিকেটমহলে। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে ডারবান সুপার জায়েন্টসের হয়ে খেলেছিলেন উইলিয়ামসন। সেই সময় থেকেই লখনউয়ের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক তৈরি হয় তাঁর। মনে করা হচ্ছে, সেই সম্পর্কের রসায়নের পুরস্কার পেলেন প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক। লখনউয়ের তরফে আজ সরকারিভাবে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ‘উইলিয়ামসন সুপার জায়েন্টস পরিবারের সদস্য ছিলেন। ওকে নয়া ভূমিকায় স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আপ্লুত। উইলিয়ামসনের অভিজ্ঞতা, ক্রিকেটীয় জ্ঞান, পরিকল্পনা করার দক্ষতা এলএসজি-র আগামীর সম্পদ হতে চলেছে’।

পাঁচ সদস্যের কমিটি গড়লেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ। সঙ্গে রয়েছে অর্থের বিনিময়ে দলে সুযোগ করে দেওয়ার ঘটনাও। এমন পরিস্থিতি বন্ধ করতে আজ সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পাঁচ সদস্যের এক বিশেষ কমিটি গড়লেন। উদ্দেশ্য, অনূর্ধ্ব-১৩ পর্বের ক্রিকেটে দুর্নীতি বন্ধ করা। পাঁচ সদস্যের কমিটিতে রয়েছেন সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মালহোত্রা, শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়দের মতো বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটাররা।

সুদীপ-সুমন্তের ব্যাটে জয়ের ভিত বাংলার

উত্তরাখণ্ড-২১৩
বাংলা-২৭৪/৬
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর কেটে গিয়েছে প্রায় এক ঘণ্টা। সন্ধ্যা নেমেছে ক্রিকেটের নন্দনকাননে।

এমন সময় ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। শরীরে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। তার চেয়েও বেশি করে শরীরীভাষায় রয়েছে একরাশ হতাশা। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করা সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে দেখে মনে হচ্ছিল, ভিনগ্রহের প্রাণী। যিনি ৯৮ রানে আউট হওয়ার ঘোরের মধ্যে তখনও।

কিছু পরে সুমন্ত গুপ্তকে দেখা গেল বাংলার সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। তাঁকে দেখেও বেশ ক্লান্ত বলেই মনে হল। যদিও শরীরীভাষায় রয়েছে অদ্ভুত তৃপ্তি। আগামীর সংকল্পও। দ্বিতীয় দিনের শেষে সুমন্তর সংগ্রহ অপরাজিত ৮২। দিনের শেষ ওভারের পঞ্চম বলে অলরাউন্ডার বিশাল ভাট্টি (১৫) আউট হয়ে যাওয়ার ফলে শুক্রবার মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের সঙ্গে নিয়েই বাংলার রান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে সুমন্তকে। এর আগে গতকালের ৮/১ থেকে শুরু করে দিনের শুরুতেই ফিরে গিয়েছিলেন সুদীপকুমার ঘরামি (১৫)। অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার (৩৫) দারুণ খেলছিলেন। আচমকা এলবিডব্লিউ হয়ে যান। অনুষ্টুপের আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে।

নিয়মিত সুযোগ পাওয়ার পরও অভিষেক পোড়েল (২১) যথারীতি দিশাহীন। ক্রিকেটের বাইশ গজে পথ হারানো এক পথিক। যিনি নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে জানেন না। মধ্যাহ্নভোজের আগের ওভারে যেভাবে আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে অভিষেক আউট হলেন, বিকল্প কোনও উইকেটকিপার-ব্যাটার থাকলে আজকের পরই তাঁকে ‘গুডবাই’ বলে দেওয়া যেত। ব্যাটারদের উইকেট উপহার

অর্ধশতরানের পর সুমন্ত গুপ্ত (উপরে) ও সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। - ডি মণ্ডল

দেওয়ার রোগের কারণে একসময় ৯৮/৪ স্কোরে চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলা। সেই চাপ কাটিয়ে ১৫৬ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার স্কোর ২৭৪/৬-এ পৌঁছে দিলেন সুমন্ত-সুদীপরা। প্রথম ইনিংসের লিড সহ তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার পাশে টিম বাংলা আপাতত এগিয়ে ৬১ রানে। আগামীকাল খেলার তৃতীয় দিনের আরও ১৫০-১৬০ রান যোগ করতে না পারলে সমস্যা বাড়বে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘আরও রান চাই আমাদের। অন্তত ১৫০-১৬০। তারপর বোলারদের ঝাঁপাতে হবে জয়ের লক্ষ্যে। আমি বিশ্বাস করি, এই ম্যাচে এখনও জেতা সম্ভব। তার জন্য বোলারদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।’

রনজি ট্রফিতে এবার তুলনামূলক সহজ গ্রুপে বাংলা দল। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে সরাসরি জিতবে বাংলা, এমনটাই খেলা শুরুর আগে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে গতকাল খেলা শুরুর পর থেকেই বোলারদের হতাশার পাশে ব্যাটারদের উইকেট উপহার দেওয়ার পরিচিত ‘রোগ’ সমস্যায় ফেলেছিল বাংলাকে। সুদীপ-সুমন্তর পার্টনারশিপ না হলে হয়তো পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত বাংলার জন্য। তাছাড়া ইডেনের মন্থর পিচে উত্তরাখণ্ডের নির্বিষ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এমন দশা হলে বাকি মরশুমে কী হবে, সেই প্রশ্ন আজ উঠে গিয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য পজিটিভ ভাবনার কথা শোনালেন। বলছিলেন, ‘শতরান হাতছাড়া করে সুদীপ হতাশ হয়ে পড়েছিল। ওকে বলেছি, আমিও ৯৯ রানে আউট হয়েছি একসময়। ক্রিকেট খেলাটাই এমন। আগামীকাল সুমন্তকে আরও দায়িত্ব নিয়ে টানতে হবে বাংলার ইনিংস।’

সেপ্টেম্বরের সেরা স্মৃতি, অভিষেক

দুবাই, ১৬ অক্টোবর : ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য জোড়া সুখবর। সেপ্টেম্বরে আইসিসি-র সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন অভিষেক শর্মা ও স্মৃতি মান্ধানা। পুরুষ বিভাগে অভিষেকের সঙ্গে পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে ছিলেন কুলদীপ যাদব ও জিম্বাবোয়ের ব্রায়ান বেনেট। স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন পাকিস্তানের সিদরা আমিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিৎজকে হারিয়ে। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন অভিষেক। প্রতিযোগিতায় তিন অর্ধশতরান সহ ২০০ স্ট্রাইক রেটে তিনি ৩১৪ রান করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচে একদিবসীয় সিরিজে জোড়া শতরান এসেছিল স্মৃতির ব্যাট থেকে। যার একটিতে তিনি তিন অঙ্কের রানে পৌঁছান ৫০ বলে।

বিশ্বরেকর্ড মরক্কোর

রাবাত, ১৬ অক্টোবর : ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে চমকের নাম ছিল মরক্কো। আফ্রিকার প্রথম দল হিসাবে ফুটবল বিশ্বযুদ্ধের সেমিফাইনালে খেলেছিলেন আচরাফ হাকিমি, ইয়াসিন বৌনৌরা। ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আগেই ’২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছিল তারা। এবার টানা জয়ের নিরিখে বিশ্বরেকর্ড গড়ল সেই মরক্কো।

মঙ্গলবার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে কঙ্গোকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। এই নিয়ে টানা ১৬ ম্যাচ জিতল মরক্কো। এর আগে ২০০৮ সালের জুন মাস থেকে ২০০৯ সালে জুন মাসের মধ্যে টানা ১৫ ম্যাচ জয়ের নজির ছিল স্পেনের। কঙ্গোকে হারানোর পর তাদের টপকে টানা সর্বাধিক জয়ের নিরিখে তালিকার এক নম্বরে জায়গা করে নিল মরক্কো।

মেসিকে নিয়ে নতুন চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের জন্য ত্রাণ তুলে দেবেন স্বয়ং লিওনেল মেসি!

উত্তরবঙ্গে ত্রাণ

আগামী ডিসেম্বরে ভারত সফরে আসছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ‘গোট কনসার্ট’-এ যোগ দেবেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে মেসিকে সংবর্ধনা দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিত থাকার কথা। সূত্রের খবর, সেখানে রাজ্য সরকারের ত্রাণ তহবিলের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের জন্য দশ লক্ষ টাকা অনুদান তুলে দেবেন মেসি।

জানা গিয়েছে, মেসির ভারত সফরে টিকিট বিক্রি থেকে যে অর্থ উঠবে, তার একটা অংশ স্পনসর মারফত মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

ভারতের বিরুদ্ধে একদিবসীয় সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মিচেল স্টার্ক। পারথে বৃহস্পতিবার।

সুপার কাপে ডেম্পো

টেন্ডার প্রকাশ ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : সুপার কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে রিয়াল কাশ্মীর এফসি। তড়িঘড়ি ভূস্বর্গের ক্লাবটির পরিবর্ত হিসাবে ডেম্পো স্পোর্টিং ক্লাবকে প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও চেন্নাইয়ান এফসি-র সঙ্গে গ্রুপ ‘এ’ থেকেই সুপার কাপে খেলবে ডেম্পো।

এদিকে, বৃহস্পতিবার রাতেই নতুন কমার্শিয়াল পার্টনারের জন্য টেন্ডার প্রকাশ করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এদিনই টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দ্রুত প্রকাশ করার দাবি জানিয়ে এআইএফএফ-কে চিঠি পাঠিয়েছিল আইএসএলে খেলা দশ ক্লাবের জোট। মনে করা হচ্ছে তারপর একপ্রকার চাপে পরেই বেশি রাতের দিকে টেন্ডার প্রকাশ করা হল। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি চাইছে এআইএফএফ। একইসঙ্গে বার্ষিক ৩৭.৫ কোটি টাকা অথবা আইএসএলের মোট লভ্যাংশের ৫ শতাংশ দিতে হবে ফেডারেশনকে।

রজতের শতরানে সুবিধায় মধ্যপ্রদেশ, ঈশান থামলেন ১৭৩ রানে

ইন্দোর, ১৬ অক্টোবর : সারাংশ জৈনের (৭৫/৬) ভেলকিতে বুধবার রনজি ট্রফির প্রথম দিনে পাঞ্জাবকে প্রথম ইনিংসে ২৩২ রানে থামিয়ে দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ। বৃহস্পতিবার অপরাজিত শতরানে মধ্যপ্রদেশকে চালকের আসনে বসিয়ে দিলেন অধিনায়ক রজত পাতিদার (অপরাজিত ১০৭)। দ্বিতীয় দিনের শেষে মধ্যপ্রদেশের স্কোর ৩০৫/৬। লিড ৭৩ রানের। এদিন অবশ্য নমন ধীরের (৭২/৩) পেস দাপটে মধ্যপ্রদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। ৯৮/৩ হয়ে যাওয়ার পর শুভম শর্মাকে (৪১) নিয়ে খেলা ধরেন রজত। এরপর রজত-ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (৭৩) ১৪৭ রানের পার্টনারশিপে তিনশো পেরিয়ে যায় মধ্যপ্রদেশ। শুক্রবার দলের লিড পাতিদার কতটা লম্বা করতে পারেন, সেটাই দেখার।

বুধবার ১২৫ রানে অপরাজিত ছিলেন ঈশান কিষান। এদিন তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে তিনি থামেন ১৭৩ রানে। ঝাড়খণ্ডের ৪১৭ রানের তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে তামিলনাড়ুর স্কোর ১৮/৫। দুই পেসার সাহিল রাজ (৮/২) ও যতীন পান্ডে (১০/৩) তামিলনাড়ুর টপ অর্ডারকে নাড়িয়ে দেন।

ধ্রুব জুরেল, নারায়ণ জগদীশানদের কাছে জাতীয় দলের জায়গা হারিয়েছেন। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার কক্ষপথে ফেরার জন্য তাড়াহুড়োয় রাজি নন ঈশান। ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, ‘নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য রাখছি না এই মরশুমে। মাঠে নেমে যত বেশি সম্ভব ক্রিজে থাকতে চাই। এটাই মূল টার্গেট।’

শতরানের পর রজত পাতিদার।

এদিকে, কেরলের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় মহারাষ্ট্র। গতকাল পৃথ্বী শ-দের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৯২)। বৃহস্পতিবার রুতু শতরান মিস করলেও মহারাষ্ট্র ২৩৯-এর সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তিরুবনন্তপুরমে বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে শেষবেলায় জোড়া উইকেট নিয়ে কেরলকে চাপে ফেলে দিয়েছেন পেসার রজনীশ গুরবানি (২০/২)। ২০১৭ সালে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে কেরলের বিরুদ্ধেই ৫ উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তিনি।

অন্যদিকে, জমে উঠেছে সৌরাষ্ট্র-কর্ণাটকের লড়াই। এদিন ২৯৫/৫ থেকে শুরু করে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস ৩৭২ রানে শেষ হয়। অল্পের জন্য শতরান মিস করেন দেবদত্ত পাডিক্কাল (৯৬)। ৭ উইকেট নেন ধর্মেন্দ্রসিং জাদেজা। রানতাড়ায় নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে সৌরাষ্ট্রের স্কোর ২০০/৪। চিরাগ জনি ৯০ রান করেছেন। শ্রেয়স গোপাল নেন ৩ উইকেট।

KHOSLA ELECTRONICS
72 HRS. DHANTERAS DHAMAKA
Win GOLD & SILVER
ধনতেরাসের বিশেষ অফার
ডিসকাউন্ট UPTO 80%
ক্যাশব্যাক UPTO ₹45,000
এক্সচেঞ্জ UPTO ₹40,000
ফ্রি ডেলিভারি
শুধুমাত্র খোসলা ইলেকট্রনিক্স-এ
4 EMI OFF
@0 PAYMENT
@0% INTEREST
₹888 EMI STARTS
PLAY & GET SURE SHOT GIFT
INTERNATIONAL TRIP
NATIONAL TRIP
LED TV
REFRIGERATOR
MICROWAVE
B T SPEAKER
INDUCTION
MIXI
VIP or SAFARI TROLLEY BAG
CEILING FAN
CHOPPER
DRY IRON
UMBRELLA
Scan and Get Your Diwali Gift From Home UPTO ₹5,000
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
Easy Finance by
iPhone
iPhone 17 (256GB) EMI ₹3,454 CASHBACK ₹10,362
SAMSUNG
A36 (8/128GB) EMI ₹1,580 CASHBACK ₹4,740
vivo
V60 E (8/256GB) EMI ₹1,777 CASHBACK ₹5,331
1st TIME on MOBILE 3 EMI OFF as Cash Back
oppo
Reno 14 (8/256GB) EMI ₹2,111 CASHBACK ₹6,333
mi
Redmi 15 (8/128GB) EMI ₹1,333 CASHBACK ₹1,000
motorola
Edge 60 Fusion (8/256GB) EMI ₹2,099 CASHBACK ₹2,000
ASUS
i3 13th Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, Win 11 + MSO 24 EMI ₹2,825
hp
i5 13th Gen, 16GB RAM, 4GB 3050A Graphics 512GB SSD, Win 11 + MSO 24 EMI ₹5,458
DELL Technologies
Core 3, 16GB RAM, 512GB SSD, Win 11 + MSO 24 EMI ₹3,241
3 YEARS WARRANTY
GST KHOSLA DISCOUNT PRICE DROP
43" SMART LED ₹20,050 NEW PRICE ₹16,490
55" 4K QLED Google TV ₹38,990 NEW PRICE ₹35,990
65" 4K QLED Google TV ₹57,990 NEW PRICE ₹52,990
75" 4K LED ₹96,561 NEW PRICE ₹79,990
85" 4K LED ₹2,82,907 NEW PRICE ₹2,24,990
100" 4K LED ₹5,50,000 NEW PRICE ₹4,49,990
32" LED Starting price ₹8,990*
GST KHOSLA DISCOUNT PRICE DROP
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*
COPPER INVERTER AC
1.5 Ton 3* Inv ₹32,670 NEW PRICE ₹27,490
1.5 Ton 5* Inv ₹38,325 NEW PRICE ₹32,490
2 Ton 3* Inv ₹42,625 NEW PRICE ₹36,490
FREE FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*
CHIMNEY with COOKTOP
1350 Suc Auto Clean 60 cm Chimney Motion Sensor
UPTO 57% DISCOUNT
FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹5,199
EMI ₹1,124
WATER PURIFIER
RO + UV 2X
EMI ₹1,116
PAY FOR 1 GET 3
BUY 233 L FF REF
FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN + 500W MIXI worth ₹13,498
UPTO 42% DISCOUNT
₹26,490 EMI ₹2,208
550W 3 JAR MIXI
+ INDUCTION COOKTOP + POP UP TOASTER
UPTO 61% DISCOUNT
₹4,590
BUY 7.5 KG. TOP LOAD WM
FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN + IRON worth ₹9,794
UPTO 50% DISCOUNT
₹20,990* EMI ₹1,749
Panasonic
Festivals COME HOME with Panasonic
22nd SEP to 31st OCT 2025
SPECIAL OFFERS
20% CASHBACK UP TO ₹15,000* On Select Models
ZERO DOWN PAYMENT 0 8/0, 10/0 & 12/0
EXTENDED WARRANTY OFFERS* On Select Models
3 YEARS* WARRANTY* on LED Models
5 YEARS* COMPREHENSIVE WARRANTY* on Air Conditioner
NO COST EMI Up To 12 Months*
FIXED EMI OFFERS Starting From ₹1,499*
SPECIAL LONG TENURE EMI* 20/6 & 18/6
Scan To Know More
*T&C Apply. Products, images, features & specifications shown here are for representational purposes only, actual may vary.
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 10 Oct - 26 Oct 2025. T&C Apply.
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
87 SHOWROOMS
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
*T & C Apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Any Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offers are not applicable with Samsung & Sony products.
Scan To Locate Your Nearest Khosla Store
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

জয়ী মিলন মোড়, উজ্জ্বল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডালিয়া কুণ্ডু, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ও প্রমোদকুমার ঘোষ ট্রফি মহিলা ফুটবলে বৃহস্পতিবার মিলন মোড় ফুটবল অ্যাকাডেমি ৭-০ গোলে চূর্ণ করেছে গ্রামীণ ইয়ুথ স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টকে। রীতিকা চিকবরাইক হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল রয়েছে ঋতু খালকোর। তাদের অন্য দুই গোলস্কোরার নিকিতা সয় ও ডেলিকা ওরাওঁ। ম্যাচের সেরা হয়ে রীতিকা পেয়েছেন সঞ্জিতকুমার দাস ট্রফি। উজ্জ্বল সংঘ ৩-১ গোলে মায়ের আশীর্বাদ কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন প্রমীলা দাস। তাদের অন্য গোলটি সরলা মাহাতোর। মায়ের আশীর্বাদের গোলস্কোরার রূপালি বিশ্বাস। ম্যাচের সেরা হয়ে প্রমীলা পেয়েছেন সঞ্জিতকুমার দাস ট্রফি। শুক্রবার খেলবে ভিএনসি মর্নিং সকার-মিলন মোড় ও উজ্জ্বল-তরাই স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন প্রমীলা দাস ও (ডানে) রীতিকা চিকবরাইক।

ফের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : হাতে সময় কম। এখনও বিনিয়োগকারীর দেখা নেই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। একটি সংস্থার সঙ্গে অনেক দূর কথা হলেও তারা খুব বেশি টাকা দিতে রাজি নয়। বিনিয়োগকারী সমস্যা মেটাতে ফলে আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল সাদা-কালো শিবির।